উপর নির্ভর করেন না। সামান্য সামান্য বস্ত্র ও ছেলেদের বিছানার কাপড় খার দিয়া ঘরে কাচিয়া দেন এবং বাটীর পশ্চাৎ ভাগে যে একটু ছোট উঠান থাকে, তাহাতে লম্বা দড়ি টাঙ্গাইয়া ঐ সকল কাপড় শুকাইতে দেন। ইহা নিতান্ত সামান্য পরিশ্রমের কার্য্য নহে। মধ্যে মধ্যে ঘরের সমস্ত জিনিস সরাইয়া গালিচা তুলিয়া মেজে পরিষ্কার করা হয় এবং সাবান দ্বারা সমস্ত ময়লা প্রক্ষালন করা হয়। এই রূপ কার্য্য সমাধা করিবার সময় ভদ্র স্ত্রীলোকদের বস্ত্র কি রূপ মলিন হয় এবং মুখ ধূলি ধূষরিত হইয়া কেমন বিবর্ণ হয়, তাহা পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এ সকল কথা আমরা কেবল এ জন্য বলিলাম যে আমাদের দেশস্থ ভগিনীরা ইংলণ্ডস্থ বিবিদের সাংসারিক কার্য্যদক্ষতা, নিয়মিত পরিশ্রম, অসাধারণ অধ্যবসায় প্রভৃতি সদ্গুণ রাশির অনুকরণ করেন।

প্রাচীনা স্ত্রীগণের নিকট নব্যাগণের কি শিক্ষণীয় আছে?

আমাদিগের দেশে এখন সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন উপস্থিত। এ সময়ে আমাদিগের একটু সতর্ক হওয়া উচিত। পরিবর্ত্তনের গোলযোগে আমাদিগের যাহা কিছু ভাল আছে, তাহাও মন্দের সঙ্গে চলিয়া না যায়। আমাদিগের নব্যাগণের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ভয় হইতেছে, পাছে নব্যাগণও তাঁহাদিগের পদবী অনুসরণ করেন। তাহা হইলেই ঘোর বিপদ! স্ত্রীগণই প্রকৃত পক্ষে সমাজের অবলম্বন। তাহাদিগের দ্বারাই সমাজের আচার ব্যবহার রীতি নীতি রক্ষা পায়। গৃহের গৃহত্ব, সংসারের সংসারত্ব, পরিবারের পরিবারত্ব, বিশেষ বিশেষ বংশের চরিত্রাদি গত বিশেষত্ব স্ত্রীগণ দ্বারাই প্রকাশিত হয়। সংক্ষেপতঃ মনুষ্য সমাজের সমুদায় শোভা-সমুদায় সৌন্দর্য্য স্ত্রীগণ হইতে। মনুষ্যগণ সমাজের মস্তিষ্ক, স্ত্রীগণ হৃদয়। উভয়ের বিকারেই ঘোর অনিষ্ট, কিন্তু হৃদয়ের বিকার অত্যধিক ভয়ঙ্কর। এই বিকার যাহাতে আমাদিগের সমাজের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ইহার শোণিত দূষিত করিয়া ফেলিতে না পারে, তৎপ্রতি আমাদিগের সর্ব্ব-

তোভাবে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশেই অদ্যকার প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করিলাম।

স্ত্রী এবং পুরুষ এ দুয়ের মধ্যে যেমন শরীর গত বৈলক্ষণ্য আছে, তেমনি মানসগত বৈলক্ষণ্যও আছে। এই বৈলক্ষণ্য থাকাতেই ইঁহাদিগের অসাধারণতা। স্ত্রী পুরুষের শরীরের মূল উপাদান এক হইলেও যেমন শিরা স্নায়ু প্রভৃতির শক্তির তারতম্য আছে, মানসগত গুণ সকল এক হইলেও তাহাদের শক্তির তারতম্য আছে। বিনয়, দয়া, স্নেহ সহিষ্ণুতা স্ত্রীগণের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত হইয়া উহার সৌন্দর্য্যে সকলের নয়ন মনকে পরিতৃপ্ত করে। এ কথা বলিলে ইহা বলা হয় না, পুরুষগণের মধ্যে এ সকল গুণ নাই, বা এ সকল দ্বারা তাঁহাদিগের চরিত্রের শোভা বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু এই বলা হয়, স্ত্রীগণের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এই সকল গুণ দ্বারা সমধিক পরিবর্দ্ধিত হয়, এ সকলের অভাবে তাঁহারা অস্বাভাবিক জীবরূপে —এমন কি রাক্ষসীরূপে প্রতীয়মান হন। পুরুষগণ কি হন না? তাহা নহে। তবে পুরুষগণের মধ্যে অবিনয়, অহঙ্কার, উদ্ধত ভাব, কঠোরতা, নির্ম্মমত্ব দোষ দেখিলে লোক কথঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষমা করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীগণে তাহা অমার্জ্জনীয়। মনুষ্যগণ স্বভাবতঃ এক পক্ষের নিকট যেরূপ কেবলই বিনয়, কেবলই দয়া, কেবলই স্নেহ, কেবলই সহিষ্ণুতা চায়—অন্য পক্ষের নিকট সেরূপ নহে।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, দেখা যাউক, এ সম্বন্ধে প্রাচীনাগণের নিকট আমাদিগের নব্যাগণের কিছু শিখিবার আছে কি না? প্রাচীনাগণ যদি এ বিষয়ে আমাদিগের নবীনা ভগিনীগণকে শিক্ষা দিতে পারেন, তাঁহারা বর্ত্তমান উন্নতি প্রার্থী সমাজের মহদুপকার সাধন করিবেন, সন্দেহ নাই।

প্রাচীনাগণের এই সকল গুণের উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে ন্যায়ের অনুরোধে আমাদিগকে সামাজিক অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার বিষয়ও উল্লেখ করা আবশ্যক। সমাজের কোন অবস্থাতে কোন কোন গুণ অব্যাহত থাকে, তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আরো পরিবর্দ্ধিত হয়, কোন অবস্থাতে সেই সকল গুণ সঙ্কুচিত ও ক্রমে তিরোহিত হইয়া যায়। অনুকূল অবস্থাতে

গুণ সকল অবিকৃত থাকাতে তত গৌরব নাই, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থাতে সেই সকল স্থিরতর রাখাই প্রকৃত মহত্বের লক্ষণ। প্রাচীনাগণ বাল্যকাল হইতে শেষ বয়স পর্য্যন্ত গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃত এবং তদুপযোগী আচার ব্যবহারে শিক্ষিত, জ্ঞান চর্চ্চা কাহাকে বলে জানেন না, এদেশের বিপরীত কোন প্রকার ভাব তাঁহারদিগের মধ্যে সমাগত হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের স্ত্রীসুলভ গুণ সকল অবিকৃত থাকিবে তাহাতে বিচিত্র কি? নবীনাগণের মধ্যে এখন পূর্ব্বাবস্থা সকলের সুমহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে সেই সকল গুণের কিছু কিছু বিলোপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহা সময়ের ধর্ম্ম, ইহার জন্য তাঁহারা সম্পূর্ণ দোষী নহেন। কিন্তু যাহাতে এই বিলোপ দ্বারা দেশীয়া ভগিনীগণ অস্বাভাবিক জীব হইয়া না পড়েন, এখন তৎপক্ষে তাঁহাদিগকে জাগ্রৎ হইতে হইবে।

আমাদিগের দেশীয়া প্রাচীনাগণ বিনয় ও লজ্জাশীলতার জন্য চির প্রসিদ্ধ। সমাজ এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে একটুও অবহেলা করে নাই। এ শিক্ষা অনেক সময়ে ন্যায়ের সীমাকে অতিক্রম করিয়াছে সত্য, কিন্তু আতিশয্য দোষ প্রকৃত দোষাপেক্ষা আমরা অনায়াসে ক্ষমা করিতে পারি। আমাদিগের পাঠিকা গণের মধ্যে যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন, বা কখন তথায় গিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য নিজে এই শিক্ষা স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছেন। সভ্য দেশে এরূপ শিক্ষা আছে, তবে জ্ঞান চর্চ্চার সঙ্গে ইহার অবশ্য তারতম্য হইয়াছে। আমরা পল্লিবাসী পরিবার মধ্যে দেখিয়াছি, একটী কন্যাকে মাতা কেমন সর্ব্বপ্রকার লজ্জা বিনয় শিক্ষা দেন! কন্যার রীতিচরিত্রে লজ্জা বিনয়ের একটু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলে তাহার উপরে শাসনের পরিসীমা থাকে না। 'নির্লজ্জ' এতদপেক্ষা কন্যার প্রতি ভৎর্সনা আর কিছু নাই। গুরুজনের প্রতি একটু অবিনয় প্রকাশ পাইলে কন্যাকে মাতার—এমন কি সমুদায় পরিবারবর্গের তাড়না গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। একটি ভদ্র পরিবারে গমন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, পল্লীর কোন অধিক বয়স্কা স্ত্রী যদি প্রতিদিনও গৃহে আগমন করেন, প্রতিদিনই তাঁহার পদ বন্দনা করিতে হয়। গৃহের বধূগণের তো এ সম্বন্ধে উপেক্ষা করিবার সাধ্যই নাই। তাঁহারা গৃহকার্য্য ব্যাপৃত থাকিলেও সে কার্য্য পরিত্যাগ

করিয়া আসিয়া পদবন্দনা করিতে হইবে। আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দেখিয়াছি রন্ধন বা আহারাদিতে ব্যাপৃতা বধূ সে সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া হস্তপদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক সত্বর আসিয়া মাননীয়ার পদবন্দনা করিয়াছেন। গুরু জনের সঙ্গে উচ্চ বাক্যে কথা কহা অনুচিত এই নীতির এত দূর অতি-ব্যবহার হইয়াছে যে বধূগণ সঙ্কেত দ্বারা বাক্যালাপ করিতে বাধ্য। পল্লী-গ্রামে আমরা এখনও এমন অনেক প্রাচীনা মহিলাকে দেখিতে পাই যে মাতায় মাতায় সমবয়স্কা হইয়াও উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে তাঁহারা সঙ্কু-চিতা। এ সকলের মধ্যে আতিশয্য দোষ থাকুক, কিন্তু ইহার মধ্যে যে শিক্ষণীয় গুণ আছে তাহার সন্দেহ কি?

হিন্দু পরিবার মধ্যে প্রাচীনাগণের দয়া নির্জ্জনে সাধিত হয়। উহার সংবাদ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বা দূরদেশে নীত হয় না। কিন্তু ইহা বলিয়া উহার মাধুর্য্য সামান্য নয়। ইহা কে না দেখিয়াছেন অসময়ে ক্ষুধিত ব্যক্তি সমাগত হইলে গৃহকর্ত্রী নিজের আহার ক্ষুধিতকে দিয়া নিজে উপবাস করিয়াছেন? যিনি রোগ যাতনায় কোন দিন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি দেখিতে পাইয়াছেন, কেবল পরিবারস্থ আত্মীয়াগণ তাঁহার জন্য অস-ম্ভব ক্লেশ স্বীকার করেন এমন নয়, প্রতিবেশিনীগণ—এমন কি গ্রামান্তর হইতে সমাগত স্ত্রীগণ তাঁহার মাথার পার্শ্বে বসিয়া সমুদায় রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন। এক দিন নয়, দুই দিন নয়, এইরূপে সপ্তাহের অধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। যিনি স্বজন বান্ধব পরিবর্জ্জিত হইয়া বিদেশে বিদেশিগণের মধ্যে বাস করিয়াছেন, তিনি দেখিতে পাইয়াছেন, রোগ, শোক, কষ্টের মধ্যে কাহাদিগের চক্ষুর জলে তাঁহার দারুণ যন্ত্রণা অপনীত হই-য়াছে! যিনি অপরিচিত দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, রোগ কষ্টে অসহায় অসমর্থ হইয়াছেন, তিনি জানেন কাহারা তাঁহার দুঃখে সমদুঃখী হইয়াছেন, কাহাদিগের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছেন? এ সকল দৃষ্টা-ন্তের বিরলতা নাই, ইতিহাস ইহা বর্ণাবলিতে নিবদ্ধ করিবে না, কিন্তু ভারতবাসিগণের হৃদয় পটে ইহা চির মুদ্রিত আছে ও থাকিবে।

প্রাচীনাগণ স্নেহের প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলে স্নেহ-ময়ী মাতার মূর্ত্তি মনে পড়ে। যাঁহারা প্রাচীনাগণের স্নেহ মমতা স্বচক্ষে

প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহারা তাহার কিছুই অনুভব করিতে সমর্থ নহেন। সন্তানের আহার বিহার সুখ সচ্ছন্দতার জন্য মাতার যেমন নিয়ত ব্যস্ততা, প্রাচীনাগণের অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যস্ততা, তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইয়া কে না ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? তাঁহাদিগের সুমিষ্ট সস্নেহ বাক্যে অনেকে আপনার মাতৃ বিয়োগ শোকও বিস্মৃত হইয়াছেন। পাঠিকাগণ! এইটি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার মধুরতা অনুভব কর। আমাদিগের লেখনীর সাধ্য নাই যে সেই স্বর্গীয় স্নেহকে আমরা বর্ণনা দ্বারা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করাইতে পারি।

হিন্দু প্রাচীনাগণের সহিষ্ণুতার কথা আর কাহাকেও পরিচয় দিতে হয় না। তাঁহারা বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত যে সকল দুর্ব্বিষহ অবস্থার অধীনে থাকিয়া যেরূপ অপরাজিত চিত্তে তাহা বহন করেন, পৃথিবীর কোন স্থানেও এপ্রকার দৃষ্টান্ত মিলে কি না সন্দেহ। এই সহিষ্ণুতা এতদূর অধিক হইয়া পড়িয়াছে, যে প্রাচীনাগণ অকাতরে সর্ব্বপ্রকার শারীরিক কষ্ট ও রোগের সহিত সমর করিতে নিয়ত প্রস্তুত। যে যাতনা মনে করিতে এক জন সাহসী বীর পুরুষের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, প্রাচীনাগণ তাহা অক্ষুব্ধ চিত্তে বহন করেন; পরিশেষে এত দূর দাঁড়ায়, "রোগে স্ত্রীলোকের কি করিবে? তাহাদিগের আবার ঔষধ সেবন কি?" একথা তাঁহারা সহজে বলিয়া থাকেন। প্রাচীনাগণ গুরু অত্যাচার পর্য্যন্ত যে প্রকারে বহন করেন তাহা আশ্চর্য্য! এ সকল পাঠিকাগণের নিকট আধিক্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু এই আধিক্যের মধ্যে যে উচ্চভাব আছে, বিনয়শীলতা ও নিঃস্বার্থ হিতৈষণার অসাধারণ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে ইহা তাঁহাদিগের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। হীন অবস্থায় পড়িয়া এই সহিষ্ণুতা অধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া ইহার মূল্য অল্প হইতে পারে না। শক্তি ও ক্ষমতা সত্ত্বেও অনেক স্থলে এই গুণ প্রকাশিত হয়, প্রাচীনাগণের মধ্যে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

নব্যাগণ অপেক্ষা প্রাচীনা স্ত্রীগণ পরিশ্রম পটু ও গৃহকার্য্যে সমধিক তৎপর। আজি কালি গৃহস্থের ঘরের রমণী কেবল স্বামীর সোহাগিনী

হইয়া ও সন্তান প্রসব করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চান, কিন্তু সেকালের এক একটী ভদ্র রমণী গৃহের কর্ত্রী, পাচিকা এবং পরিচারিকার কার্য্য যোড়-শোপচারে সম্পন্ন করিতেন, বড় মানুষের ঘরের অঙ্গনাগণও আনন্দ পূর্ব্বক পরিজনের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। ফলতঃ স্বল্পায় কোন পুরুষ একটী স্ত্রী পরিগ্রহ করিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতেন, স্ত্রী তাঁহার দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী হইয়া লক্ষ্মীর সংসার করিয়া চালাইতেন। আজি কালি সম্পন্ন ব্যক্তিও স্ত্রীভার পড়িলে 'কোথায় রাখি' বলিয়া ঘোর বিপদ্ গ্রস্ত হন। এখনো যে হিন্দু গৃহে নব্যা ও প্রাচীনা মহিলা আছেন, তাঁহাদিগকে তুলনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। রোজকারে পুতের মা এবং স্থবির প্রায় হইয়াও শাশুড়ী অতি নীচ কার্য্য পর্য্যন্ত স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেছেন, হয়ত প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া ঝাঁট, গোবর, রন্ধন, গৃহের পারিপাট্য রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, রোগীর সেবা শুশ্রূষার জন্য সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইতেছেন। কিন্তু বধূ রৌদ্র গৃহমধ্যে আসিয়া ঘুম ভাঙাইলে আস্তে আস্তে উঠিয়া নামে ২।৪টী সংসারের কার্য্য করিয়া অথবা আপনার বা সন্তানের স্নানাহারাদি সম্পন্ন করিয়া দিবসে নিদ্রা যান ও বেশবিন্যাসাদি সারিয়া সন্ধ্যা হইলেই গৃহের কবাট বন্ধ করেন। এখনকার স্ত্রীগণ লেখাপড়া ও শিল্পকার্য্যে আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে পারেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা গৃহকার্য্যের কিছুই সুসার হয় না, যে পরিমাণে এক দিকে ক্ষতি হয়, সে পরিমাণে অপরদিকে লাভ দেখা যায় না।

আমরা প্রাচীনাগণের গুণের কথা বলিতে গিয়া একটী অতি সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ গুণের উল্লেখ করি নাই। সেটি কি? গুরুজনে এবং ঈশ্বরে ভক্তি। আমাদিগের এটি প্রথমে উল্লেখ না করিবার কারণ আছে। এটি এমনি প্রত্যক্ষ যে ইহার আর উল্লেখ করা বাহুল্য। এই ভক্তির জন্য কত প্রাচীনা যে প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করেন, ইহা কাহারও চক্ষে না পড়িয়া যায় না। ইহার মধ্যে একটি বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। মহত্ত্বের প্রতি তাঁহাদিগের ভক্তি অটল, কোনরূপে উহা বিচলিত হয় না। গুরুজনের ভক্তি গুরুজনের অত্যাচারের মধ্যেও অব্যাহত থাকে, এ কিছু সামান্য কথা নয়। গুরুজনকে গুরুজন বলিয়া তাঁহারা ভক্তি করেন,

অন্য কোন কারণে নয়, সুতরাং তাঁহাদিগের ভক্তি অবস্থাধীন নহে। এ ভক্তি সকলেরই অনুকরণীয়।

এদেশীয় প্রাচীনাগণের আর একটী গুণের তুলনা জগতে মিলে না। এই গুণটি লইয়াই আমাদিগের বিশেষ গৌরব ও অহঙ্কার। এটি স্বামীর প্রতি জীবনান্ত পর্য্যন্ত বিশ্বস্ততা ও প্রণয় রক্ষা। স্বামী লোকান্তরিত হইলেও তিনি প্রাচীনাগণের কোমল বিশুদ্ধ পবিত্র প্রীতি পূর্ণ হৃদয়ে অমর হইয়া বাস করেন। এ ভাবটী সামান্য নয়, ইহা স্বর্গীয় ভাব! ইহার প্রতিভা যে দেশে নিপতিত হয়, তাহা সহস্র দুঃখ দরিদ্রতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেও সম্রাটের কিরীটের চাক্‌চিক্যকেও পরাজয় করে। সকল দুঃখ এক এই গুণেই বিলুপ্ত হয়। ধন্য সেই দেশ, যে দেশের রমণীগণের মধ্যে এই পবিত্র উচ্চতর গুণ সাধারণ্যে বিদ্যমান। নারীকুলের শিরোভূষণ তাঁহারা, যাঁহারা এই গুণে বিভূষিতা। আফ্রিকা দেশীয়া কৃষ্ণবর্ণা স্থূলওষ্ঠ রমণীগণ যদি এই গুণে অলঙ্কৃতা হন, তুষারশুভ্রা বা স্বর্ণ প্রতিমা হইতেও তাঁহারা শ্রেষ্ঠ এবং আমাদের চক্ষে সমুদায় সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ।

অতিসংক্ষেপে আমাদিগের প্রাচীনাগণের কয়েকটী গুণের কথা উল্লেখ করিলাম, যদি এই সকল গুণ আমাদিগের দেশ হইতে অন্তর্হিত হয়, আমাদিগের চির সঞ্চিত সম্পত্তি চলিয়া গেল। নারীগণ বিনয়ের পরিবর্ত্তে উদ্ধত স্বভাবা হইবেন, দয়া স্নেহের পরিবর্ত্তে পুরুষসুলভ কঠোরতা শিক্ষা করিবেন, সমগ্র হৃদয়ে আমরা ইহার প্রতিপক্ষ। আমাদিগের নবীনা পাঠিকাবর্গ এই সকল সদ্গুণ সম্বন্ধে প্রাচীনাগণের এক একটি প্রতিমূর্ত্তি; আমরা জগতের নিকট এই কথা বলিতে পারিলেই কৃতার্থ হই। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এ সকল দৃষ্টান্তের অভাবে জগতের লোকের নিকট লজ্জিত হইতে না হয়, পাঠিকাগণ আমাদিগের প্রতি সদয় হইয়া এই অনুরোধটী রক্ষা করিবেন।

আশ্চর্য্য মৎস্য দল।

বা! এক ঝাঁক মাছ! এরা কি মাছ? একটা বেড়ের মত মুখ হাঁ করিয়া রহিয়াছে, একটার মুখে থেকে একখান কিরীচ বাহির হইয়াছে, আর একটার মুখে করাত কেন, জলের ভিতর কি কাট চিরিবে? আর তিনটা ছোট ছোট মাছ পাখাওয়ালা, এদের বুঝি জলে থাকিয়া আরাম হয় না, আকাশে বেড়াইবার ইচ্ছা? মিছামিছি রঙ্গ দেখাইবার জন্য এমন মাছ করিয়া কে সাজাইয়াছে?

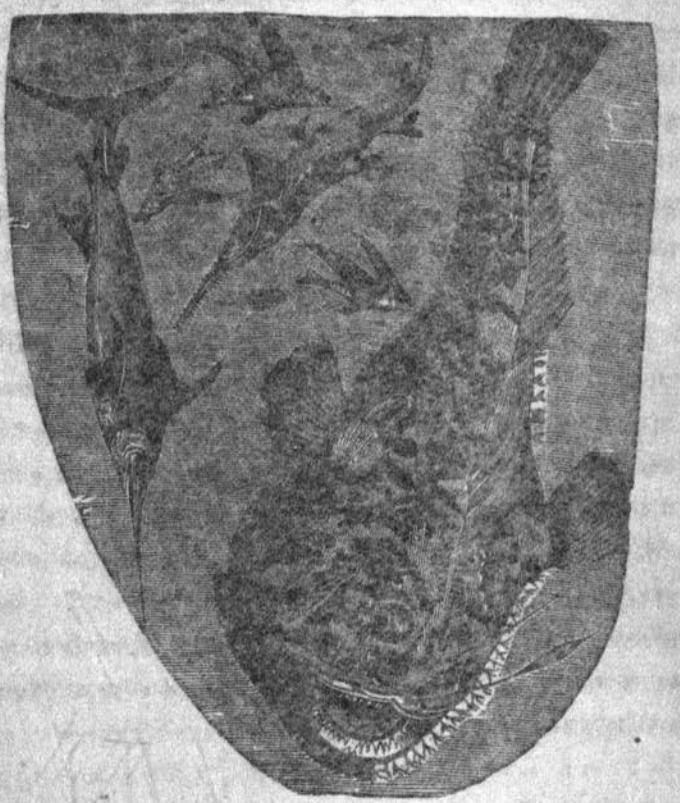

পাঠিকাগণ স্থির হও, মিছামিছি নয়, এগুলি সত্য মৎস্য, সমুদ্রে থাকে, বিচিত্র শক্তি ঈশ্বরই সত্য সত্য এরূপ জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা এক এক করিয়া ইহাদের বিবরণ তোমাদিগকে বলিতেছি।

প্রথম যে বড় মৎস্য দেখিতেছ ইহার নাম ভেক মৎস্য। ইহার আকারটা বেঙেরই মত, মুখের ভঙ্গী দেখিলে ভয় করে। কতকগুলি মৎস্যের শ্বাসযন্ত্র (কানকুরা) এমন কৌশলে প্রস্তুত হইয়াছে, যে তাহারা জল ছাড়িয়াও কিছুক্ষণ থাকিতে পারে এবং শুষ্কভূমির উপর চলিয়া যাইতে পারে, ভেক মৎস্য সেই জাতীয়।

গ্রীক পণ্ডিত আরিস্টটল ইহাকে এক প্রকার ভেক বলেন এবং ইহা ছিপ বঁড়সী দিয়া মাছ ধরিয়া জীবন ধারণ করে বর্ণন করিয়াছেন। বেঙ কি মাছে আবার ছিপ বঁড়সী দিয়া মাছ ধরে! সত্য সত্যই এই জন্তুটী স্বভাবদত্ত ছিপ বঁড়সী পাইয়াছে। ইহার মাথা হইতে যে একটা লম্বা শুঁড়ের মত বাহির হইয়াছে, তাহার উপরি ভাগ শক্ত, তাহাই ছিপ—তাহা নিম্নে গাঁট দেওয়া থাকাতে সকল দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে। এই শুঁড়ের অগ্রভাগে চক্ চকে রঙের একটী জিনিষ আছে, উহাই মাছ ভুলাইয়া আনিবার চার।

ভেক মৎস্যের মুখ খানি শরীরের প্রায় অর্দ্ধেক এবং হাঁ টীও তদনুরূপ। উপর অপেক্ষা নীচের চোয়ালটী বেশী লম্বা, দুই পাটী সরু সরু দাঁত আছে। এক যোড়া উজ্জ্বল চক্ষু মস্তককে শোভিত করিয়াছে। নাকের বাহিরে ছিদ্র নাই, ভিতরের দিকে দুইটী আছে। শরীরের উপরি ভাগ পাঁশুটে, নীচের দিক্ শাদা। লেজটা কাল। ইহা দৈর্ঘ্যে সচরাচর ২ হস্ত এবং কখন কখন ৩॥ সাড়ে তিন হাতও দেখা যায়। ইহার পেটে জীবন্ত মৎস্য অনেক পাওয়া যায় এবং সমুদ্র তীরে জেলেরা দর্শকদিগকে তাহা দেখাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করে।

এই কদাকার জন্তুটী সন্তরণে বড় পটু নহে, একারণ দ্রুতগামী মৎস্য দিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে গাঁথিতে পারে না। কিন্তু ইহার ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল এবং ব্রহ্মাণ্ড পেটে পুরিলেও ইহার আহারের খাঁই মিটে না। এখন কি প্রকারে ইহার দিনপাত হয়, শুনিতে চাও? ইহা ধূর্ত্তের শিরোমণি, পেটের দায়ে নানা প্রকার চাতুরী করে, সময় সময় বিশ্বাসঘাতকতাও করিয়া থাকে। ইহা প্রথমে আস্তে আস্তে মাটী বা বালির ভিতর গিয়া লুকায়, পরে জলটা ঘোলাইয়া চারিদিক অন্ধকার করে।

তাহার মধ্যে ছিপ গাছি ফেলিয়া অর্থাৎ শুঁড়টী বাড়াইয়া দিয়া চারিদিকে ঘুরাইতে ফিরাইতে থাকে এবং তাহার চক্‌চকে অগ্র ভাগটী মাছেরা দেখিতে পায় এইজন্য নাড়িতে থাকে। ইহাকে ছিপ ফেলিয়া বড় অধিক ক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় না। একটী মৎস্যশিশু চার দেখিতে পাইয়া সাঁতরাইয়া নিকটে আইসে। সে ভাবে একটী সুন্দর পোকা বা চক্‌চকে কোন খাদ্য জলের মধ্যে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার শিকারীর ন্যায় সেও ক্ষুধার্ত্ত, সুতরাং ছুটিয়া আসিয়া খুঁটিতে আরম্ভ করে। কিন্তু যেমন খুঁটিবে অমনি চার সরিতে থাকে, এ দিকে করাল কবল ব্যাদানিত হইয়া আছে, দুর্ভাগ্য মৎস্য ক্ষণমাত্রে তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। একটী মাছ গ্রাস করিয়া আবার চার ফেলে, আবার মাছ ধরে, এইরূপে অজগর সর্পের ন্যায় একস্থানে থাকিয়াই পেট ভরিয়া মৎস্য গ্রাস করিতে থাকে। ভেক মৎস্য যে কতদূর পেটুক, বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহার মুখাগ্রে যা আইসে, তাই গ্রাস করে, খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে না। (ক্রমশঃ)

ইন্দুমুখীর নিকট হইতে হেক্তরের বিদায়।

আমাদিগের মহাকবি বাল্মীকি যেমন রামায়ণে রামরাবণের যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন, গ্রীক মহাকবি হোমার সেইরূপ ইলিয়ড নামক মহাকাব্যে ট্রয়ের যুদ্ধ চিত্রিত করিয়াছেন। ট্রয়ের রাজপুত্র পারিস্ স্পার্টা রাজ্ঞী হেলনকে হরণ করিয়া আনাতে সমুদায় গ্রীক জাতি দলবদ্ধ হইয়া দশবৎসর কাল ট্রয়নগর আক্রমণ করে এবং অবশেষে (খৃঃ পূ ১১৮৪) উহা ভস্মসাৎ করিয়া দেয়। ট্রয়ের সকল বীর পরাস্ত হইলে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র হেক্টর (Hector) রণসজ্জা করিয়া আপনার অনুপম রূপ গুণসম্পন্না পত্নী ইন্দুমুখীর (Andromache) সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করেন এই উপাখ্যানটী ৬ষ্ঠ সর্গে বর্ণিত আছে, ইহা ইলিয়ডের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পারিসে সম্ভাষি বীর-ঋষভ হেক্তর
ইন্দুমুখী প্রিয়াবাসে চলিলা সত্বর।
সম্মুখে সুরম্য হর্ম্ম্য, রজত বরণ,
বৈজয়ন্তী-ধাম মর্ত্ত্যে, হেক্তর ভবন!
ইলিয়ন্ অলঙ্কার, ত্রয়-অহঙ্কার,
নিরুপম শোভা রাশি, অতি চমৎকার!

উন্নত অবনী পৃষ্ঠে যত্নে সংরচিত,
রুচি-কর কারু কার্য্যে, সুচারু খচিত!
আয়তন বাতায়ন, স্তম্ভ মনোহর,
দম্ভে-তে কলস-রাজী স্পর্শিছে অম্বর!
নানা বর্ণে সুরঞ্জিত, শোভার আধার,
উড়িছে বিজয়-ধ্বজ উপরে তাহার।
সুবিস্তার মহাদ্বার অতি ভয়ঙ্কর,
দলে দলে রক্ষীগণে রক্ষে নিরন্তর।
বীরেন্দ্রে দেখিয়া সবে নমি দাণ্ডাইল,
আগ্রহে কুমার পুরী মধ্যে প্রবেশিল!
গৃহে প্রবেশিয়া দেখে শূন্য নিকেতন!
সখী সনে সীমন্তিনী লইয়া নন্দন—
প্রাণের পুতুলী শিশু,—হৃদয় লালসা,
সুকুমার অন্তানক্ষ—ত্রয়ের ভরসা!
অশুভ বারতা শুনি, আকুল হইয়া
গৃহ ত্যজি ইন্দুমুখী গেছেন চলিয়া,
যথা উচ্চ ইলিয়ন-শিখর সুন্দর—
ধবল অচল যেন হিমাদ্রি উপর—
আগ্রহে সুমুখী তাহে করি আরোহণ,
দীন নেত্রে রণ ক্ষেত্র করেন দর্শন!—
পড়িয়াছে বীরবৃন্দ অবনী চুম্বিয়া;
অস্ত্র শস্ত্র, বীরসাজ, চৌদিকে বেড়িয়া
বিলাপিছে ধূলা লুটি; হয়, হস্তী, রথ
পড়িয়াছে রাশি রাশি, কবন্ধ পর্ব্বত!
রুধিরের নদী বহে, ধূমল তরঙ্গ,
ভাসে রাশি রাশি শব, দেখিতে আতঙ্ক!
শকুনী, গৃধিনী, শিবা, সারমেয় দল,
রক্তপিয়ে হুঙ্কারিয়ে, ভ্রমে রণ স্থল!
জয়লাভে উৎসাহিত শত্রু সৈন্য ভাগে
ঘন জয়-ধ্বনি করে, কর্ণে তালি লাগে;
পরাজয়ে ভগ্ন আশা, ভরসা, উদ্যম,
নিরুৎসাহী ত্রয়, চিত্র পুত্তলিকা সম!
আকুল দেশের দশা করি দরশন,
মুদি আঁখি ইন্দুমুখী করেন রোদন!

কপোল বহিয়া ঘন মুকুতা বরষে,
সজল জলদ হতে দ্যুতি পড়ে খসে!
দুখে রণ-অভিমুখে চাহেন আবার,
বাষ্পে রোধে আঁখি, দৃশ্য নাহি চলে আর!
অস্থির সুন্দরী পুন মুছিয়া নয়ন,
অনিমেষে রণস্থল করেন দর্শন!
হারায়ে অমূল্য নিধি দীন ক্ষুণ্ণ মনে
খুঁজে যথা সারা পথ; সতৃষ্ণ নয়নে,
পাতি পাতি সর্ব্বস্থান করে নিরীক্ষণ,
শোকে অভিভূত যদি মিলে রতন!
তেমতি সুন্দরী নিরীক্ষিয়া রণ-স্থল
না হেরিয়া প্রাণকান্তে, পরাণ বিকল!
কত ভাব উঠে মনে, সন্দেহ হৃদয়ে,
স্তম্ভিত সুমুখী রহে স্পন্দহীন হয়ে!
হেথায় হেক্তর বীর শূন্য নিকেতনে
না হেরে প্রাণের ধনে—যাঁর সন্দর্শনে
সতত উৎফুল্ল আত্মা, হৃদয় রঞ্জন
গুণে বদ্ধ, প্রেমে বাঁধা, রূপে মুগ্ধ মন!
জীবন বৃক্ষের শোভা—সুবাসিনী ফুল!
সুখে দুখে, ভোগে রোগে, সদা অনুকূল!—
না হেরে প্রাণের ধনে, আঁধার জীবন,
আকুল কুমার, শূন্য নিরখে ভুবন!
শিরোমণি হারা যথা বিবশা ফণিনী,
বিষাদে বিবর-দ্বারে বুলে আকুলিনী!
তেমতি ফিরিয়া দ্বারে দাওাইয়া বীর
জিজ্ঞাসেন পরিজনে, হইয়া অস্থির!
"কোথা গেলা ইন্দুমুখী, আলয় ত্যজিয়া?
পুরন্ধ্রীগণের সনে মিলিত হইয়া,
ত্রয়-কুল-লক্ষ্মী দেবী পূজিবার তরে
গেছেন কি দেবী-ধামে? প্রাসাদ ভিতরে?
অথবা ভেটিতে রাজ কুল বধূ গণ
গেলা চলি ইন্দুমুখী? কহ বিবরণ?"
উত্তরিলা পরিজন কাতর বচনে,
"দেবীর মন্দির কিম্বা নৃপ-নিকেতনে

কিবা প্রয়োজন তাঁর ? 'রণে ভঙ্গ দিয়া
পলাইল ত্রয়' শুনি, আকুল হইয়া,
দ্রুত গতি ইলিয়ন-শিখর উপরে
গেলা চলি, রণ ক্ষেত্র দেখিবার তরে।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত নির্মেঘ গগণে !
রণ-জয়ী গ্রীক ? একি লয় কভু মনে ?
ভুবন বিজয়ী ত্রয় মানে পরাজয় ?—
সহসা সংবাদ হেন বিশ্বাস কি হয় ?
অথবা সন্দেহ তায় করা অকারণ,
বিধির নির্ব্বন্ধ পারে কে করে খণ্ডন ?
অবশা মহিষী শোকে ধৈর্য্য নাহি ধরে।
রণ স্থলে কান্ত, ঘরে থাকেন কি করে ?
কত অমঙ্গল ভাব উদিল হৃদয়ে,
কাঁপিল অন্তর, প্রাণ সশঙ্কিত ভয়ে,
শুকাইল মুখ শশী, শরীর বিকল
বিবর্ণ সুবর্ণ কান্তি, আঁখি ছল ছল,
ধাত্রী সহ গেলা চলি, বিষাদে বিবশা,
লয়ে সুত অন্যানস্ক—ত্রয়ের ভরসা"

ক্রমশঃ।

অসভ্য জাতির বিবরণ।

নব জিলাণ্ডবাসী বা মেওয়ারি জাতি।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণপূর্ব্ব নব জিলণ্ড নামক ৩টী দ্বীপ আছে। বিখ্যাত ওলন্দাজ নাবিক টাসিমান দ্বারা ইহা ১৬৪২ খৃ, অব্দে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। সমুদয় প্রদেশ দীর্ঘে সহস্র এবং প্রস্থে ২০০ মাইল এবং ইহার আয়তন ফল ১০২০০০ বর্গ মাইল। ইহার সর্ব্ব দক্ষিণ দ্বীপটী অতি ক্ষুদ্র এবং অদ্যাবধি মনুষ্য বাস বর্জিত। ইংরাজ জাতি প্রথম দ্বীপ হয়ে আসিয়া বসবাস করিয়াছেন। ইহা ইংলণ্ডেশ্বরীর অধিকৃত। তিনি ইহার শাসনার্থ এক জন গবর্ণর নিযুক্ত করেন। রাজ্ঞী মনোনীত ৪৬ জন প্রবীণ ব্যক্তির সভা এবং প্রজা প্রতিনিধি ৭৬ জন ব্যক্তির অপর এক সভা

দ্বারা নিয়মাদির সংস্থাপন ও পরিবর্ত্তন হয় এবং রাজপ্রতিনিধি কয়েক জন মন্ত্রি সহকারে রাজকীয় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এখানকার ইংরাজদিগের সংখ্যা ২৫৬০০০, বার্ষিক আয় ১৩৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় কিঞ্চিৎ অধিক। এখানেপ্রায় ৫৩৫ লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি এবং ৪৬৪ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হয়।

এ দেশের আদিমবাসীর বৃত্তান্ত লেখা আমাদিগের উদ্দেশ্য। দিন দিন ইহাদিগের সংখ্যা ক্ষয় পাইয়া আসিতেছে। মিসনরি সাহেবদের চেষ্টা যত্ন ও উপদেশে অনেকে খৃষ্টান হইতেছে এবং ঐ সঙ্গে উহাদের পূর্ব্ব রীতি নীতি এক কালে লোপ পাইতেছে। আমরা এ স্থলে ইহাদিগের পূর্ব্বতন আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

নব জিলণ্ডবাসিরা আপনাদিগকে মেওরি কহে। ইহারা দীর্ঘ কায়, বলবান্ ও অকৃষ্ণ বর্ণ। ইহাদিগের আস্য কিঞ্চিৎ প্রশস্ত ও ওষ্ঠাধর স্থূল বটে, কিন্তু কোনমতে কাফ্রিদিগের ন্যায় দেখিতে কদর্য্য নহে। বামাগণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় ও অঙ্গসৌষ্ঠবহীন। ইহাদিগের লোক সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ এবং তাহারা ১২ জাতি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক জাতির আবার শাখা প্রশাখা আছে। এক এক দল এক এক জন আরাকি বা প্রধানের অধীন এবং কেবল তাহারই বংশজাতগণ ঐ পদে আরূঢ় হইতে পারে। পুত্রাভাবে কন্যাগণ রাজমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। অধিপতিকে সাধারণে ভক্তির সহিত সম্মান করে এবং সকলেই স্বস্ব শক্তি ও ইচ্ছানুসারে ইহাঁকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর দিয়া থাকে। শত্রু হস্তে পতিত হইলেও তাঁহার সম্মানের ত্রুটি হয় না। রাজার নীচেই কুলীনেরা। ইহাঁদের মধ্যে কেহ অধিক ক্ষমতাশালী হইলে নূতন গ্রামের পত্তন করিয়া সামান্য ভূস্বামী হন, কিন্তু সম্রাটের অধীন থাকেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রই সমস্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু পিতা সত্বে তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে অন্য সকলকে উল্লঙ্ঘন করিয়া সর্ব্বকনিষ্ঠ ঐ পদমর্য্যাদা পান। এতদ্ভিন্ন সকলেই সাধারণ বলিয়া গণ্য।

নবজিলণ্ড জাতি অতিশয় রণপ্রিয়। রণকালে ইহাদিগের উৎসাহ, সাহসও বল বীর্য্য দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। কেবল মাত্র কৌপীন-

ধারী হইয়া উন্মত্তপ্রায় নাচিতে নাচিতে যখন রণক্ষেত্রে যায়, তখন তাহাদিগের বিকট মূর্ত্তি দেখিলে আর মানুষ বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু অন্যসময়ে ক্রমাগত পরিশ্রম করিতে ইহারা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। ইহারা নিতান্ত শ্রমকাতর। আপন চেষ্টা ও যত্নে দ্রব্যাদি উৎপাদন করা ইহারা নীচ লোকের কার্য্য বোধ করে। শত্রুকে বধ বা ধৃত করিতে পারা পুরুষের এক মাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহাই তাহাদের সিদ্ধান্ত। পরাজিতদিগকে দাস করিতে পারিলে তাহাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। পরাজিত বন্দীগণই গৃহস্থালির সকল কার্য্য করে। গোলামের ও তদ্বংশীয় ব্যক্তিগণের কস্মিন্‌কালে স্বাধীনতার আশা থাকে না। পলাইয়া স্বদলে গেলেও তাহাদের নিস্তার নাই, প্রভু চাহিবা মাত্র, তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিতে হয়। দাসেরাই ইহাদিগের কৃষক ও শিল্পী। ইহারাই পুরুষদের উল্কি পরায় এবং নৌকা গৃহাদি নির্ম্মাণ করে। পাথর, হাড়, কাষ্ঠ বা বাঁশ প্রভৃতি সামান্য যন্ত্রে উহাদের কারিকুরি দেখিলে উহাদিগের নিপুণতা ও বুদ্ধিকৌশলের সবিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। দাসেরাই ইহাদিগের বিষয় সম্পত্তি, এবং তাহারই সংখ্যানুসারে ইহারা ধনী বা দুঃস্থ। কেবল এইরূপ সম্পত্তি অর্জ্জন নিমিত্ত এই জাতি বিনা কারণে দুর্ব্বল জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। যাহাদিগের ভৃত্য নাই তাহাদিগের স্ত্রী কন্যাই সকল শ্রমের কার্য্য করে। কর্ত্তারা কেবল পায়ের উপর পা দিয়া তামাক টানেন ও অন্ন ধ্বংসান।

মেওরিরা যৌবন দশা প্রাপ্ত হইলেই উল্কি পরিতে আরম্ভ করে। ইহাই ইহাদিগের পুরুষত্বের প্রধান চিহ্ন স্বরূপ। ইহা একটী প্রকৃত বৃষোৎসর্গের ব্যাপার। উল্কি গ্রহণের দিন উপযুক্ত শিল্পী আসিয়া যুবাকে চিত করিয়া তাহার মস্তক আপন হাঁটু দ্বয়ের মধ্যে কসিয়া ধরে, আত্মীয়েরা চারিদিকে উৎসাহ দিতে থাকেন, এবং গুণী আপন বিদ্যার গৌরব সম্বন্ধে শ্লোক পড়িতে পড়িতে বদনে প্রথমে কালীর আদর্শ টানিয়া দন্ত বা হাড়ের বাটালি দিয়া চিরিয়া পরে তাহার মধ্যে রঙ্ পুরিয়া দেয়। আনন ও নিতম্বদেশে এক কালে ঐ রূপ উল্কি পরিতে গেলে নিশ্চয়ই মৃত্যুর সম্ভাবনা, এজন্য ইহারা ৩।৪ বৎসরে এ কার্য্যে নিষ্পাদন করে।

ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা শ্রমপটু ও শিল্পকুশল। বৃক্ষ বিশেষের পাতার আঁস পাকাইয়া তাহার এক প্রকার সূতা প্রস্তুত করে এবং তদ্দ্বারা বস্ত্রাদি বয়ন করে। উহাই আবার কিঞ্চিৎ পুরু ও মোটা হইলে শয্যা হয়।

প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে প্রসূতি একাকিনী কোন নদীতটে গিয়া প্রসব করেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র মাতা তাহাকে জলে অবগাহন করাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং ঠিক্ পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিতে থাকেন। সন্ততি বিকলাঙ্গ বা দুর্ব্বল হইলে অথবা ঈর্ষ্যা বশত স্বামীর উপর রাগ থাকিলে উহাকে নষ্ট করিয়া ফেলেন। কিন্তু আমাদিগের রাজকুমারদের ন্যায় শিশু এক দিন জীবিত থাকিলে সে অবধ্য। ইহাদের জনক জননী যে স্নেহশূন্য, তাহা নহে। অপত্য বহুকাল কষ্ট ভোগ না করে এই জন্যই দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া প্রায় তাহারা রুগ্ন জীর্ণকে প্রেত ভূমিতে প্রেরণ করে। জন্মের কিছু দিন পর আত্মীয় কুটুম্বেরা সমবেত হইয়া শিশুর একটী আদুরে নাম দেয়। ২।৩ মাসের হইলে যাজক আসিয়া মন্ত্র পাঠ করত উহার জল সংস্কার করেন। আর কিঞ্চিৎ অধিক দিনের হইলে তাহাকে যাজকগৃহে লইয়া যাওয়া হয়। পুরোহিত এই উপলক্ষে একটী নব বৃক্ষ রোপণ করেন এবং শিশু যজমানের কর্ণের নিকট একটী দেবমূর্ত্তি ধরিয়া শিশুর পূর্ব্বপুরুষের নাম আওড়াইতে থাকেন, যে নাম আবৃত্তি করিলে সন্তান হাঁচে, সেই নামে তাহাকে সকলে ডাকে। ইহার পর স্তনাপোষ্যের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে কতক গুলি উপদেশ প্রদান করা হয়। আমাদিগের সন্তানের ন্যায় ইহারা লাটিম ঘুরায়, পাতার ঘুড়ি উড়ায়, এক টুকু বড় হইলে "হাপু হাটে হাপু ঘাটে" খেলায়, তৎপরে পরস্পর মধ্যে কৃত্রিম যুদ্ধ করিতে শিখে।

সন্তান অধিক বয়স্ক ও উপার্জ্জনক্ষম হইলে বিবাহের চেষ্টা পায়। এক বার কন্যা বিশেষকে মনোনীত করিলে প্রায়ই তাহারই পাণিগ্রহণ করে। তাহাতে অশক্ত হইলে বর 'দপড়া' বর বলিয়া সমবয়স্কদের নিকট হতাদৃত হন। কিন্তু ২ জন যুবা এক যুবতীতে আসক্ত হইলে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হয়। দিন নির্দ্ধারিত ও আত্মীয়গণ সমবেত হয়, পিতা কন্যাকে আনিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করেন, দুই বর তাহার করদ্বয় ধারণ করিয়া টানাটানি

করিতে থাকেন,এবং ঘণ্টা কতক টানাটানির পর অধিক বলিষ্ঠ আপন দিকে অধিক দূর টানিয়া আনিতে পারিলেই বিজয়ী হন। ইহাকেই প্রকৃত পাণি-পীড়ন বলা যায়। বঙ্গ কুমারীগণের কি আহ্লাদের বিষয় যে এ দেশে এ প্রথা অপ্রচলিত। কারণ মেওয়ারি নব বধূর বাঞ্ছিত স্থানে অনেক চুন হলুদ লাগাইতে ও তাহাকে অনেক দিন কষ্ট ভুগিতে হয়। যুবক যুবতী পরস্পর মনোনীত হইলে,কন্যাকর্ত্তার নিকট বর আপন প্রার্থনা জানান। কোন কারণ বশত তিনি অসম্মতি প্রকাশ করিলে যুবক আপন দল বল সমভিব্যাহারে উহাকে হরণ করিতে চেষ্টা পান, এবং যুবতীর সজনেরা তাহার রক্ষণার্থে চেষ্টা ও যত্ন পান। এই উপলক্ষে কখন কখন ঘোরতর দাঙ্গা উপস্থিত হয় এবং হয়ত পরাজিতেরা ক্রোধে কন্যাকে হত্যা করে। মেওয়ারীরা প্রায়ই একের অধিক দার পরিগ্রহ করে না এবং সকল বিষয়ে ভার্য্যার পরামর্শ লয়।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপ-কথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।)

(১৩১ পৃষ্ঠার পর)

সু। চারিদিক্ আলো, মাঝখানে কাল মত কি রহিয়াছে? আমার বোধ হয় ওখানে আগুণের বড় তাপ, তাই এমন হয়।

সত্য। না মা, আমার বোধ হয় মাঝখানটায় তাপ আদবে নাই। আমি একটা কাটি প্রদীপের শিসে পুড়াইয়া দেখিয়াছি, দুধার পোড়ে, মাঝ খান পোড়ে না।

মা। সত্য সত্যই আলোকের শিখাটা যা অত্যন্ত গরম, ঠিক্ ছোলার খোসার মত ফাঁপা চারিদিক্ ঘেরিয়া আছে, কিন্তু পলিতা স্পর্শ করিয়া নাই। তার মাঝ খানে যে কাল জিনিষ দেখা যায়, উহা বাষ্প, বাতি গলিয়া ধোঁয়া হইয়া উঠিতেছে এবং ক্রমাগত আলোকের আহার যোগাইতেছে। আগুণের ভিতরে ঐ ধোঁয়া ঠাণ্ডা হইয়া আছে, উহাতে হাত দিলে পুড়ে না। বাতাস পূর্ণ একটা বোতলে বেঁকা নল দ্বারা ফুঁ দিয়া যদি ঐ ধোঁয়া সংগ্রহ করা যায়, তাহাতে পলিতা ধরিলে সব বাতাস 'হুস' করিয়া পুড়িয়া যাইবে।

স। বাতির শিখাটা তবে একটা চক চকে খোলসের মত, তার ভিতর দিকে বাষ্প এবং বাহির দিকে বাতাস রহিয়াছে। বাষ্পে ও বাহিরের বাতাসে কি যোগ হইতে পারে না?

মা। যখন ভিতরের বাষ্প শিখা ফুঁড়িয়া বাহিরে যায় বা বাহিরের

বাতাস শিখা ঠেলিয়া ভিতরে আইসে তখন আলো নিবিয়া যায়, বা ভাল জ্বলে না। তেলের কাট বা খারাপ বাতি জ্বালিলে যে ধোঁয়াইতে থাকে, তার কারণ বাষ্প এত অধিক হয় যে বাহিরে গিয়া পড়ে।

সু। ওমা! আলোর আবার খোসা। আমি মনে করিতাম আগুনের শিখা আমার বুড়ো আঙ্গুলের মত মোটা ও নিরেট।

সু। আচ্ছা যে টা জ্বলে সে টা কি কেবল বাষ্প?

মা। কেবল বাষ্প ভাল জ্বলে না, তাহার সঙ্গে ঘন বা তরল কোন পদার্থ চাই। একটা তুপড়ি বাজি ছুড়িলে দেখিয়াছ তাহাতে যে জিনিষটা জ্বল জ্বলে ফুল কাটিয়া কাটিয়া পড়ে, তাহা লোহার গুঁড়া। বাতি ইহার নিজের ধোঁয়া পুড়িয়া জ্বলে বটে, কিন্তু সেই ধোঁয়া ছোট ছোট অঙ্গারক বা কয়লার কণায় পরিপূর্ণ। খোসার ভিতরে তাহা প্রস্তুত হয়, শিখার প্রবল উত্তাপে আকৃষ্ট হইয়া বাষ্প হইতে তাহা পৃথক হইয়া যায় এবং বাতাস স্পর্শ করিবা মাত্র জ্বলিয়া উঠে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, অল্পজন বা জলজন বাষ্প জ্বালিলে প্রবল শিখাতে জ্বলিতে থাকিবে অথচ তাহা দৃষ্টিগোচর হইবে না। কিন্তু তাহাতে চুণ বা তারপিন তৈল ঢালিলে শিখা এত উজ্জ্বল হয়, যে তার পানে চাহিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়।

সু। কাল ধোঁয়া আলো লইয়া জ্বলে কি আশ্চর্য্য! কিন্তু বাতি পুড়িয়া কোথায় যায়?

স। কোন পদার্থের বিনাশ নাই, আমরা পদার্থের অনশ্বরতা বিষয় আলোচনা করিয়া তাহা বুঝিয়াছি। বাতিও পুড়িয়া বিনষ্ট হয় না। বাতির উপরে একটা ঝাঝরি রাখিলে তাতে কত ভূষা পড়ে, বাতি ধোঁয়া হইয়া পরে এইরূপ ভূষা হয়।

মা। বাতির কতক অংশ ভূষা হয় বটে, কিন্তু কতক অংশ অন্য অন্য আকারও ধারণ করে। তন্মধ্যে অগ্নিশিখা যে জল হইয়া যায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য।

সু। কি! আগুণ জল হয়?

মা। আলোর শিখার উপরে হাতটি রাখ দেখি?

সু। না মা, হাত পুড়িয়া যাইবে।

মা। আমি তোমাকে হাত পুড়াইতে বলিতেছি না, একটু দূরে হাত ধর।

সু। হাঁ মা, হাত ঘামিতেছে।

স। আগুণের শিস্ থেকে যখন ধোঁয়া উঠে, তখন জলও যে হইবে তাহা আমি জানি। সেজের ভিতর দিকে অনেক সময় ঘামের মত হইয়া জল সরিতে থাকে তাহাও দেখিয়াছি।

মা। বাতি পুড়িয়া কতকটা ভূষ ও জল হয় এবং কতকটা বাতাসের সহিত মিশিয়া থাকে, তাহার এক কণাও ধ্বংস হয় না।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক প্রাপ্তি।

দানবদলন কাব্য, বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

সংস্কৃত চণ্ডী গ্রন্থ যাহা দুর্গোৎসবের সময় পাঠ হয়, তাহা অবলম্বন করিয়া অনেক গুলি বাঙ্গলা পুস্তক রচিত হইয়াছে। আমরা অতি শিশুকালে 'কালিকা বিলাস' নামে একখানি পুস্তকে এই বৃত্তান্ত পাঠ করি। কিছু দিন হইল বাবু রামগতি ন্যায় রত্ন 'চণ্ডী' নাম দিয়া এক খানি পদ্য পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন। কালিকাবিলাস পড়িয়া আমরা পুলকিত ও মোহিত হইয়াছিলাম, এখন তাহা কেমন লাগে না পড়িয়া দেখিলে বলিতে পারি না। রামগতি বাবুর পুস্তক খানির ভাষা বিশুদ্ধ ও ব্যাকরণ সঙ্গত, কিন্তু বড় নীরস। রামচন্দ্র বাবুর পুস্তক খানি বিলক্ষণ সরস এবং তাহার অনেক গুলি বর্ণনা কবিত্ব পূর্ণ বোধ হইল। বস্তুত ইহার ভাষা মধ্যে মধ্যে যেরূপ বিকৃত, রচনা অপক্ক এবং ছন্দ যতিহীন তাহাতে এই সরসতা গুণ না থাকিলে আমরা কখনই পাঠে আকৃষ্ট হইতাম না। এই গুণে কাব্যখানি আজি কালিকার বাঙ্গালা পদ্যের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে এবং যে ব্যক্তি একটু ধৈর্য্য সহকারে ইহা পাঠ করিবেন, বিফল-পরিশ্রম হইবেন না। বোধ হয় লেখকের প্রথমমোদ্যম এবং উপযুক্ত কোন সংশোধকের সাহায্যাভাব অথবা অসাবধানতা প্রযুক্ত গ্রন্থে এত সামান্য সামান্য দোষ বাহুল্য হইয়া পড়িয়াছে যে পড়িতে ক্লেশ বোধ হয়। ভাল জিনিষের সঙ্গে অল্প অল্প পচা বা মন্দ জিনিষ মিশাইলে যেমন কষ্ট হয়, ইহাতেও তেমনি কষ্ট হয়। আমরা আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানি দোষ পরিশূন্য হইয়া পাঠকগণের সম্পূর্ণ হৃদয়গ্রাহী হইবে।

চণ্ডী বর্ণিত উপাখ্যানটী এই :— শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই দৈত্য মহাদেবের বরে দুর্জয় হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন অধিকার পূর্ব্বক প্রতাপে দশদিক্ কম্পিত করিয়াছিল। দেবগণ স্বাধিকারভ্রষ্ট ও অনন্য উপায় হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু দেবগণ সমভিব্যাহারে কৈলাস শিখরে হরগৌরীর নিকট উপস্থিত হন এবং স্তব স্তুতি পূর্ব্বক দেবারিগণের দৌরাত্ম্যের প্রতিবিধান করিতে বলেন। গৌরী দয়ার্দ্র হইয়া দানব কুল দলন করিবেন অঙ্গীকার করেন। পরে তিনি মায়াবলে ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিমাচলের এক মনোরম উপবনে—শুম্ভের প্রমোদ কাননে বিরাজ করেন এবং নানাবিধ হাব ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে থাকেন। শুম্ভের দূত সুগ্রীব হঠাৎ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া মোহিত হইয়া যায় এবং দৈত্য রাজের নিকট এই আশ্চর্য্য সংবাদ

দেয়। দৈত্যরাজ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজরাণী করিবার জন্য সঙ্গে করিয়া আনিতে বলেন। সুগ্রীব অনেক প্রলোভন দেখাইয়া রমণীর নিকট রাজ অভিপ্রায় সবিস্তর বর্ণন করিলে তিনি উত্তর দেন "রণে যে আমাকে জয় করিবে আমি তাহার গৃহিণী হইব।" এই সংবাদে দৈত্যগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইল। পরে ধূম্রলোচন, চণ্ড মুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর মহাবীরগণ রাজাদেশে যুদ্ধ করিতে আসিয়া একে একে সকলে নিধন প্রাপ্ত হইল। অবশেষে ঘোর সংগ্রামের পর শুম্ভের ও নিপাত হইল। এইরূপে কালী 'দানব দলন' করিয়া ত্রিভুবনকে সুস্থির করেন। যুদ্ধকালে দেবসেনা সকলেই তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই দেবাসুরের যুদ্ধকে ইউরোপীয়গণ আদিম হিন্দু দিগের সঙ্গে ম্লেচ্ছদিগের যুদ্ধ অনুমান করেন।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিলাম বিবী ফিয়ার মিস্ য়াক্রডের প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের সম্পাদক হইয়াছেন। মিস্ য়াক্রয়েড কোথায় যাইবেন?

২। টাইমস অব ইণ্ডিয়া নামে একখানি ইংরাজী পত্র বিলাতী ষ্ট্রং মাইণ্ডেড ওম্যানের দোষ বর্ণনা করিয়া এক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন এবং স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা সম্বন্ধে সুলভের মতের পোষকতা করিয়াছেন। ইচ্ছা পূর্ব্বক আমাদের স্ত্রীলোকগণ যেন বিপদে গিয়া না পড়েন।

৩। ফিরাগো বলেন ইংলণ্ডে এক-বৎসরের মধ্যে মদ্যপানে ১২ হাজার স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে। বিলাতী সভ্যতার স্রোতঃ এখানেও যেরূপ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে এই ভয়ানক শোচনীয় ফল এদেশের মহিলারা ও যে অচিরে ভোগ করিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে? অনেকে বরং ইহাঁদের অধিকতর দুর্দ্দশার আশঙ্কা করেন।

৪। ডিউক অব এডিনবরার সহিত রুসীয় সম্রাটের একমাত্র কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হওয়াতে রুসীয়েরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন এবং বিবাহের সময় মহারাণী বিক্টোরিয়া তাহাদের দেশে যাইবেন বলিয়া সকলে আশা করিতেছেন। সম্রাট পুত্রীর বয়স যখন ১০।১১ বৎসর তখন ডিউকের সহিত তাঁহার একবার দেখা হয়, তাহাতে উভয়ের প্রতি না কি উভয়ের প্রণয় সঞ্চারিত হইয়াছিল।

৫। কলিকাতার আসিয়াটিক মিউসিয়ম নামক চিত্রশালিকায় একটী দ্বিমস্তক সর্প আনীত হইয়াছে।

৬। ডিয়েস্কী নাম্নী এক ইউরোপীয় মহিলা পারস্যরাজে নসিরুদ্দীনের নিকট হইতে ২,৫০,০০০ টাকা পাইয়া তাঁহার একজন মহিষী হইতে সম্মত হইয়াছেন। ইউরোপেও টাকা দিয়া শরীর বিক্রয় হয়? কি জঘন্যতা!

বামাগণের রচনা।

সরলতা স্ত্রীজাতির ভূষণ।

তুচ্ছ অলঙ্কার সবে করি পরিধান।
রূপের গৌরব হেতু কত যত্ন পান॥
যে বামার নাহি থাকে অলঙ্কার গায়।
বামা কুলে সমাদর নাহি সেই পায়॥
সকলে মিলিয়া তারে করে উপহাস।
ঘৃণা করে কেহ নাহি যান তাঁর পাশ॥
একাকিনী ম্রিয়মানা হয়ে সে কামিনী।
অদৃষ্টকে তিরস্কার করেন আপনি॥
অলঙ্কার পরিধানে যদি থাকে মন।
ছাড় গো ভগিনীগণ সামান্য ভূষণ॥
সরলতা ভূষণেতে হও বিভূষিত।
তুচ্ছ অলঙ্কার পরি হওনা গর্ব্বিত॥
এদেহের যোগ্য অলঙ্কার সেই হয়।
অনিত্য ভূষণে শোভা কতক্ষণ রয়?
শোভনীয় হয় অতি সারল্য ভূষণ।
কিছার ইহার কাছে রজত কাঞ্চন॥
সলিল সদৃশ হয় অন্তর তাহার।
আনন্দের ঢেউ মনে উঠে অনিবার॥
অনেকের মুখে সুধা অন্তরে গরল।
বলোনা ২ কেহ তাহারে সরল॥
কাচের মতন স্বচ্ছ সরল হৃদয়।
বাহিরে ভিতরে তার এক রূপ হয়॥
লোভিতে সুখ্যাতি কভু যত্ন নহি পান।
অপরের নিন্দাবাদে নাহি দেন কান॥
সত্য বাক্যে মন্দ যদি হয় আপনার।
তথাপি করেন মিথ্যা কথা পরিহার॥
উপহাস নিন্দা বাদ যদি কেহ করে।
নাহি দেন স্থান তিনি মনের ভিতরে॥
অচল সদৃশ মন স্থির ভাবে রয়।
কদাচিত মন তার স্বার্থপর নয়॥
মধুমাখা অকপট প্রিয় সম্ভাষণে।
তোষেন সবার মন মিষ্ট আলাপনে॥

সাং সীমুলিয়া। শ্রীমতী মনোমোহিনী দাসী।

AN ENGLISH FAMILY.

[*From an English Lady in London.*]

A LITTLE time ago you had an account of how an English lady and her grown up daughters, living in the country, spent their day. I am now going to tell you something about an English family, living in London, where there are some little children. In this family there are the father and mother, and 4 little children. The two eldest are boys and are 9 and 8 years old; the two youngest are girls, 6 and 4 years old. There are 4 servants in the house also, the nurse and a girl who helps her, and the cook and the maid who opens the street door and waits at meals. The children get up about 7 o'clock in the morning, and the nurses wash and dress them. The papa and mama get up rather later, they have breakfast at half past 8, the two boys having it with them. The little girls have it upstairs in the nursery. This house, which is like most London houses, is very high, with a great many stories in it, with only a few rooms in each. In the lowest of all there is the kitchen, and the rooms which belong to it. In the next above is the dining-room, where they take their meals. Then up a flight of stairs is the drawing-room, where they sit in the afternoon, and receive visitors. Above that there are some bedrooms. The nursery is a floor higher still, and at the very top there are some more bedrooms.

The little girls who have generally finished their breakfast of bread and milk before those down stairs, come down and play with their dolls in the corner of the dining-room, till papa and mama have finished. Then the boys run and put on their hats and fetch their lesson books and set off for school. Their school is in a house only a few minutes walk from their home, and they go by themselves, often however meeting other little boys, who are their school fellows on the way, and walking or running with them to school. Lessons begin at half past 9, and they are always very punctual. When the boys have gone to school papa has to get ready to go to his business. His office is a mile or two from his house, and sometimes he walks there, or sometimes rides in an omnibus. He does not come home again till the evening. When papa is gone, mama goes into the kitchen to see the cook and order the dinner, then she talks with the little girls, or reads to them, or shows them pictures till about 11, when the nurse comes to fetch them to take them out for a walk. There is a very nice large park and public gardens not far from their house, where they go, and where many other little children take walks too. Meanwhile mama perhaps goes to some shops to order frock or clothes, or to pay bills. When they have come in again, the youngest girl goes to bed and has a sleep, and the eldest takes her lesson books to mama, and reads and spells and writes. She is very fond of her lessons, and quite unhappy if mama is too busy to hear them. Sometimes in warm weather they go out into the garden, which is just behind the house,

and have the lessons there sitting under a tree. The little girl likes this very much.

Soon after 12 the boys come running back from school, and have a good play in the garden, or a walk with some school fellows till dinner time which is half past 1. This is only the children's dinner and the mama's lunch. They all 4 come downstairs to this, and they have first some soup or meat and then some pudding. As soon as the boys have done dinner they have to go back to afternoon school. The little girls stay with mama for some time, and play with their dolls or look at pictures, and sometimes the eldest paints pictures. Then they go out of doors again for a walk. Sometimes mama goes out to see some friends, and takes the eldest with her. This the little girl likes very much, particularly if they go in a train or a cab. About half past 4, the boys come scampering in from school, and putting down their lesson books in the house run off to have a game of play in the garden, or to take a walk in the park. On Wednesday and Saturday afternoons they do not go to school at all, then they have longer time for play. There are many games they play at. Foot-ball is a great favorite in the winter, or they run races, or play at hide and seek, or sail some toy boats, that their papa gave them, on a large pond there is in the public garden.

Between 5 and 6 all 4 children have their tea up in the nursery. Only the nurses drink tea however, the children having milk and bread and butter. After this the little girls come down into the drawing-room to mama, and the boys learn their lessons for next day's school. Sometimes they have some spelling to learn, or poetry, or geography, or Latin. If they get them learnt quickly, mama reads to them out of some interesting book perhaps, and the little girls play at games quietly or listen too to the reading. Sometimes papa comes home about half past 6, and has a fine game of play with the little girls before they go to bed, which they have to do very soon. At 7 papa and mama have their dinner, and the boys come and sit at the table with them very quietly, sometimes looking at a picture book, till their bed time at half past 7. After dinner, if it is summer, papa and mama go out into the garden and sit there, or sit in the drawing-room, and papa reads while mama does some needle work, or they talk together. At half past nine, they have some tea and bread-butter. At ten they go to bed, the mama always going into the little childrens' rooms to look at them asleep, and to see that they are all well. The boys sleep at the top of the house in two little beds in a room by themselves, the little girls sleep in a room with the nurse.

This is the usual way in which this family spends its days; but of course there are often variations, as sometimes when friends come to the house, or when the boys have holidays. In cold and wet weather too they cannot go out of doors so much, and the children have to find occupation in doorr, such as drawing or painting, or building houses and bridges with their toy bricks.

PRINTED AT THE EAST INDIA PRESS 25, Beniatola Lane, Pataldanga.

৭২

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः

১২২ সংখ্যা | আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৮০ | ৯ম ভাগ

মাতার কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ কন্যা।

(সংগৃহীত ও পরিবর্ত্তিত।)

দুইটী কন্যা এক মাতার ক্রোড়ে বসিয়া স্তনপান করিতেছে, মাতার স্নেহমাখা প্রসন্ন দৃষ্টি উভয়ের উপরে নিপতিত রহিয়াছে, মাতার প্রেমময় দুই বাহু উভয়কে ধরিয়া বুকে করিয়া আছে। এখন কন্যা দুটীর মধ্যে তর্ক উপস্থিত হইল 'মা আছে কি না?' একটি বলিল নাই, আর একটী বলিল আছে। যে নাই বলিল তার যুক্তি এই সে মাকে কখন দেখে নাই, মা থাকিলে অবশ্য দেখিতে পাইত। তবে সে বাঁচিতেছে কেমন করে? কেন তার এক ভাণ্ড দুগ্ধ আছে ক্ষুধা পাইলেই তাহা চুষিয়া খায়, কিন্তু তার ভাণ্ডের দুগ্ধ যত খায়, কিছুতেই ফুরায় না সে এইমাত্র জানে। যে আছে বলিল সে উত্তর করিল 'দুর! এর আবার যুক্তি কি? এই যে মাকে দেখিতেছি, তাঁকে ছুইয়া আছি, আমরা যাকে দুগ্ধের ভাণ্ড বলি সে তাঁর স্তন, ভাণ্ডের দুগ্ধ যে খাইলেই ফুরাইয়া যায়, জীবন্ত মার শরীর থেকে যে দুধ বাহির হয় তা ফুরায় না।' প্রথম জন বলিল তুমি কি বলিতেছ আমি বুঝিতে পারিলাম না। দুজন ভগিনী 'মা আছে কি নাই' এই বলিয়া বিবাদ করে। যে নাই বলে, সে দেখে নাই বলাতে ত তার কোন ক্ষতি হয় না, ক্ষুধা হইলে তার ভগিনী যেমন, সেও তেমনি পেট ভরিয়া খাইতে

পায়, সুতরাং 'মা নাই মা নাই' বলিয়া সে ভগিনীকে খেপাইতে থাকে। যে আছে বলে, সে মাকে আরো ভাল করিয়া দেখিতে চায়, মা নাই বলিলে কান্দিতে থাকে। মা তাহাদের বিবাদ দেখিয়া হাসিতে ছিলেন, কিন্তু আর অধিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিয়া উঠিলেন 'অবোধ সন্তানেরা! এই যে আমি তোমাদের মা, তোমাদিগকে কোলে করিয়া রহিয়াছি, আমার পানে চাহিয়া দেখ।' সন্তানেরা কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিল—চাহিয়া দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। যে সন্তান মাতাকে মানিত না, মাতার প্রেমময় মুখ না দেখিলে যে জীবন ধারণ বৃথা, এখন বুঝিতে পারিল, আপনাকে শত শত ধিক্কার করিয়া অবিরল অশ্রুজল বিসর্জন করিতে লাগিল। যে মাতার মুখ না দেখিয়াও তাঁহাকে বিশ্বাস করিত, তার হৃদয়ের আহ্লাদের এখন পরিমাণ করে কাহার সাধ্য? সে আপনার মাকে পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাঁর প্রেমানন্দের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে মোহিত হইয়া গেল। দৃঢ়রূপে তাঁকে আরো জড়াইয়া ধরিল।

আমরা যে আখ্যায়িকাটীর উল্লেখ করিলাম, ইহার মধ্যে একটী গূঢ় ধর্ম্মোপদেশ আছে, পাঠিকাগণের অনেকে বুঝিতে পারিতেছেন। মাতা আমাদিগের বিশ্বজননী অনন্ত প্রেমময় পরমেশ্বর। তাঁর দয়াতে সকলেই প্রতিপালিত হইতেছে, তিনি সকলকেই আপনার আশ্রয়ে রাখিতেছেন. কিন্তু কেহ তাঁহাকে স্বীকার করে,কেহ করে না। মানুষ তাঁকে মানুক আর না মানুক তা বলিয়া তিনি যত্নের ত্রুটি করেন না তিনি আপনার সূর্য্য চন্দ্র মেঘ বায়ু পৃথিবী সকল হইতে সুধাধারা বর্ষণ করিয়া আস্তিক নাস্তিক উভয়কেই সমানরূপে প্রতিপালন করেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁর দয়া সম্ভোগ করা দুর্ভাগ্যমাত্র। তাঁর বিশ্বাসী আস্তিক সন্তান তাঁর প্রদত্ত সুখের যেরূপ আস্বাদ পান,নাস্তিকের সেরূপ পাওয়া কখন সম্ভবপর নহে। সেই প্রেমময়ী মাতার প্রেমাননের সৌন্দর্য্য যে সন্তান দেখিতে পায়, তাহার জীবন ধন্য। যথার্থ সুখ কি? সেই জানিতে পারে।

———

অসভ্য জাতির বিবরণ।

নবজিলণ্ডবাসী বা মেওয়ারি জাতি।

(১৭৪ পৃষ্ঠার পর)

মেওয়ারিদিগের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেই মস্তকে পাখীর পাখা বিশেষতঃ পুচ্ছ, কর্ণে দুল পরে এবং হাড় বা পাথর নির্ম্মিত মূর্ত্তি ধুকধুকির ন্যায় গলায় ঝুলাইয়া দেয়।

চড়ক গাছে ১০। ১৫ জন এক কালে ঝোলা, ৪। ৫টা গোলা লইয়া লোফালোফি করা, সাঁতার দেওয়া, নৃত্য গীত গাওয়া, এবম্বিধ আমোদে মেওয়ারিরা কাল হরণ করে। বাদ্যযন্ত্র মধ্যে শত্রুর অস্থি-নির্ম্মিত বাঁশী, এবং রণকালে শঙ্খ বা কাষ্ঠনির্ম্মিত ভেরী ব্যবহৃত হয়।

শত্রু হঠাৎ আসিয়া আক্রমণ না করিতে পারে এই নিমিত্ত তাহারা গ্রামের চতুঃপার্শ্বে মোটা মোটা খুঁটি দিয়া বেড়া দেয়—ইহারই অভ্যন্তরে প্রশস্ত গৃহে এক এক পরিবার বাস করে। বাহিরে বা স্বতন্ত্র চালায় তাহাদের পাক কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

কুকুর ভিন্ন এ দেশে কোন চতুষ্পদ জন্তু ছিল না। এক জন জাহাজি কাপ্তেন ৩টী শূকর ছাড়িয়া দিয়া আইসেন। ইহার ২টীকে মেওয়ারিরা চড়িয়া চড়িয়া মারিয়া ফেলে, অপরটী তাহাদের সমাধি স্থানে প্রবেশ করায় তাহাকে হত্যা করে। এক্ষণে ইংরাজদিগের প্রসাদে অনেক প্রকার জন্তু তথায় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শূকরই দেশের লোকের অধিক প্রিয়। বামাগণ ইহাদিগকে সর্ব্বদা আদর করে ও কোলে করিয়া লইয়া বেড়ায়। রাঙ্গা আলু ইহাদিগের প্রধান খাদ্য, তদ্‌ভিন্ন ইহারা তাল জাতীয় বৃক্ষের মাতি, এক প্রকার গঁদ, কুকুর মাংস, পক্ষী, মৎস্য, গুগলি ও ঝিনুকের শাঁস সচরাচর আহার করিয়া থাকে। কিন্তু যুদ্ধে হত শত্রু মাংস সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় বলিয়া গণনা করে। কখন কখন ইহারা বন্দিদিগকে হত্যা করিয়া খায়। সহস্র দ্বিসহস্র শত্রু শব আনিতে পারিলে আর আমোদের সীমা থাকে না। যাজক আসিয়া সর্ব্ব প্রথম মন্ত্রপূত করেন, তৎপরে শব সকল কাবাব করিয়া ও ঝলসাইয়া সকলে পড়িয়া আহার করে। যতক্ষণ আহার সমুদায় নিঃশেষ না হয় ততক্ষণ ভোজনে নিযুক্ত থাকে ও মধ্যে মধ্যে নৃত্য গীত

করিতে থাকে। ইহাদের বিবেচনায় বক্ষস্থলের ও হস্তের চেটোর মাংস সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অপর সময়ে ঐ স্থল দ্বয়ের মাংসের কথা কহিলে প্রাচীনদের মুখ দিয়া লাল গড়াইতে থাকে। স্ত্রীও বালকগণ এ খাদ্য হইতে বঞ্চিত। লোভ বশতই যে ইহাদের সকলে নর মাংস খায়, এমত নহে, অনেকেরই বিশ্বাস যে এরূপ করিলে শত্রুর সমস্ত বল বিক্রম তাহাদের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। ইহারা রাঙ্গা আলু পচাইয়া এক প্রকার রুটী প্রস্তুত করে, তাহার গন্ধে ভূত পলায়।

ইহারা অতিশয় অতিথি ভক্ত। বিদেশী কেহ উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে যথেষ্ট আহার ও থাকিবার স্থান দেয়। অতিথি খাদ্য না পাইলে বলপূর্ব্বক বা চুরি করিয়া লইলেও দোষী বলিয়া গণ্য হয় না। আত্মীয় যাচ্ঞা করিলে তাহাদের কিছুই অদেয় নাই। অতিকষ্টে অর্জ্জিত পদার্থও অকাতরে দেয়। ইহারা ফলার দিতে এদেশের কায়েত বামনকে হারায়। প্রধান বা উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি মধ্যে২ বড়২ ভোজ দেন। এই উপলক্ষে দূরস্থ বহুজন আমন্ত্রিত হন। একটী প্রকৃত অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন হয়। ২।১ হাত উচ্চ ও চৌড়া এবং খণ্ডে ২ প্রায় ১ ক্রোশ লম্বা বিবিধ পদার্থে সজ্জীকৃত আহারীয় দ্রব্যের প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। নিমন্ত্রিত গণ উপস্থিত হইলে কর্ম্মকর্ত্তা লম্ফ ঝম্ফ ও মধ্যে ২ চিৎকার পূর্ব্বক নৃত্য করিতে থাকেন, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়েন। পরে কোন সদ্বক্তা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহ স্বামীর ও তাঁহার আয়োজনের প্রশংসা করিয়া সকলকে আমোদ আহ্লাদ করিতে অনুরোধ করেন। পরে লোক সংখ্যানুসারে এক২ দলকে এক একটী নির্দ্দিষ্ট খাদ্যপ্রাচীর প্রদর্শন করা হয়। তৎ তৎ দলাধিপ তাহা হইতে আপন লোকদিগের মধ্যে আহার বণ্টন করিয়া দেন। চারিদিকে কোলাহল ও নৃত্য গীত "দীয়তাং নীয়তাং ভুজ্যতাং' দেও, নেও, খাও সকল মুখেই এই রব। কোথায় বা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কোথায় বা রাজা নবকৃষ্ণের মাতার শ্রাদ্ধ! একাদি ক্রমে ২।৩ মাস এই ভোজ চলে। দয়ে হাটা ভ্রমণকারী মহাশয়দিগের কি শ্রুতিসুখকর! কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, যে এইরূপ বৃহৎ ভোজ এখানে না হইয়া শত২ যোজন অন্তরে নরমাংসাহারী অসভ্যদিগের মধ্যে হইয়া থাকে। কখন২ এরূপ না হইয়া ভাগা দেওয়া হয়। যে যত পারে

ঝুড়ি করিয়া গৃহে লইয়া যায়। ইহাতে দূর দেশবাসীদের বিলক্ষণ অসুবিধা সকলেই বুঝিতে পার।

ইহাদিগের পরস্পরকে অভ্যর্থনা করিবার প্রথা একটু অপূর্ব্ব। এক গ্রামের লোক অপর গ্রামে গেলে, এক২ জন অতিথির সম্মুখে এক২ জন গৃহস্থ বসেন, কিছুক্ষণ পরে পরস্পরে পরস্পরের সহিত নাসিকা ঘর্ষণ করেন, অবশেষে আহারাদির আয়োজন হয়। বহুদিনের পর আত্মীয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, প্রথমেতে উভয়ে বসিয়া চক্ষের জলে ধরাতল অভিষিক্ত করেন, তৎপরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নাক ঘর্ষণ ও আমোদ কৌতুক করা হয়।

মেওয়ারীদের মধ্যে হত্যা, চৌর্য্য ও ব্যভিচার এই ৩টী দোষ বলিয়া গণ্য। কোন ব্যক্তি হত হইলে, তাহার আত্মীয়েরা তাহার প্রতিশোধ লইতে যত্নবান্ ও তৎপর হন। পূর্ব্বে সংবাদ পাইলেই নিকট সম্বন্ধীয় পরিজনেরা অস্ত্র হস্তে গ্রামের বাহির হইয়া, সম্মুখে প্রথমে যাহাক দেখিতে পান, তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করেন। শত্রু হয়ত ভালই, মিত্র হয় ত দুঃখের বিষয়। এমন কি আপন সহোদর হইলেও তাহার নিস্তার নাই। যতক্ষণ রক্তপাত দ্বারা মৃত ব্যক্তির তর্পণ অর্থাৎ তৃপ্তি সাধন না করেন, ততক্ষণ উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণে ও তাম্রকুট ধূম পানে বঞ্চিত থাকেন। কৃতকার্য্য না হইলে যাজককে ডাকান, তিনি মন্ত্রপূত করিয়া দূর্ব্বা ঘাশ জলে ভাসাইয়া দিলে, ও অপর কোন জীবের রক্ত দর্শন করিলে ইহারা আপাতত শুদ্ধ হয়। পরে সুযোগক্রমে শত্রুকে হনন করে। হত্যাকারী বড় মানুষ হইলে কখন কখন অর্থাদি দ্বারা চুক্তি করিয়া ফেলে।

দ্রব্যাদি অপহৃত হইলে, যদি সন্ধান দ্বারা জানিতে পারে, তাহারা আবার চোরের উপর বাটপাড়ি করে।

কুমারী অবস্থায় ব্যভিচার করিলে তাহা দোষ বলিয়া গৃহীত হয় না। কিন্তু বিবাহের পর হইলে উপপতি সহ স্ত্রী বধার্হ। স্বামীর ঐ রোগ দেখিলে ভার্য্যা উপপত্নীকে হত করে বা দশের সম্মুখে তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া দেয়। স্ত্রীর পুরুষ আত্মীয়েরাও স্বামীকে ঐ রূপ করিতে চেষ্টা পায়; এ অপমান অসহ্য বোধে অনেকেই আত্ম হত্যা করে।

মরিলে পর আত্মীয়গণ একত্র হইয়া বিলাপ করে। বামাগণ চিৎকার করিতে২ কান্দিতে থাকে এবং আপনাদিগের কপাল ঝিনুক দিয়া কাটে। শবকে উত্তম পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া প্রথমত তাহর গুণ কীর্ত্তন এবং শেষে তাহার অসময়ে দেহ পরিত্যাগের জন্য ভর্ৎসনা করে, তৎপর অস্ত্রশস্ত্র সহ তাহাকে শবাধারে পুরিয়া কোন বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখে, ৭।৮ মাস পরে হাড়গোড় বাছিয়া ধৌত করে, যাজক দ্বারা কোন নিভৃত স্থানে সংরক্ষণ করে, অথবা গ্রাম মধ্যে কোন প্রকাশ্য স্থানে কবর দিয়া, তদুপরি সুদৃশ্য কাষ্ঠনির্ম্মিত বাটী নির্ম্মাণ করে।

ধর্ম্ম—ইহারা চেতন স্বরূপ সৎ ওঅসৎ দুইটী দেবের অস্তিত্ব স্বীকার করে। যে কোন অদ্ভুত পদার্থ দেখে, যাহার গুণ বুঝিতে পারে না তাহাই পরমাত্মার অংশ বলিয়া মানে। মেঘ, ঝড় বৃষ্টি, পর্ব্বত, সবুজ গিরগিটি, ঘড়ি, দিগ্ দর্শন যন্ত্র সকলেই ইহাদের দেবতা। ইহারা কিন্তু বাস্তবিক জড় পদার্থকে ঈশ্বর কহে না, উহাদের অন্তরাত্মার উপাসনা করে। যুদ্ধে জয়, নৌকায় যাইতে সুবাতস, মাছ ধরিতে গিয়া অধিক লাভ ইত্যাদি সকল উদ্দেশেই পুরোহিতকে ডাকে। তিনি "আমাদের হাড়ি ঝির আজ্ঞার" ন্যায় কতক অর্থ বিশিষ্ট এবং কতক বা শব্দাড়ম্বর সার মন্ত্র পাঠ করেন। ইহারা দেবতাদের জন্য আহারীয় নৈবেদ্য ও হোম করিয়া থাকে। ইহারা আপনাপন সন্তানকে স্ব স্ব ব্যবসা শিখায়।

পরকালের অস্তিত্ব বিষয়ে মেওরদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। ইহারা বলে 'মরিলে পর প্রধানেরা প্রথমত স্বর্গে গিয়া আপন আপন বাম চক্ষু তথায় রাখিয়া আসেন এবং তাহাই ক্রমশ এক একটী তারা হয়। পরে তাঁহারা তথা হইতে প্রেতপুরীতে আসিয়া অপর আত্মা সহ বাস করেন।' ইচ্ছা মতে পরলোক গত ব্যক্তিরা নর লোকে উপস্থিত হইয়া যাজক দ্বারা আত্মীয়দিগের নিকট আপন অভিপ্রায় জানাইয়া থাকেন। যদিও ইহাদিগের মধ্যে শ্রাদ্ধ শান্তি নাই, কিন্তু গোরের নিকট ঝুড়ি করিয়া আহারীয় দ্রব্য ও লাউয়ের খোলে জল পুরিয়া রাখে, কেন না আবশ্যক হইলে তত্রত্য আত্মা তাহা ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবেন। প্রেতভূমি সম্বন্ধে তাহারা এই মাত্র জানে

যে তথায় প্রচুর পরিমাণে রাঙ্গা আলু জন্মে। ইহারা ডাইন মানে ও তাহাদিগকে অত্যন্ত ভয় করে। নব জিলণ্ডের উত্তরাংশের বিশেষ এক পার্ব্বতীয় প্রদেশকে 'ডাইনস্থান' বলিয়া থাকে এবং তত্রত্য নিবাসীদিগকে তৃপ্ত রাখিতে বিশেষ চেষ্টা পায়। কোন ব্যক্তির থুথু পাইলেই তাহা ঔষধ করে। এতদ্ভিন্ন গ্রামে গ্রামে দুই এক জন মায়াবিনী আছে। ইহারা নির্জ্জন স্থানে গর্ত্ত করিয়া তথায় কাহারো উদ্দেশে আস্থাকে ডাকিয়া অভিসম্পাৎ করে এবং তার পর হইতে সে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মারা পড়ে।—প্রধান দিগের পীড়া হইলে, যদি কেহ খাইয়াছে এরূপ ভাবেন, তবে তৎ-দণ্ডে তাহাকে মারিয়া ফেলেন। যাজকেরাই এদেশের চিকিৎসক ও রোজা। কুলীন পীড়িত হইলে আত্মীয় সহ সকলে বিলাপ করিতে থাকে, পরে গ্রামান্তরে লইয়া গিয়া তথায় ঐরূপ করে। সামান্য ব্যক্তির কঠিন রোগ হইলে যে পর্য্যন্ত আরোগ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত বনে আস্তানা বাঁধে, আরোগ্য হইলে ঘরে ফিরিয়া আইসে।

টাপু।—যেখানে আইন নাই, লোকেরা অসভ্য ও স্বেচ্ছাচারী, সেখানে ধর্ম্মই এক মাত্র সমাজের রক্ষক। পূর্ব্বে আমাদিগের আহ্নিক তত্ত্বে, কি রূপে ও কোথায় প্রাতঃকৃত্য করিবেক, মুখ ধৌত করিবার নিমিত্ত কত বড় দাঁতন আবশ্যক, এ সমস্ত বিষয় কিরূপে ধর্ম্ম শাস্ত্রে সন্নিবেশিত হইল আমরা বুঝিতে পারিতাম না। এক্ষণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এরূপ নিয়ম ভিন্ন তৎ-কালে স্বাস্থ্য রক্ষা করা সুদুষ্কর হইত। মাঘ মাসে মূলা শক্ত এবং খাইলে পীড়াদায়ক হয়, কেবল এ কথা কহিলে অনেকে বুঝে না, কিন্তু তৎকালে ইহা গো মাংস বলিলে হিন্দু মাত্রেরই নিকট উহা অব্যবহার্য্য হইত। নব-জিলণ্ডের যাজকেরা এ সম্বন্ধে এক নব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহারা কোন বিষয় টাপু বা নিষেধ করিলে, কাহার সাধ্য তাহা উলঙ্ঘন করে? রাঙ্গা আলু বা মকাই পুতিয়া আসিয়া অঙ্কুর বাহির হইলে পুরোহিত ডাকিয়া মন্ত্র দ্বারা তাহা টাবু করিয়া দিলে কাহার সাধ্য সে ক্ষেত্রে উঠে? নৌকা ভাসাইয়া তাহা টাবু করিয়া লইলে কর্ত্তার অনুমত ভিন্ন কেহই তাহা চড়িতে পারে না। অকৃতপতি স্ত্রীলোক স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া কাল কাটায়, কিন্তু বিবাহ মন্ত্রেই তাহার টাবু হইল, আর কে তাহাকে

স্পর্শ করিবে? অনেক সভ্য জাতির ন্যায় ইহরাও রাজদেহকে পবিত্র বোধ করে। কিন্তু তাই বলিয়া সম্রাট যে দ্রব্য স্পর্শ করেন, তাহা অন্যের টাপু বা অব্যবহার্য্য—কেহ তাহার পক্ক কেশ তুলিলে সপ্তাহ সে হস্ত দ্বারা কোন কার্য্য এমন কি আহার পর্য্যন্ত করিতে পারিবে না ইহা শুনিলে বা ভাবিলে হাসি কান্না দুইই পায়। মনুষ্যকৃত সকল নিয়মেরই এই দশা। অবস্থা বিশেষে যাহা উৎকৃষ্ট বলা যায়, অন্যাবস্থায় তাহাই আবার হাস্যাস্পদ হয়। ক্রমশঃ উন্নতিশীল নর কখনই এক নিয়মাধীন থাকিতে পারেন না। সকল দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম ব্যবস্থাপকেরা অদূরদর্শিতা হেতু চিরকালের জন্য কোন নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। ইহা দ্বারা সর্ব্বত্রই সভ্যতা ও উন্নতির প্রচুর ব্যাঘাত হয়।

ইন্দুমুখীর নিকট হইতে হেক্তরের বিদায়।

(১৭০ পৃষ্ঠার পর)

বার্ত্তা শুনি বীরবর, সত্বর হইয়া,
চলিলেন দ্রুত গতি, নগর বহিয়া,
দুই পার্শ্বে মনোহর প্রাসাদ নিকর,
মধ্যে রম্য রাজ-পথ, সরল, সুন্দর।
ছায়া-ময় সুপ্রশস্ত, পরিষ্কার অতি
শোভাময় সৌধাবলী বিবিধ বসতি।
বাণিজ্য-বিপণি-শ্রেণী—শিল্পের আলয়,
নানাবিধ দ্রব্য জাতে পরিপূর্ণ রয়।
স্থানে স্থানে পণ্য পূর্ণ পণ্য-বীথী কত,
জন শূন্য প্রাণ শূন্য শরীর যেমত।
আকুল প্রাণের দায়ে হইয়া কাতর,
গিয়াছে বিক্রেতা ক্রেতা দেখিতে সমর।
স্থানে স্থানে সুবেষ্টিত বিমল কানন,
কুসুমাবনতা লতা, গুল্ম তরুগণ,
ফল ফুলে সুশোভিত, অতি মনোহর।
মধ্যে বিরাজিত রম্য স্বচ্ছ সরোবর।
চৌদিকে সোপান ময় "গজগিরি" করা,

উপরে চান্দনী বাঙ্কা. চান্দ্র দীপ্তি হরা।
সুধাময় জলরাশি,স্ফটিক নির্ম্মল,
তরঙ্গ হিল্লোলে দোলে করি ঢল ঢল!
দলে দলে মীনদলে দিতেছে সাঁতার,
ফুটে পদ্ম কোকনদ কুমুদ কহ্লার।
মধুলোভে মত্ত হয়ে গুঞ্জে অলিকুলে,
সারস সারসী হংসী কেলী করে কুলে।
স্থানে স্থানে দেবালয় মন্দির সুন্দর
সুবর্ণে মণ্ডিত চূড়া পরশে অম্বর।
অন্নছত্র, সদাব্রত, পান্থশালা আর,
স্থানে স্থানে রাজকীয় বিবিধ ব্যাপার!
মুহূর্ত্তে এড়ায়ে সবে, সত্বর গমনে
উত্তরিলা বীরবর নগর তোরণে।
চকিত থমকি,চাহি দেখেন কুমার,
অদূরে দাণ্ডায়ে স্থির বিদ্যুৎ আকার,
হৃদয়ের প্রিয় নিধি, পতিপ্রাণা সতী,
প্রাণ সমা প্রিয়তমা, প্রেম মূর্ত্তিমতী,
জীবনের চিরনন্দ নিরানন্দ মনে
দেখিছেন রণ-স্থল, সতৃষ্ণ নয়নে,
ঝরিতেছে শোক অশ্রু তিতি গণ্ডস্থল,
শিশিরের জলে সিক্ত গোলাপের দল!
মলিনী নলিনী মুখ দুঃখে ম্রিয়মান—
প্রভাতের চন্দ্রবিম্ব প্রভাহীন ম্লান!
বিবর্ণ অন্তর-তাপে শুকায়ে কমল!
ক্লেদ-কর কেবল তাহাতে অশ্রুজল।
এ হেন বিষম মূর্ত্তি করি দরশন
কে হেন পাষাণ আছে থাকে স্থির মন?
পাষাণ আপনি গলে অন্য কোন ছার!
কামিনীর আঁখি নীর তাপের আধার।
আকুল কুমার প্রাণে ধৈর্য্য নাহি ধরে,
বিষাদে প্রমদা পাশে চলিলা সত্বরে।
যথা মত্ত যূথনাথ, যূথ ভ্রষ্ট হৈয়া
ভ্রমে সারাবন প্রাণ প্রিয়া অন্বেষিয়া,
সহসা সম্মুখে যদি, এমন সময়

দেখিবারে পায় তারে, সংশয়, বিস্ময়
যুগপত হৃদি তার করে অধিকার।
চকিতে থমকি, চাহি দেখে বার বার,
নিঃসন্দেহ হয়ে যবে চিনে প্রিয়জনে,
আহ্লাদে উন্মত্ত করী, প্রমত্ত গমনে
ভেটিবারে ধায়, ধরা কাঁপে পদভরে,
নিনাদে পূরিত দেশ, কানন শিহরে।
চলিলা বীরেন্দ্র মন্দ গজেন্দ্র গমনে,
বর্ম্মে বাজে চর্ম্ম, কোষে অসি ঝন্ ঝনে,
বীর পদ-ভরে ধরা রসাতল যায়,
চমকিয়া ইন্দুমুখী ফিরিয়া দাঁড়ায়।
নিদাঘ মধ্যাহ্ন কালে, চাতকী যেমন
তৃষাতুরা ভৃশ দুখে নেহালয়ে ঘন,
নির্মেঘ গগণ নীল, বৃষ্টি বারি তরে,
বৃথা বিলাপিয়া কান্দি, তৃষা বৃদ্ধি করে,
নিরাশ হইয়া শেষে—শেষ দরশনে
ফিরিয়া গগনে দীন সতৃষ্ণ নয়নে,
সহসা আকাশে যদি হেরে নবঘন,
ক্রমে সমুদিত হয়ে আবরি গগণ,
ঘোর শব্দে ঢালে জল, মূষলের ধারে,
চাতকী কুতুকী কত, কে বলিতে পারে?
ঊর্দ্ধাননে প্রাণ-ভরে করে বারি পান,
আহ্লাদে উন্মত্ত চিত্তে করে নৃত্য গান।
তেমতি যুবতী সতী পতি-সন্দর্শনে,
চলিলেন অগ্রগতি বাষ্প সম্ভাষণে।
সাগর-সঙ্গমে যথা চলে বেগবতী,
দোলায়ে তরঙ্গ মালা, রঙ্গে ভাগীরথী,
আসঙ্গে অবশ অঙ্গ বেলা উল্লঙ্ঘিয়া
আলিঙ্গন করে সিন্ধু হৃদয়ে তুলিয়া।
তেমতি নৃপতি-সুত কান্তা সম্মিলনে,
হৃদি ভরি আলিঙ্গয়ে হৃদয়ের ধনে।
তিরোহিত বীর ভাব স্থির নেত্রে চায়,
বিশাল রসাল শোভে সুবর্ণ লতায়!

সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম।

শাস্ত্রে কহে পাতিব্রত্যই নারীর প্রধান ধর্ম্ম। আমাদিগের স্ত্রীলোকেরাও আজীবন সকলের নিকট এই ধর্ম্মই শিক্ষা পায়। ইহা নারীর রূপ, ভূষণ এবং অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় বটে, কিন্তু ইহাই যে তাহার সকল ধর্ম্ম এবং ইহা ছাড়া যে আর ধর্ম্ম নাই এরূপ কথা কখন বলা যাইতে পারে না। এ দেশীয় সাধারণ জনগণের যেরূপ মত, তাহাতে কোন স্ত্রীলোক পতিব্রতা হইলে, তাহার কোন দোষই প্রায় ধর্ত্তব্য হয় না। নারীগণও এইরূপ শিক্ষা পাইয়া এবং এই শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করিয়া আসিতেছে। এই সংস্কারানুসারে নারীগণ সকল দোষকে উপেক্ষা করে, এবং পাতিব্রত্য ব্যতীত অন্য কোন গুণার্জ্জনে তত যত্নশীলা হয় না। এই সংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া হিন্দু-রমণীগণ স্বামীকে দেবতুল্য জ্ঞানে পূজা করে, স্বামীর সহস্র দোষ সত্ত্বে তাহা গ্রাহ্য করে না। যে ব্রতে স্বামীর পূজা আদিষ্ট আছে, সেই ব্রতই সর্ব্ব প্রধান বলিয়া গ্রহণ করে, এবং সর্ব্ব বিষয়ে স্বামীর সম্পূর্ণ দাসী হইয়া, মনুষ্য পূজার এক শেষ প্রকাশ করিতে থাকে।

এক দিকে ভার্য্যা এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া যেমন স্বামীর নিতান্ত আনুগত্য প্রকাশ করে, স্বামীও তেমনি আপনাকে ভার্য্যার সম্পূর্ণ প্রভু জানিয়া তাহার উপর একাধিপত্য বিস্তার করিতে থাকেন। আমাদিগের এমনি সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা যে স্ত্রীকে স্বামী যত অবজ্ঞা করুন্ ক্ষতি নাই, কিন্তু স্বামীর কথা ভার্য্যাকে অবশ্য শুনিতে ও মানিতে হইবে। স্ত্রী জাতি এখন অজ্ঞ, এজন্য আমরা স্বীকার করি, স্বামীর আদেশানুযায়ী তাহাদিগের কার্য্য করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বামী দুশ্চরিত্র হইলেও সতী নারীর কর্ণা শুনিবেন না, পত্নী তাঁহার অসৎ পরামর্শের অধীন হইয়া চলিতে বাধ্য, স্বামীর মনে এতদূর প্রভুত্বের ভাব থাকা নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রভুত্বের ভাব এত দূর প্রবল, যে, গৃহে প্রবেশ মাত্র মনে সেই ভাবজনিত দম্ভ উপস্থিত হয়। তখন বোধ হয় তিনি যেন একটি বিশাল রাজ্যের রাজা, অমনি তাহার

মেজাজ রুক্ষ হইল, ভাষা কর্কশ, ও স্বর গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাঁহার বাহিরের ভাব গৃহে আসিয়া সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। স্ত্রীর প্রতি স্বামী হাজার নিষ্ঠুরাচরণ করুন, কেহ তত দূষিবে না, কিন্তু সাধু ব্যবহার করিলে অনেকে ত্রৈণ বলিয়া নিন্দা করিবে। পরস্পরের এইরূপ মনের ভাব যে কত অনিষ্টের কারণ হইয়াছে তাহা অনেকে জানেন না। জানিলেও পুরুষ জাতি প্রভুত্ব ছাড়িতে রাজি নহে। যাহার কোন খানে প্রভুত্ব নাই, গৃহে আসিয়া ক্ষণকালের জন্যও তিনি প্রভু হইয়া মনের ইচ্ছা পরিতুষ্ট করেন, মনের ক্ষোভ নিবারণ করেন। এমন বিনা মূল্যের একাধিপত্য কে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইবে? পূর্ব্বে দশ ভার্য্যার স্বামী হইয়া লোকে যে প্রভুত্ব করিত, এখন এক জনের উপর সেই প্রভুত্বের ভার নিপতিত হইয়াছে। স্ত্রীর এক সুখ বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। সতীনের যন্ত্রণা তিরোহিত হইয়া তাহার দাসীত্বের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদিগের দূষিত সমাজের এরূপ ব্যবস্থা, যে কোন প্রকারেই সম্পূর্ণ সুখের আশা নাই। একটী আপদ হইতে নিস্তার পাও, অন্যদিক হইতে আর একটী আপদ প্রবল হইয়া উঠিবে।

লোকে বলে স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা, তাহারা স্বাধীনভাবে চলিতে পারে না। তাঁহারা বাহিরে কিছু দুর্ব্বল বটে, কিন্তু আমরা যত দুর্ব্বলা বলি, তাহারা যে স্বভাবতঃ তত দুর্ব্বলা নয়, বলা বাহুল্য মাত্র। অনেক পরিমাণে আমরা তাহাদিগকে দুর্ব্বলা করিয়াছি, অভ্যাস ও অজ্ঞতা তাহাদিগকে দুর্ব্বলা করিয়াছে, দেশের আচার ব্যবহার তাহাদিগকে দুর্ব্বলা ও অবৈধ পরিমাণে পরাধীন করিয়াছে। এক্ষণে স্ত্রীজাতি যেরূপ দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদিগের উপর তাহাদের নির্ভর করা সমুচিত বটে। কিন্তু তাহা হইলেই কি পশ্বাদির ন্যায় তাহাদিগকে আমাদিগের সেবায় নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য? আমরা কি নীচ, যে দুর্ব্বলের উপর পীড়ন করি, আশ্রিতের প্রতি অনুচিত ব্যবহার করি! আমরা কি মনে করিয়াছি, আমাদিগের এই নীচ ভাব চিরকাল সুরক্ষিত থাকিবে? পৃথিবীতে কি সাধু ভাবের উদয় হইবে না? সংসার রূপ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া আমরা স্ত্রীজাতির উপর নিপীড়ন করিব, ইহা কোন্ ধর্ম্মে ও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে?

স্ত্রীজাতিকে আমরা অজ্ঞ করিয়া রাখিয়াছি,তাহাদিগের জ্ঞান চক্ষু অন্ধ করিয়া দিয়াছি। তাহাদিগের বিষয় বিজ্ঞতা, ও পার্থিব বিজ্ঞতা জন্মাইবার শক্তি আমরা হরণ করিয়াছি। সাংসারিক কোন কার্য্যে তাহারা একটু অসাবধান হইল, কোন অপকর্ম্ম করিল, আমাদিগের একটী আদেশ শুনিতে বিলম্ব করিল, অমনি আমরা খড়্গ হস্ত হই। এইরূপে আমরা তাহাদিগের ভীরুতা প্রবল করিয়া দিয়াছি, এবং কেবল সেই ভীরুতার প্রশ্রয় লইয়া থাকি। আমাদিগের প্রতি তাহাদিগের কোন কথা বলিতে সাহস হয় না,বলিলে তৎক্ষণাৎ তিরস্কৃত ও দণ্ডিত হয়, সুতরাং নিরুপায় স্ত্রীজাতি বশীভূত না থাকিয়া কি করিবে?

স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদিগের এই প্রকার নির্দ্দয় ব্যবহারের বিষয় আর বলা বাহুল্য মাত্র। স্ত্রীজাতির জ্ঞান নেত্র যত উন্মীলিত হইতে থাকিবে, তাহারা আপনাদিগের স্বত্ব ও অধিকার আপনারাই তত বুঝিয়া লইতে পারিবে। তখন তাহারা অবশ্য বুঝিতে পারিবে, পাতিব্রত্য ও সতীত্ব ধর্ম্ম হইতে অবৈধ পরাধীনতা এবং দাসীত্ব কোথা হইতে উৎপন্ন হয়। তাহারা বুঝিতে পারিবে, স্বামী জাতিরাই পাতিব্রত ধর্ম্মের সহিত দাসীত্বের শিক্ষা ও বিধান দিয়াছেন। পুরুষ জাতি স্বার্থপরতানুরোধে এ শৃঙ্খল হইতে কখন স্ত্রীজাতিকে মুক্ত করিতে চাহিবে না। বরং স্ত্রীজাতি এ শৃঙ্খল ভগ্ন করিবার চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে নিরুদ্যম করিবে, এ কথা মুখে আনিলে তাহাদিগকে নিন্দা করিবে। স্ত্রীজাতিকে বলে এবং কৌশলে এই শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে হইবে। দাসী হইয়া জীবিত থাকা আর না থাকা সমান কথা।

কিন্তু আমরা একথা বলি না, যে নারীর সতী ও পতিব্রতা হওয়া উচিত বা প্রধান গুণ নয়। আমরা বলি পাতিব্রত্য হইতে দাসীত্ব কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? পতির প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহাকেই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বলা উচিত। কিন্তু আমরা এই দাসীত্ব সম্বলিত পাতিব্রত্য ধর্ম্মের এরূপ শিক্ষা দিয়াছি, যেন স্ত্রীজাতির আর কোন গুণ থাকা তত আবশ্যক নহে। এই রূপ শিক্ষা নিবন্ধন, তাহাদিগের মনে একটী বিকৃত ভাব উদিত হইয়াছে। স্ত্রীর কেন সহস্র দোষ থাকুক না, সতী বলিয়া খ্যাতি থাকিলে তাহার আর গর্ব্বের সীমা থাকে না। স্বামীর সহিত বচসা কলহ হইলে তিনি অনায়াসে

আস্ফালন করিয়া বলিবেন, কেন আমিতো নষ্ট দুষ্ট নই। এই বৃথা গর্ব্বে মন এত দূর স্ফীত হইয়া থাকে, যে তিনি আর কোন গুণ উপার্জ্জনে অথবা দোষ পরিবর্জ্জনে তত যত্নশীলা হয়েন না। ব্যভিচার দোষ পরিহার করা পতিপরায়ণা স্ত্রীর যেরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য, পতির প্রতি অন্যান্য কর্ত্তব্য সাধন করাও তাহার তদ্রূপ কর্ত্তব্য। কিন্তু এ দেশে ব্যভিচার দোষ পরিবর্জ্জনের নামই সতীত্ব ধর্ম্ম। ব্যভিচার দোষ পরিবর্জ্জন ব্যতীত যে সতী স্ত্রীর অন্যান্য লক্ষণ আছে তাহা অল্প লোকেই জানেন। সাধারণ গ্রাহ্য সতীত্ব ধর্ম্ম থাকা স্ত্রীজাতির পক্ষে যেমন, অন্যান্য ধর্ম্ম থাকাও তাঁহাদিগের পক্ষে তেমনি বিধেয়। স্ত্রীজাতির জানা উচিত অন্যান্য কর্ত্তব্য লঙ্ঘনেও পাপ আছে। তাহাদিগের স্বধু স্বামীর সহিত সম্বন্ধ আছে এরূপ নহে। তাহাদিগেরও পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, ভাই বন্ধু, গুরু লঘু, আত্মীয় স্বজন, সমাজ ও ঈশ্বর সকলই আছে। পতিকে ভক্তি ও পূজা করিলেই তাহাদিগের পূজা শেষ হইল না; সর্ব্বোপরি ঈশ্বরের পূজা ও উপাসনা পুরুষদিগের ন্যায় তাহাদিগেরও কর্ত্তব্য। পুত্র কন্যাকে প্রীতি করিলেই তাহাদের প্রীতির শেষ হইল না, সকল মনুষ্য ও জন সমাজ তাহাদিগের নিকট হইতে সমান প্রীতি প্রত্যাশা করে। আমাদিগের স্ত্রীজাতি কি এ সকল বিষয় কিছু ভাবেন, না কেবল পতিপূজাতে নিয়তই অনুরক্তা রহিয়াছেন? তাহারা কি জানেন, যে পতি হইতেও ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের গাঢ়তর সম্বন্ধ, তাঁহাকেই অধিকতর প্রীতি করিতে হইবে? আত্মার সদ্গুণ ও মনের সৎভাব ধরিয়া যেমন পুরুষকে সৎ বলা যায়, তেমনি স্ত্রীলোককেও সেই সকল পরীক্ষা দ্বারা সতী বলা বিধেয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এরূপ বিচারে এদেশের অনেক সতীত্বাভিমানী স্ত্রীকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয় সন্দেহ নাই।

পতিপরায়ণতা ভিন্ন যে অন্যান্য ধর্ম্ম পালন করাও স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য, স্ত্রীজাতির মনে এপ্রকার জ্ঞান এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠান যত দিন না আরম্ভ হইবে, তত দিন তাঁহাদের দাসীত্ব ও অধীনতা কেহ বিমোচন করিতে পারিবে না। তাঁহারা জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধি করুন, তাহাদিগের সাহস, বল এবং কর্ত্তৃত্বও বৃদ্ধি হইবে। তাহারা না মনে করেন, পুরুষজাতি

সহজে তাহাদিগের দাসীত্ব শৃঙ্খল বিমোচন করিবে। মনুষ্য সমাজ যদি কখন স্বার্থ শূন্য হয়, তবে সেরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা বটে। স্ত্রীজাতির আপনাদিগেরেই চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে ক্রমে তাহাদিগের অন্যায় অধীনতাবন্ধন ছিন্ন হইতে পারে। জ্ঞান লাভ দ্বারা যত তাহারা আপনা দিগের অধিকার এবং পুরুষ জাতির সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবেন, ততই তাহারা আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন। তাহারা জানিতে পারিবেন যে পুরুষজাতির সকল শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণীয় নহে, যে হেতু সেই সমুদায় উপদেশ কখন সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা পরিশূন্য হইতে পারে না।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

পরিচ্ছদ।

পরিচ্ছদ ব্যবহারের তিন অভিপ্রায়; প্রথম, অঙ্গাচ্ছাদন, দ্বিতীয় শীত তাপ হইতে অঙ্গকে রক্ষা করা; তৃতীয়, শোভা সম্পাদন। পাক করিয়া আহার করা যেমন মনুষ্য ভিন্ন অন্য জন্তুতে দেখা যায় না, অঙ্গাচ্ছাদনও সেই রূপ। অঙ্গাচ্ছাদন একটি সভ্যতার লক্ষণ বলা যাইতে পারে। যেস্থলে পরিচ্ছদের অন্য অভিপ্রায় না থাকে, সেস্থলে অসভ্য জাতিরা কৌপীন মাত্র পরিধান করিলেই সন্তুষ্ট, কিন্তু সভ্য জাতির লোকেরা সে স্থলে প্রায় সমস্ত অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া থাকেন।

এদেশীয় ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মুখ, পদদ্বয় ব্যতীত সমস্ত অঙ্গ প্রায় আচ্ছাদিত থাকে, পুরুষ বিশেষের সম্মুখে যুবতীদিগের মুখও ঘোমটা দ্বারা আবৃত হয়। পুরুষেরা প্রায় কোমরের উপর হইতে জানু পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত থাকিলে যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্রমশঃ ভদ্রলোকদিগের মধ্যে গলদেশ পর্য্যন্ত আবৃত রাখার রীতি প্রচলিত হইতেছে। এ রীতিটী ভাল, তাহার সন্দেহ নাই। আচ্ছাদন বিষয়ে ইংরাজদিগের হইতে আমাদের বিভিন্নতা এই মাত্র যে তাহারা পদদ্বয় আবৃত রাখে, আমাদিগের মধ্যে সে রীতি এখনও নাই। এ বিষয়ে

একটী কথায় বিশেষ মনোযোগ করা আবশ্যক। অঙ্গাচ্ছাদন যদি পরিচ্ছদ ব্যবহারের প্রধান অভিপ্রায় হয়, তবে স্বচ্ছ প্রায় পাতলা বস্ত্র পরিধান করা নিশ্চয় অসভ্যতার লক্ষণ। অনেকে তাহা বিবেচনা না করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রের প্রশংসা করেন এবং যে বস্ত্রের ভিতর হইতে শরীরের বর্ণ ফুটিয়া প্রকাশিত হয় ও লোম কূপ পর্য্যন্ত দৃষ্টি গোচর হয় এমন বস্ত্রই পশন্দ করিয়া থাকেন। তাহারা এমনি সৌখীন যে পরিচ্ছদ ঘন হইলে তাহাদিগের ভার বোধ হয়। এমন সৌখীন বোধ হয় বাঙ্গালি ভিন্ন কোন জাতিই নাই। প্রকৃত ভদ্রলোকেরা এমন বস্ত্র পশন্দ করা দূরে থাকুক, অপরকে পরিধান করিতে দেখিলে অধোবদনে নেত্র নিমীলন করিয়া থাকেন। লজ্জাহীন না হইলে এমন সৌখীন হওয়া যায় না। বিশেষতঃ আমাদিগের এরূপ বস্ত্র পরিধানের রীতি দ্বারা অঙ্গাচ্ছাদনের অভিপ্রায়টিও সুচারুরূপে সিদ্ধ হয় না। এ রীতিটির পরিবর্ত্তন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

শারীরিক স্বাস্থ্যের নিমিত্ত পরিচ্ছদ ব্যবহারের যে সকল নিয়ম জানা আবশ্যক, তন্মধ্যে প্রধান এই যে মলিন বস্ত্র কদাচ ব্যবহার করা উচিত নহে। পূর্ব্বে এ কথার উল্লেখ করা গিয়াছে। আর একটী নিয়ম এই যে ঋতু অনুসারে অথবা বায়ুর তাপ শৈত্যাদি অবস্থা বিবেচনা করিয়া পরিচ্ছদ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এ নিয়মটী স্ত্রীলোকেরা যথোচিত রূপে পালন করেন না। অত্যন্ত শীতের সময়েও গৃহিনীদিগের মধ্যে অধিকাংশের আঁচলমাত্র আচ্ছাদন, বৃদ্ধাদিগের মধ্যে কাহারো হরিনামাবলি ব্যবহার আছে, কিন্তু নিয়মিত শীতবস্ত্র, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রায় নাই। অনেকেই রন্ধনের সময় উনুনের নিকট, এবং চুল শুকাইবার বা বড়ি দিবার সময় রৌদ্রেতে শীতের কষ্ট নিবারণ করেন। এদেশে শীত প্রায় অধিক হয় না, এই জন্যই তাঁহারা শীত বস্ত্র ব্যবহার না করিয়াও এই প্রকারে শীত কাটাইতে সক্ষম হয়েন, কিন্তু তথাপি এরূপ কষ্ট না করিয়া শীত বস্ত্র ব্যবহার করা উচিত। এক্ষণে অনেকে জামা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ক্রমশঃ তাহারা শীত হইতে অঙ্গরক্ষা করিতে যথোচিতরূপে শিক্ষা করিবেন। অলস ব্যক্তিদিগের যেমন অনেক বস্ত্র আবশ্যক, পরিশ্রমীদিগের সেরূপ নয়; সুতরাং যে সকল স্ত্রীলোক নিয়ত

কার্য্যে ব্যস্ত, তাহাদের কতক গুলা জামা বা চাদরের কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু শীতের কষ্ট নিবারণের জন্য দুই একটী জামা ব্যবহার করা আবশ্যক, তাহা না করা অন্যায়। বিশেষতঃ অন্তঃস্বত্বাবস্থায় শীত হইতে অঙ্গকে যথেষ্ট রূপে রক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক, এমন অবস্থায় মোজাও ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই সকল শারীরিক নিয়ম যথাবিহিত রূপে পালন না করিলে অনেক স্থলে গৃহিণীদিগকে কষ্ট পাইতে হয়। শরীরকে সাম্যাবস্থায় রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ গর্ভিণীরা তাহা না করিলে গর্ভের দোষ সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা, অতএব তাঁহাদিগের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

কেহ কেহ বলেন যে ছোট ছেলেদের বড় শীত বোধ হয় না, তাহারা অক্লেশে শীতের সময় অনাবৃত থাকিতে পারে। এটি ভ্রম, বাস্তবিক শিশুরা কখন কখন শীতের কষ্ট সহ্য করিলেও গাত্র আচ্ছাদিত করিতে চাহে না, কেন না কতক গুলা কাপড় জামা জড়াইলে শীতের কষ্ট নিবারণ হয় বটে, কিন্তু তাহারা স্বচ্ছন্দ বোধ করে না, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদিগকে অনাবৃত থাকিতে দেওয়া অন্যায়। পরিচ্ছন্ন রূপে লঘু অথচ উষ্ণ বস্ত্রের জামা পরাইয়া দিলে তাহারা কদাচ শীতের কষ্ট সহ্য করিয়া অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা করে না। পরিশ্রমী যুবা ব্যক্তিদিগের শীতে অধিক কষ্ট বোধ বা হানি হয় না, কিন্তু শিশুদিগের অল্পেতেই হানি হইবার সম্ভাবনা। অতএব গৃহিণীদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা বায়ুর অবস্থা বিবেচনা করিয়া শিশুদিগকে পরিচ্ছদ দিবেন এবং সাবধান হইবেন। বিবেচনা পূর্ব্বক শিশুদিগকে শীত হইতে রক্ষা না করিলে ওষ্ঠ নীল বর্ণ হয় ও কাঁপিতে থাকে, পরে হৃৎকম্প হইয়া কাশ রোগের সূত্রপাত হয় এবং সর্দ্দি জ্বর ইত্যাদি রোগ উপস্থিত হয়। অধিক বয়স্ক বালকদিগেরও সেই রূপ হয়, কিন্তু তাহারা আপনারা অনেকটা সাবধান হইতে পারে ও অধিক কষ্টও সহ্য করিতে পারে। কিন্তু শীত হইতে অঙ্গ রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া অতিরিক্ত বস্ত্র দ্বারা শরীরকে আবৃত রাখা উচিত নহে। তাহা করিলে শরীরের ভাব এমনি বিকৃত হইয়া যায় যে অল্প শীত লাগিলেই অধিক শীতের ন্যায় কষ্ট ও হানি হয়।

এস্থলে আর একটি কথা জানা আবশ্যক। অনেকে মনে করেন মস্তকটি উষ্ণ রাখিলে ভাল হয়। এটি ভ্রম। বক্ষস্থল উদর ও পদদ্বয় অধিক উষ্ণ রাখা কর্ত্তব্য। গৃহিণীরা শীতের সময় শিশুর মস্তকে টুপি ও রুমাল দিয়া যত্ন করিয়া বন্ধন করেন ও গাত্রে দুই একটী জামা পরাইয়া মনে করেন যথেষ্ট হইল। মোজা ও পাজামা অধিক যত্নপূর্ব্বক পরাইয়া দেওয়া তাহাদিগের কর্ত্তব্য। বাহিরে যাইতে হইলে মস্তক আচ্ছাদন করা উচিত, কিন্তু উষ্ণাচ্ছাদন দিবার প্রয়োজন নাই। কার্পাস বস্ত্রের কান ঢাকা টুপি একটি মাথায় দিলেই যথেষ্ট। মস্তক অধিক উষ্ণ রাখিলে মস্তকে অতিরিক্ত রক্তসঞ্চালন হইয়া ঊর্দ্ধগ ব্যারাম হয়। মস্তক শীতল রাখিবার নিমিত্ত বরং মস্তকে রৌদ্রের সময় বস্ত্র বা ছত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বক্ষস্থল শীতল রাখাতে কাশ রোগের, উদর শীতল রাখাতে উদরাময়ের ও কটিদেশ অবধি করিয়া পদ দ্বয় শীতল রাখাতে বাতরোগের সঞ্চার হইতে পারে।

রসায়ন বিদ্যা।

(১১৪ সংখ্যা ৩২৩ পৃষ্ঠার পর)

মূল পদার্থ সকলের তালিকা।

আমরা নিম্নে ৬২টী মূল পদার্থের নাম ও পরিমাণের উল্লেখ করিলাম। ইহাদিগের অধিকাংশের বাঙ্গলা নাম আজিও প্রস্তুত হয় নাই, এইজন্য ইংরাজী নাম সকল প্রদত্ত হইল। পরিমাণের বিষয়ে এইটী বুঝিতে হইবে:— হাইড্রোজন বা উদ্‌জান সকল মূল পদার্থের অপেক্ষা হাল্‌কা, এই জন্য ইহার ওজন ১ধরা গিয়াছে, যে মূল পদার্থ ইহার অপেক্ষা যত গুণ ভারী, তাহার পরিমাণে তত অঙ্ক লিখিত হইয়াছে। যেমন অম্লজন ৮ অর্থাৎ ইহা উদ্‌জান অপেক্ষা ৮ গুণ ভারী। যে যে অঙ্কের মধ্যে দশমিকের বিন্দু আছে, বিন্দুর পূর্ব্বের অঙ্ক ধরিলেই স্থূল ওজন বুঝা যায়।

১।	আলুমিনিয়ম	১৩.৭	
২।	আণ্টিমনি	৬৪.৬	
৩।	আর্সিনিক	৩৭.৭	
৪।	বারিয়ম	৬৮.৭	
৫।	বিসমথ	২১৩	
৬।	বোরন্	১০.৭	
৭।	ব্রোমিন	৭৮.৪	
৮।	কাডমিয়ম	৫৫.৮	
৯।	কালসিয়ম	২০.৫	
১০।	কার্বন্ (অঙ্গারক)	৬.১২	
১১।	সিরিয়ম	৪৬	
১২।	ক্লোরিন্	৩৫.৪২	
১৩।	ক্রোমিয়ম্	২৮	
১৪।	কোবল্ট	২৯.৫	
১৫।	কলম্বিয়ম্		
১৬।	কপার (তাম্র)	৩১.৬	
১৭।	ফ্লোরিন্	১৮.৬৮	
১৮।	গ্লুসিনিয়ম্	১৭.৭	
১৯।	গোল্ড (স্বর্ণ)	১৯৯.২	
২০।	হাইড্রোজন(অব্জান বা উদ্জান)	১	
২১।	আয়োডিন	১২৬.৩	
২২।	ইরিডিয়ম্	৯৮.৮	
২৩।	আয়রন্ (লৌহ)	২৮	
২৪।	লেড (সিসা)	১০৩.৬	
২৫।	লিথিয়ম	৬	
২৬।	মাগ্নেসিয়ম্	১২.৭	
২৭।	মাঙ্গানিজ	২৭.৭	
২৮।	মার্করী (পারদ)	২০২	
২৯।	মলিবডিনম্	৪৭.৯৬	
৩০।	নিকেল	২৯.৫	
৩১।	নায়ট্রোজন(যবক্ষার জান)	১৪.৫	
৩২।	অসমিয়ম্	৯৯.৭	
৩৩।	অক্ষিজন (অম্লজান)	৮	
৩৪।	পালাডিয়ম	৫৩.৩	
৩৫।	ফসফোরস্	১৫.৭	
৩৬।	প্লাটিনম্	৯৮৮	
৩৭।	পোটাসিয়ম	৩৯.১৫	
৩৮।	রোডিয়ম্	৫২.২	
৩৯।	সিলেনিয়ম্	৩৯.৬	
৪০।	সিলিকন	৭.৫	
৪১।	সিল্ভার (রৌপ্য)	১০৮	
৪২।	সোডিয়ম	২৩.৩	
৪৩।	ষ্ট্রণ্টিয়ম	৪৩.৮	
৪৪।	সল্ফার (গন্ধক)	১৬.১	
৪৫।	টেলুরিয়ম	৬৪.২	
৪৬।	থোরিয়ম	৫৯.৬	
৪৭।	টিন (দস্তা)	৫৮.৯	
৪৮।	টিটানিয়ম	২৪.৩	
৪৯।	টংস্টেন	৯৪.৮	
৫০।	ব্যানাডিয়ম	৬৮.৬	
৫১।	য়ুরানিয়ম্	২১৭	
৫২।	য়িট্রিয়ম	৩২.২	
৫৩।	ঝিঙ্ক (কাঁসা)	৩২.৩	
৫৪।	ঝার্কোনিয়ম	৩৩.৭	
৫৫।	ডিডিনিয়ম		নূতন আবিষ্কৃত।
৫৬।	আর্বিয়ম		
৫৭।	টার্বিয়ম্		
৫৮।	লাণ্টানিয়ম		
৫৯।	নিয়বিয়ম		
৬০।	পিলোপিয়ম		
৬১।	কথিনিয়ম		
৬২।	নোরিয়ম্		

মূল পদার্থ সকলের বিশেষ বিবরণের ক্রমশঃ উল্লেখ করা যাইবে। জল যে দুই মূল পদার্থে গঠিত হইয়াছে, অদ্য তাহার বিষয় লেখা যাইতেছে।

অম্লজান।

অম্লজান বায়ুর বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ নাই। অজ্ঞান অপেক্ষা অম্লজান ৮ গুণ ভারী অর্থাৎ বায়ুর গুরুত্বকে এক দ্বারা নির্দ্দেশ করিলে অম্ল জানের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮ হয়। ইহাকে ঘনীভূত করিয়া এপর্য্যন্ত কেহ তরল করিতে পারে নাই। যে বায়ুরাশি পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এই অম্লজান বায়ু তাহার পঞ্চমাংশ। অম্ল জান বায়ু না থাকিলে আমরা এক মুহূর্ত্ত জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইতাম না। এই জন্য ইহাকে প্রাণ বায়ু বলিলেও বলা যায়। এই বায়ুর দহন ও জীবনপোষণ শক্তি আছে, এই বায়ুকে আমরা নিঃশ্বাস দ্বারা শরীরাভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া প্রাণ ধারণ করি এবং ইহা দ্বারা শোণিত রক্তিমবর্ণ হইয়া থাকে। গন্ধক, লৌহময় তার প্রভৃতি অম্লজানের মধ্যে রাখিলে সতেজে দগ্ধ হইয়া থাকে, এবং এই উপায়ে এই বায়ু উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাড়িত দ্বারা জলকে বিযুক্ত করিলে অম্লজান উৎপন্ন হয়। মেঙ্গনিক অম্লজান লৌহ ময় বোতলে করিয়া উত্তপ্ত করিলে অম্লজান নির্গত হয়। ইহার প্রণালী এই—লৌহময় বোতলের মধ্যে সোরা চূর্ণ রাখিয়া ঐ বোতলের মুখ বন্ধ কর, পরে তাহাতে একটী সরু নল প্রবিষ্ট করিয়া বোতলটী উত্তপ্ত করিলে ঐ নল দিয়া অম্লজান নিঃসৃত হয়। পটাসিক ক্লরেট উত্তপ্ত করিলে অম্লজান উৎপন্ন হইয় থাকে। সূর্য্যালোকে বৃক্ষাদির সরস পত্রাদি দ্বারা বায়ুস্থ অঙ্গারক অম্ল বিযুক্ত হইলে অম্লজান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অজ্ঞান।

অপ্ অর্থাৎ জলের উৎপাদক বলিয়া এই মূল পদার্থটীর নাম অজ্ঞান হইয়াছে। অজ্ঞান বায়ু বর্ণবিহীন, স্বাদ রহিত ও গন্ধ শূন্য, ইহাকে ঘনীভূত করিয়া কেহ এ পর্য্যন্ত তরল করিতে পারে নাই। বায়ু অপেক্ষা অজ্ঞান প্রায় ১৪০৫ গুণ লঘু, ইহার ন্যায় লঘু পদার্থ আর ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না; এই জন্য যাহারা ব্যোমযানে শূন্যোপরি গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই বায়ু দ্বারা উক্ত যন্ত্র পূরিত করিয়া থাকেন। এই বায়ু অজ্ঞানের ন্যায় দাহক নহে, কিন্তু দাহ্য অর্থাৎ অগ্নিতে দগ্ধ হয়। প্রাণীর জীবন পোষক শক্তি

ইহাতে নাই। তাড়িত দ্বারা জলকে বিযুক্ত করিলে বিশুদ্ধ অক্সজান উৎপন্ন হয়। পাঁচ শত গ্রেইন্ দস্তা চূর্ণ করিয়া একটা বোতলের মধ্যে রাখিয়া তাহাতে তিন আউন্স জল ও এক ড্রাম, গন্ধক দ্রাবক অম্ল প্রদান করিলে অক্সজান উৎপন্ন হয়। অক্সজান ও অম্লজান যোগে ভয়ঙ্কর তাপ উৎপন্ন হয়। দুই ভাগ অক্সজান ও এক ভাগ অম্লজান একত্র করিয়া তাহাতে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ কোন প্রকারে স্পর্শ করাইলে বন্দুকের ন্যায় শব্দ উৎপন্ন হয়। এই বায়ু কোন একটা ক্ষুদ্র পাত্রে পূরিত করিয়া তাহার মুখে দীপ শিখা প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহা তৎক্ষণাৎ জ্বলিতে থাকে, কিন্তু তাহার শিখা অত্যন্ত প্রভাশালী হয় না।

ঈশ্বরের সৃষ্টি কৌশল অতি আশ্চর্য্য! জল অগ্নির শত্রু, কিন্তু যে দুইটী মূল পদার্থে জলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা উভয়েই অগ্নির সাহায্যকারী—অম্লজান না হইলে অগ্নি জ্বলে না এবং অক্সজান অগ্নি স্পর্শ মাত্রে দগ্ধ হইতে থাকে। কিন্তু অগ্নির এই বন্ধুদ্বয় মিলিত হইয়া ঠিক্ বিপরীত গুণ কেন ধারণ করে, কে তাহা বলিতে পারে?

বঙ্গাঙ্গনাগণের সম্মান সূচক উপাধি।

বঙ্গাঙ্গনাগণ অদ্যাপি সমাজ মধ্যে গণনার বাহিরে রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের সামাজিক অপর সম্মানের কথা দূরে থাকুক, তাহাদিগের নাম কি জিজ্ঞাসা করিলে 'রামের মা' 'হরিঠাকুরের মেয়ে' বা 'কৃষ্ণবাবুর স্ত্রী' এই মাত্র বলিতে হয়। এতদিন পুরুষেরা ইহা বলিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন, স্ত্রীলোকেরাও ইহা শুনিয়া কৃতার্থ মানিতেন, সামাজিক অবস্থাতেও আর অধিক কিছু প্রয়োজন হইত না। এক্ষণে সময়ের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। এখন ইংরাজদিগের দৃষ্টান্তে কৃতবিদ্যগণ আপনাদিগের স্ত্রীগণের সম্মাননা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, স্ত্রীগণও কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিয়া আপনাদিগের সম্ভ্রম উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, বাহিরে অল্পে অল্পে তাহাদিগের নামও প্রকাশিত হইবার আবশ্যকতা হইতেছে। এসময়ে তাঁহাদিগের নাম গোপন রাখিবার চেষ্টা করিলেও তাহা থাকিবে

না। যদি নামই প্রকাশিত হয়; তবে তাহা যাহাতে ভদ্র ও সম্ভ্রমসূচক হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় বটে। কোন ব্যক্তির পরিচয়ের জন্য তিনি স্ত্রী বা পুরুষ এবং কোন্ বংশীয় ইহা নামে যাহাতে প্রকাশ পায় এরূপ হওয়া আবশ্যক। এজন্য 'শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী বসু' এপ্রকার ব্যবহার অনেক স্থলে প্রচলিত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা নামের অভিপ্রায় এক প্রকার সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু পুরুষদিগের নামে যেমন 'বাবু' শব্দটী প্রয়োগ হওয়াতে তাহা বলিতেও ভাল, লিখিতেও ভাল হইয়াছে, স্ত্রীলোকদিগের নামের সঙ্গে সে প্রকার কোন সম্ভ্রমপ্রকাশক শব্দ প্রচলন হওয়া উচিত এবং তজ্জন্য অনেকে উৎসুক। এ সম্বন্ধে আমাদিগের কোন বন্ধু যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আমরা সাদরে নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

দেবী।

আবশ্যকতা

১। সমাজ মধ্যে স্ত্রীগণ অধিকার লাভ করিয়াছেন, সুতরাং নাম লইতে হয়।

২। কোন কোন স্ত্রী আত্মীয় স্বজনের নামে পরিচিতা হওয়া অপমান মনে করিয়া আত্ম নামে জনসমাজে পরিচিত হইতে চান। সুতরাং নাম লওয়া অপরিহার্য্য হইয়াছে।

৩। নাম লইতে হইলে সম্মানসূচক কোন শব্দের ব্যবহার আবশ্যক। "দেবী" শব্দ ব্যবহারের কারণ।

১। বঙ্গভাষায় সম্মানসূচক কোন শব্দের কোন দিন ব্যবহার নাই।

২। পশ্চিমের "বাই" শব্দ বিদেশী ও শ্রুতি কঠোর। বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে এই শব্দ একটী জঘন্য শ্রেণীর প্রতি ব্যবহার হয়।

৩। সংস্কৃতে "দেবী" শব্দ ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়াদিগের প্রতি সমভাবে ব্যবহৃত আছে। সম্প্রতি বৈদ্য স্ত্রীরাও "দেবী" বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

৪। বিশেষতঃ এই "দেবী" শব্দের সঙ্গে একটী পবিত্রভাব সংযুক্ত রহিয়াছে।

"শ্রীমতী" যেরূপ লিখিতে ব্যবহার হয়, সেই রূপ কথাতেও ব্যবহার হইতে পারে; কিন্তু উহা শরীরের ভাবব্যঞ্জক, আত্মার দেবপ্রকৃতিমূলক নহে।

দেবী শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে আমাদিগের পাঠকগণের কিরূপ অভিপ্রায়

আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি ইহা অতি উচ্চ সম্ভ্রমসূচক শব্দ বটে। সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোককে সম্বোধনে 'দেবি!' শব্দ ব্যবহার করিলে শুনিতে অতি সুমিষ্ট এবং পূর্ব্বাবধি ইহা আর্য্যগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। সীতাদেবী, দ্রৌপদী দেবী বলিলেন, ইহাও বলিতে ভাল। কিন্তু কেবল শ্রীমতী অমুকী দেবী সকলের প্রতি এরূপ নিয়ম করিলে কোন বিশেষ ফল দর্শিবে আমাদিগের বোধ হয় না, কেন না তাহা হইলে থাকা না থাকায় সমান হয়, বংশের পরিচায়ক কোন চিহ্ন থাকে না। শ্রীমতী দেবী ভুবনেশ্বরী বসু এরূপ লিখিলে মন্দ হয় না, কিন্তু কেমন কেমন শুনায়। শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী বসু দেবী সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু মুখোপাধ্যায় দেবী শুনিতে কেমন? যাহা হউক এখন নূতন প্রথা সকল প্রবর্ত্তনের সময়, এখন অনেক পরীক্ষা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিতে হইবে। চলিত হইতে হইতে একটা প্রথা দাঁড়াইয়া যাইবে। এক্ষণে এ বিষয়ে সাধারণে মনোযোগী হইয়া একটা মীমাংসা করিলে আমরা সন্তুষ্ট হই।

আশ্চর্য্য সতী।

কর্ণেল ডাল্টন মধ্য ভারতবর্ষের করদ মহলে ভ্রমণ করিয়া যে সকল আশ্চর্য্য বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী সতীর বৃত্তান্ত অতি আশ্চর্য্য ও শোচনীয়। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে গাংপুর নামক স্থানে এই ঘটনাটী সংঘটিত হয়। এক ব্রাহ্মণ এক বালিকাকে বিবাহ করিয়া আনে, কিন্তু মনের মত না হওয়াতে পত্নীকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দূর করিয়া দেয়। দুর্ভাগ্য রমণী তাহার দরিদ্র পিতার গৃহে গিয়া আশ্রয় লয়। কিন্তু তাহার এমনি অদৃষ্ট, অল্প দিন মধ্যে পিতা মাতা মরিয়া গেল এবং সে পথের কাঙ্গালিনী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল। তাহার স্বামী এক নূতন সংসার করিল এবং তাহার গর্ভে পুত্র কন্যাদি লাভ করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। কালে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল, তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রী কিছু কাল পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছিল। ব্রাহ্মণের শব লইয়া ব্রাহ্ম-

ণের আত্মীয় বন্ধুগণ দাহ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমত সময়ে কোথা হইতে হঠাৎ ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা আলুলায়িতকেশা, জীর্ণশীর্ণা, পাগলিনী প্রায় এক রমণী উপস্থিত। এই সেই ব্রাহ্মণের প্রথম ধর্ম্মপত্নী, তিনি স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ মতি ভক্তি রাখিয়া যাবজ্জীবন দুঃখিনী বেশে কাল কাটাইয়াছেন, এক্ষণে স্বামীর মৃত্যু শুনিয়া সহমৃতা হইতে আসিয়াছেন বলিলেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে মৃতের বন্ধুগণ তাঁহাকে স্নান করাইয়া এবং বিবাহার্থিনী কন্যার ন্যায় নূতন বস্ত্র ও মাল্য চন্দনাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া দিলেন। তিনি চিতারোহণ পূর্ব্বক স্বামি-শব আলিঙ্গন করিয়া তাহার ওষ্ঠে ওষ্ঠ স্থাপন করিলেন। হা! যে স্বামী তাঁহাকে নিষ্ঠুররূপে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত করিল, এই পৃথিবীতে তিনি তাহার প্রতি প্রণয় প্রদর্শনের এই প্রথম ও শেষ সুযোগ পাইলেন। দেখিতে দেখিতে ধূম বহ্নি প্রবলরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং উভয়ের দেহ এক সঙ্গে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিল!!

'করোনা, করোনা সবে মোরে নিবারণ,
আমি পাগলিনী নহি, বটি অভাগিনী,
ক্ষীণ দেহ হীনবস্ত্র দরিদ্রলক্ষণ,
ব্রাহ্মণ মরেছে করে মোরে অনাথিনী।

চিতায় উঠিব, এই শরীর ছাড়িব,
কারে বলে সুখ কভু নাহি জানি আমি,
ইহ কাল গেল দুঃখে, পরেতে ভুঞ্জিব,
যাব অমরের পুর, যথা গেলা স্বামী।

নির্দ্ধন, নির্দ্দোষ, ছিল জনক আমার
স্নেহেতে দেখিত মোরে পরম সুন্দরী,
তাই দেখি শুনি বড় ঘরে ব্যবহার
বাঁধিয়া দিলেন কন্যা সমর্পণ করি।

পতি হল অন্যমন দুঃখিনীর প্রতি,
না জানি দেখিল মোরে কি অশুভক্ষণে,
সুখ, দুঃখ, হর্ষ, শোক অদৃষ্টের গতি!
পাঠাইয়া দিল মোরে পিতার ভবনে।

পিতায় কুটীরে আসি করিলাম বাস,
(ক' দিন ছিলাম আমি শ্বশুরের ঘরে?)
যত পড়শিনীগণ করে উপহাস,
কতরূপ অপবাদ রটাইল পরে।

জনক আমার ছিল বিগত যৌবন
সতত ব্যাধির কোপ তাঁহার শরীরে,
সেবিলাম যত্নে; হলে বিগত জীবন,
ভাসাইনু তাঁর ভস্ম ব্রাহ্মণীর† নীরে।

বিধাতা হইলে বাম কেবা রাখে আর,
পৃথিবী হইল শত্রু, আমি অকিঞ্চন,
চাহিলে না দেয় ভিক্ষা, করে "মার! মার!"
ফল মূল খেয়ে কাটি ঘৃণিত জীবন।

মোরে ত্যজি স্বামী অন্য বরিল গৃহিণী,
তনয় তনয়া তার হল অতঃ পর,
কিছু দিন সুখভোগে যাপিল সতিনী,
ভাগ্যবতী রাখি পতি গেল লোকান্তর।

আমি পুন দাঁড়াইনু প্রাণনাথ পাশে,
করিনু বিনয় স্তুতি করিতে গ্রহণ,
পায়ে ধরি মাথা কুড়ি, স্বামী মোর হাসে;
কহে "লো প্রেতিনি! যাও যমের সদন"

এবে পূর্ণ বয়স পাইয়া প্রাণনাথ
ধন পুত্র রাখি পাছে গেছে স্বর্গপুর;
আমি তার আদি ভার্য্যা, যাব পতি সাথ,
দেহ মোরে তৈল, নব বসন, সিন্দুর।"

শুনি মহিলার বাণী বিস্মিত সকলে
আনি দিল দ্রব্য সব যথা প্রয়োজন;
আত্ম অভিষেক সতী করি নদীজলে,
করে অঙ্গরাগ নববরিকা যেমন।

† উৎকল দেশের নদী।

উঠিল চিতায় ধনী সহাস্য বদনে,
জড়াইল বাহুপাশে নিদয়ের শব,
অধরে অধর দিল ;অনল দহনে
হল ভস্মে একীভূত ; ধন্য লোকে রব !

রা * * ।

আশ্চর্য্য মৎস্য দল।

করাত মৎস্য এক প্রকার হাঙ্গর জাতীয়। ইহার মুখে যে করাত খানি আছে তাহা কাট চিরিবার জন্য নয়, খাদ্য জন্তু শিকারের জন্য।

* ছোট নাগপুর কোন মাননীয় বন্ধু হইতে প্রাপ্ত। প্রেরিত ইংরাজী অংশটী যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে।

হাঙ্গর যেমন কাহাকে কামড়াইয়া ধরিলে হাড় অবধি কাটিয়া ফেলে, ইহার করাতের কাঁটার তেমনি ধার। ইহা দ্বারা সে কখন জাহাজ বিঁধে এবং তিমি মৎস্যের বৃহৎ শরীর ক্ষত বিক্ষত করে। এই মৎস্যের মুখ যেরূপ ক্ষুদ্র এবং সরু তাহাতে এই অস্ত্র খানি না থাকিলে কোন রূপে আহার সংগ্রহ করিতে পারিত না।

কিরীচ মৎস্য আরো ভয়ঙ্কর। ইহার উপরের ঠোঁট ক্রমশঃ সূঁচলো হইয়া কখন কখন ২।৩ হাত দীর্ঘ হয়। ইংলণ্ডের উপকূলে কখন কখন ইহা ধৃত হয়। ডানিয়েল নামে এক সাহেব বলেন, সেবর্ণ নদীতে এক ব্যক্তি স্নান করিতেছিল, কিরীচ মৎস্য কর্ত্তৃক আহত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। এই মৎস্য দীর্ঘে ৮।১০ হাত দেখা যায় এবং ওজনে ৪০০ পাউণ্ডের (৫ মণের) অধিক হইয়া থাকে। তিমি মৎস্যের প্রতি ইহারা যার পর নাই অত্যাচার ও শত্রুতা করে। তিমি দেখিলেই ইহারা আক্রমণ করিতে ধাবমান হয়। কখন ৪।৫টা একত্র হইয়া তিমিকে আঘাতে আঘাতে অস্থির করিয়া ফেলে। ইহারা এক এক সময় তিমি মৎস্য ভ্রমে জাহাজে কিরীচ ফুটাইয়া দেয় এবং জাহাজ ফুটা করিয়া জলমগ্ন করিয়া ফেলে। এক খানি জাহাজ ফুটা করা সামান্য বলের কার্য্য নহে। জাহাজের তলায় তামার পাত মারা থাকে, তাহার পর কত পুরু কাট! কিন্তু কিরীচ মৎস্যের তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মুখে সে সকলি বিদীর্ণ হইয়া যায়। কিরীচ মৎস্য কর্ত্তৃক ক্ষত কাষ্ঠ অনেক চিত্রশালিকায় আছে। ইউফিমিয়া নামক এক খানি জাহাজ ব্রেজিল অভিমুখে যাইতেছিল, তাহা এই জাতীয় এক মৎস্যের কিরীচে বিদ্ধ হইয়া সছিদ্র হইয়া যায়। মৎস্যের কিন্তু দুর্ভাগ্য, জাহাজে কিরীচ খানি ভাঙ্গিয়া রাখিয়া তাহাকে বিদায় লইতে হইয়াছিল। এই ভগ্ন কিরীচ খানি দীর্ঘে প্রায় এক ফুট এবং প্রস্থে ২ বুকল হইবে। কিরীচ তিমি মৎস্যের গায় বিঁধিয়া অনায়াসে ছাড়াইয়া লওয়া যায়, কিন্তু জাহাজে বিঁধিয়া গেলে টানিয়া বাহির করা সহজ নহে। যাহাহউক অনেক জাহাজ সমুদ্রে হঠাৎ ফুটা হইয়া যায়, তাহার কারণ অবধারণ করিতে পারা যায় না; ইহা যে কিরীচ মৎস্যের কাণ্ড তাহার সন্দেহ নাই।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম নিউ ইয়র্ক নিবাসিনী কুমারী এলিজেবেথ বিজ্ঞানের নূতন অনুসন্ধানার্থ আমেরিকার বিজ্ঞানোন্নতি বিধায়িনী সভায় এক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন এবং যত দিন জীবিত থাকিবেন, প্রতি বর্ষে এই দান দিবেন অভিলাষ জানাইয়াছেন।

২। বামাকুল হিতৈষী মৃত মহাত্মা জন ষ্টুয়ার্ট মিল যে উইল করিয়া গিয়াছেন তাহাতে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের মধ্যে যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগকে 'ডিগ্রী' উপাধি দেওয়া হইবে, তাহাতে ৩০,০০০ টাকা এবং সেই বিদ্যালয়ে কেবল ছাত্রীদিগের বৃত্তি দান জন্য ৩৩,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতার লর্ড বিসপ পঞ্জাবের বালিকা বিদ্যালয় সকলের জন্য এক কালীন ১০০ টাকা দান করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি লর্ড বিসপ ও তাঁহার ভগিনী বিবী মিলম্যানের যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়।

৪। কিছুদিন হইল পূর্ণিয়ার উত্তরাংশে জম্বু বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টির সহিত এত ছোট জাম পড়িয়াছিল যে, তাহাতে মাঠ ঘাট, পথ ছাইয়া যায়। পুষ্প বৃষ্টি রক্ত বৃষ্টি, মৎস্য বৃষ্টির কথা শুনা আছে, জম্বু বৃষ্টি এই নূতন শুনা গেল।

৫। আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা পুরুষের পরিচ্ছদ পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঈশ্বর স্ত্রী ও পুরুষের আকৃতি বিভিন্ন করিয়াছেন, কিন্তু ইহারা বোধ হয় তাহা স্বীকারে প্রস্তুত নহেন। এত বাড়াবাড়ী ভাল নয়।

৬। ২৫ সেপ্টেম্বর মান্দ্রাজে প্রথম বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কন্যাটীর নাম পুঙ্গাব অমাল, বয়স ১৩ বৎসর। বরটীর নাম বিচুর সুব্রামানিয়া মুদেলিয়ার, বয়স ২৫ বৎসর। বিধবা বিবাহ ক্রমে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতে চলিল, আর কেহ ইহা বন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না।

৭। ভাওলপুরস্থ কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন গত ২৩ সেপ্টম্বর বুধবার প্রত্যূষে টেবিলের গোল পায়ার মত একটী আলোক স্তম্ভ আকাশের পূর্ব্ব ভাগে হঠাৎ দৃষ্ট হয়, তাহা অগ্নি শিখা উদ্গীরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে, কিন্তু কোন প্রকার অনিষ্টপাত করে নাই। ইহার প্রভাবে উষার গোধূলি সময় হঠাৎ মধ্যাহ্নের ন্যায় আলোকময় হইয়া উঠে। আলোক স্তম্ভ এত বেগে বায়ু মধ্য দিয়া যায়, যে তাহাতে বজ্রধ্বনি অপেক্ষা গম্ভীর নাদ শ্রুত হয় এবং চলিয়া গেলে একটী প্রবল বাত্যা উত্থিত হয়।

৯। বৃশ্চিক দংশনের আশ্চর্য্য ঔষধ—ক্ষত স্থানে দেশীয় মাছি রগ্‌ড়াইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার উপশম হয়।

বামাগণের রচনা।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত।

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক উপকারী। একজন সাধুর পবিত্র জীবন তাঁহার উপদেশ অপেক্ষা শতগুণ ফল প্রদান করে। কিন্তু সকলের সাধু সহবাস সকল সময় ঘটিয়া উঠে না, আর ঘটিলেও একজন লোকে সর্ব্বপ্রকার গুণের একত্র সমাবেশ প্রায় দেখা যায় না, এই নিমিত্ত বর্ত্তমান ও বিগত মহাপুরুষদিগের জীবন চরিত পাঠ করিলে মহোপকার সাধিত হয়। মহানুভব ব্যক্তিরা আপন আপন জীবনের উদ্দেশ্য সাধনার্থ কিরূপ অসাধারণ যত্ন পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং নানা প্রকার বিঘ্ন বাধা কিরূপ অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিয়াছেন তাহা অবগত হইলে তাহাদিগের সেই সকল গুণ অনুকরণ করিবার ইচ্ছা স্বভাবতই মনে উদয় হয় ও সেই সকল আদর্শ সহস্র উপদেশের কার্য্য করে এই জন্য অদ্য আমরা স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিব, বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট কি গুরুতর ঋণে বদ্ধ আছে তাহা জানা অত্যন্ত আবশ্যক। ইনি ১৭৭৪ খ্রীঅব্দে এই বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর মাতা বুদ্ধিমতী, সুশীলা, ধর্ম্মপরায়ণা এবং পিতা মাতা উভয়েই ঘোর পৌত্তলিক ছিলেন। রামমোহন রায় প্রথমে বাঙ্গালা পাঠশালায় প্রেরিত হন, তৎকালে বঙ্গভাষা ও পাঠশালা সকল অতি দুরবস্থাপন্ন ছিল, তথাপি তিনি স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষায় আশাতীত অধিকার লাভ করিয়া, আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষার্থে পাটনা নগরে প্রেরিত হন। আরব্য ভাষায় অনুবাদিত অরিস্টটল ও ইউক্লিডের গ্রন্থ পাঠ কালে হিন্দু ধর্ম্মের যথার্থতা বিষয়ে তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তথাকার পাঠ সমাপ্ত করিয়া কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে গমন করিলেন, বেদ বেদান্ত উপানিষদ প্রভৃতি গ্রন্থ সকল প্রগাঢ় মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে করিতে প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মের যথার্থতা সম্বন্ধে তাহার হৃদয়ে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান ও সত্যনির্ণয় করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল ও কৃতসংকল্প হইলেন, আর "হিন্দুদিগের উপাসনা প্রণালী" নামে এক খানি পুস্তক প্রচার করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ষোল বৎসর, এই তরুণ বয়সে চিরপ্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে গ্রন্থরচনা করা অতিগভীর চিন্তা ও দুঃসাহসের কার্য্য সন্দেহ নাই। পুস্তক দৃষ্টে সকলেই নিন্দা করিতে লাগিল, এমন কি তাঁহার পিতাও পুত্রকে গৃহবহিষ্কৃত ক-

রিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় কিছুতেই ভীত হইবার নহে, পিতার অসন্তোষে ক্ষুণ্ণ হইয়া সেই কিশোর বয়সে রামমোহন রায় ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিব্বত দেশে উপনীত হইলেন। ভারতস্থ অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় ও বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মমত অবগত হওয়া তাঁহার ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। বৌদ্ধদিগের লামার প্রতি অনুচিত ভক্তি দেখিয়া দুঃখিত হইয়া তাহাদিগের নিকট স্বীয় মত প্রচার করিলেন। অনেকে তাঁহার ঘোর বিপক্ষ হইল। এইরূপে তথায় তিন বৎসর যাপন করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। এ দিকে তাঁহার পুত্রবৎসলা জননী তাঁহার অভাবে অতিশয় ব্যাকুল হন, এবং অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করেন, পথে লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। বাটী আসিয়া কিছু কাল প্রগাঢ় অধ্যবসায় সহযোগে ভারতবর্ষীয় প্রধান ২ শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করায় ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার মত অতীব উচ্চ হইয়া উঠিল। পরে ইংরাজী লাটীন গ্রীক প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮০৩ খৃ অব্দে তাঁহার পিতা রামকান্ত রায় পরলোক গমন করায় তাঁহার উপর পরিবারের ভার পতিত হইল এবং কোন গোপনীয় পৈত্রিক সম্পত্তির স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া রঙ্গপুরের কালেক্টর ডিগবি সাহেবের অধীনে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। এখানে তাঁহার অলোকসামান্য গুণ অধিক দিন অপ্রকাশিত রহিল না। ডিগবি সাহেব তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিয়া তৎকালীন আমলাগণকে যে সকল কঠিন আদব কায়দার নিয়ম পালন করিতে হইত রামমোহন রায়কে তাহা হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। শীঘ্রই তিনি দেওয়ানি পদে উন্নমিত এবং ডিগবি সাহেবের সহিত বন্ধুতা সূত্রে-বদ্ধ হইলেন। ক্রমে রঙ্গপুর ভাগলপুর রামঘর প্রভৃতি স্থানে কর্ম্ম করিয়া ১৮১৪ খৃ অব্দে কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দেশের যে মহৎ অভাব দূর করিতে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এক্ষণে প্রকৃত পক্ষে তাহাই সাধন করিতে নিযুক্ত হইলেন। একটি 'উদার উপাসনা প্রণালী সংস্থাপন'—কলিকাতায় আসিয়া বীরোচিত সাহসের সহিত এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে রাশি রাশি বিঘ্ন বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীয় উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত হইবার নহেন। প্রথমে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত ঘোর তর্ক উপস্থিত হইল। পরে সাধারণের ধর্ম্মালোচনার জন্য "আত্মীয় সভা" নামে একটি সভা হইল। নগরের প্রধান প্রধান অনেক লোক যোগ দিলেন, কিন্তু ঐ সকল লোকের মধ্যে অনেকেই সভার উন্নতির আকাঙ্ক্ষায়

আসেন নাই। এইজন্য অল্প দিন পরেই ঐ সভা উঠিয়া গেল। পরে একটি প্রকাশ্য সভায় রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি কতিপয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত রামমোহন রায়কে তর্কে পরাজয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অসাধারণ ধী এবং তর্ক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ সকলকেই পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি একাকী সমর ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইলেন, যাঁহারা সহায়তা করিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিলেন। ১৭৫০ শকে যোড়া সাঁকো কমল বসুর বাটীতে রামমোহন রায় তাহার চির অভিলষিত 'একটী সাধারণ উপাসনালয়' স্থাপন করেন। পরে তিনি ও তাঁহার সহযোগীগণ বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ গৃহ ক্রয় করিয়া ১৭৫১ শকে ১১ মাঘ দিবসে বিধিপূর্ব্বক সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই রূপে এই অসামান্য শক্তি সম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা ঘোরান্ধকারাচ্ছন্ন ভারত ভূমিতে সত্যের বীজ বপন করিলেন। যাহার জন্য পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব সকলের নিকট লাঞ্ছিত হইয়া অসীম পরিশ্রম সহকারে হিন্দু শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন ও নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা এখন সুসিদ্ধ হইল। যে বৎসর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসরই সতীদাহ নিবারিত হয়। যে সকল ব্যক্তির উদ্যোগে এই নিয়ম বিধি বদ্ধ হয়,তন্মধ্যে রামমোহন রায় এক জন প্রধান। ১৭৫২ শকে তিনি ইংলণ্ড গমন করেন। ইতিপূর্ব্বেই পত্রাদি দ্বারা ইংলণ্ডীয় অনেক প্রধান লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহার উন্নত ও মহৎ কার্য্য সকল দূরস্থ ইংলণ্ডীয় ব্যক্তি দিগেরও চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। আর তাঁহারাই রাজার মর্য্যাদা অনুভব করিবার উপযুক্ত ছিলেন, অজ্ঞান স্বদেশীয়গণ তাহার যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারে নাই। দিল্লীপতির মসহারা বৃদ্ধি তাঁহার ইংলণ্ড গমনের একটি উদ্দেশ্য, তিনি বাদসাহ কর্ত্তৃক রাজা উপাধি পাইয়া রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ ইংলণ্ডে উপনীত হইলেন। তথায় তিনি পরম সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বলোক-হিতৈষিতা ও প্রগাঢ় ধর্ম্মমত দেখিয়া ইংলণ্ডীয় ব্যক্তিরা অতিশয় আনন্দিত হৃদয়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি প্রায় যাবতীয় প্রধান প্রধান স্থানে উপস্থিত হইয়া সকল প্রকার লোকের সহিত পরিচিত হইতেন এবং বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। ফ্রান্স সম্রাট ১৮ দশ লুই তাঁহাকে অতিশয় সমাদর ও শ্রদ্ধা করেন এবং অন্যান্য রাজনীতিজ্ঞেরাও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সমাদর করেন। ফ্রান্স দেশে হইতে প্রত্যাগত হইয়া ব্রিষ্টল নগরে কয়েক দিন অবস্থিতি না করিতে করিতেই জ্বর রোগাক্রান্ত হইলেন। দুই জন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিধিমতে চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই

কিছু হইল না। ১৮৩২ খৃ অব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ভারতালঙ্কার রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

পীড়ার অবস্থায় তিনি সর্ব্বদাই ধ্যানযুক্ত থাকিতেন।

শ্রী অন্নদায়িনী সরকার।*

* বামাহিতৈষিণী সভায় পঠিত হয়।

আমার বয়স্যার আশ্চর্য্য মৃত্যুর বর্ণনা।

স্বর্ণলতা সুললনা স্থল পদ্মমুখী।
প্রসবিয়া দিব্যজ্ঞানে মুদিয়াছে আঁখি॥
প্রসবের কালে কিছু কষ্ট পেয়েছিল।
প্রসবি অমুক * বলে কাঁদিতে লাগিল॥
সকলে নিষেধ করে অমঙ্গল ভয়ে।
তিনি ভাবিছেন ভয় গেল এড়াইয়ে॥
দৈবজ্ঞানী মানবিনী এমন না দেখি।
বোধ করি শাঁপে জন্মে ছিল পদ্মমুখী॥
নচেৎ মানব দেহে হেন সাধ্য হয়,
ছয় মাস পূর্ব্বে নিজ মৃত্যু কথা কয়?
মরিবার বহু পূর্ব্বে আমাদের কাছে।
নানা রূপ দৈব কথা কহিয়া গিয়াছে॥
এমন্ কি ঘরে এসে যাইবার কালে।
শেষ দেখা হল বলে বাড়ী গেল চলে॥
প্রাণাধিক আন্তরিক ভালবেসে ছিল।
সে কারণে মনে এত কষ্ট দিয়ে গেল॥
ছদ্মবেশে স্বামী বাসে লক্ষ্মী এসেছিল।
স্বাধীন হইয়া চির কাল কাটাইল॥
ধন্য নারী পুণ্যবতী অবনীতে আসি।
স্বামী পুত্র বর্ত্তমানে হলো স্বর্গবাসী॥
মরিবার কালে কত শীলতা করিল।
শাশুড়ীর পদধূলি মস্তকেতে দিল॥
চরমে চরণামৃত নিজ হাতে নিল।
সেবন করিয়া দুটি নয়ন মুদিল॥
ঈশ্বরের কাছে সদা এই ভিক্ষা চাই।
অন্তে যেন মোরা সবে সেই পদ পাই॥

সন১২৮০ সাল
তারিখ ১৭ই বৈশাখ

শ্রীমতী ক্ষীরোদ কামিনী দেবী।
সাং মুড়াগাছা জেলা নদিয়া।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः

১২৩ সংখ্যা | কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১২৮০ | ৯ম ভাগ

নলিনী।

অথবা

উড়িষ্যা রাজকন্যা।*

প্রায় ৬০ বৎসর বিগত হইল, পিলিবিট্ নগরী ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ রাজের রাজধানী ছিল। নির্দ্দিষ্ট বেতনে দেশীয় লোককে কার্য্যে নিযুক্ত রাখায় ব্যয়বাহুল্য বিবেচনায় তখনকার ব্যবস্থাপক সমাজ ভারত বাসীগণকে দাসত্বে নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পীড়নকর দাসত্বের ব্যবস্থাপনে কি বিদেশীয় সদাশয় ইংরাজ, কি দেশীয় ভদ্রলোক সর্ব্বজনেরই মনে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি হতশ্রদ্ধা ও বিরাগ জন্মিয়াছিল। প্রজাগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিল। ১৯১৬ খৃঃ অব্দের জুন মাসে সেই নিদারুণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, এক বৎসর কাল অতীত হইয়া গেল, তথাপি ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এমত কি যে সকল সাধুভাবাপন্ন সংবাদ পত্রে সেই ব্যবস্থার প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদিগের শাসনের জন্য জনৈক সম্পাদক ও কতিপয় মুদ্রাঙ্কণকারী কারাবাসে প্রেরিত হইল। এতদ্দর্শনে সাধারণ জনগণ কোপে প্রজ্বলিত হইল। বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন হইল। চতুর্দ্দিক হইতে পতাকাভিমুখে লোকপ্রবাহ ধাবমান্ হইতে লাগিল। ঘোর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

* বাবু শশীচন্দ্র দত্ত কৃত "ষ্ট্রে লিভ্‌স্" নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

ব্রিটিশরাজ সেই অগ্নি আরও প্রদীপ্ত করিয়া দিলেন। "গবর্ণমেণ্ট এড্‌ভোকেট" নামক কোন সংবাদ পত্রে একটী প্রবাদ প্রকাশিত হইল, তাহাতে রাজপুরুষগণ এরূপ মত প্রকটন করেন, যাহাতে বিদ্রোহীগণের অপমান বোধ হয় এবং তাহাদিগের রোষানল দ্বিগুণতর উত্তেজিত হইয়া উঠে। এই প্রবন্ধটী নিষ্ফল হয় নাই। সেনানী স্যার জর্জ প্রাউডকুটের বীরত্বের উপর ইংরাজগণের সম্পূর্ণ ভরসা ছিল। কুচবেহারের প্রান্তদেশ হইতে তাহাকে বীরভূমে যাইবার আদেশ দেওয়া হইল। সেই স্থলেই বিদ্রোহীগণ একত্রিত হইয়াছিল।

উড়িষ্যার কিন্দারীজাতি চিরকাল বীরজাতি বলিয়া গণনীয়। ভিখুবারিক তাহাদিগের নায়ক ছিলেন। ভিখুবারিক স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়া উঠিলেন "আমার অশ্বারোহীগণকে কাহার সাধ্য পরাভূত করে?" ১৯১৮ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, বঙ্গ বেহার এবং উড়িষ্যার বিদ্রোহীগণ মলহরপুরে একত্রিত হইয়া মন্ত্রণা স্থির করিল। বিদ্রোহীগণ দুইভাগে বিভক্ত হইল। সেনানী গোকুলদাস ত্রিবেদীর কর্ত্তৃত্বাধীনে, বঙ্গ ও বেহারীয় সৈন্যগণ স্থাপিত হইল। অপত্তি সরদার উড়িষ্যাবাসীগণের নিয়ন্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেন।

রণবর্ণনে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। দুর্দ্দম বলে গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে ব্রিটিশসিংহ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বিদ্রোহীগণও বীরত্বমদে উন্মত্ত হইল। প্রথমে ব্রিটিশসিংহের বিক্রম অজেয় বোধ হইতে লাগিল। রাধানগরের দুর্গ তাহার কবলে নিপতিত হইল। শ্রীক্ষেত্রের পবিত্র মন্দির অবাধে লুণ্ঠিত হইল। পার্ব্বত্যনার ক্ষেত্রে অপত্তি সরদারের পরাভবের উপক্রম হইতেছে এমত সময়ে ভিখুবারিক তথায় সমাগত হইয়া ব্রিটিশসিংহকে রণক্ষেত্র হইতে একেবারে দূরীভূত করিয়া দিলেন। ১৯১৯খৃঃ অব্দের শীতকালে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

উড়িষ্যায় জয়রব ঘোষিত হইল। বিপাকে পড়িয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণে অস্বীকার করিলেন। সন্ধি স্থাপন হইয়া বিদ্রোহানলও নির্ব্বাপিত হইল। কিন্তু ব্রিটিশ-রাজ ক্রমে স্বীয় অঙ্গীকার বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। সেই অঙ্গীকার পালনের বিলম্বজন্য নানাবিধ ছল করিতে

লাগিলেন। এমত সময়ে একটী ঘটনা ঘটিল, তাহাতে পুনরায় সমরানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। লক্ষ্মণদাস ক্ষুণ্ণমতি নামে জনৈক সুবিখ্যাত বীরপুরুষ ছিলেন। এই লক্ষ্মণদাসের নলিনী নাম্নী একটী পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। জগুদাস মৈথপো নামক জনৈক সুশ্রী তরুণ বয়স্ক বীরের সহিত তাহার পরিণয় সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। জগুদাস মন্ত্রণায় চতুর ছিলেন, রণে নিপুণ ছিলেন, এবং কার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন। একদা জগুদাস আপন বীরত্ব দেখাইতে ছিলেন, এমত সময়ে ঘটনাক্রমে হঠাৎ সুবেদার বাহাদুর গুপীদাস কর্ত্তৃক তিনি ধৃত হইলেন। গুপীদাসও নলিনীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী। গুপীদাস ইংরেজের অধীনে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রেমবিদ্বেষে প্রজ্বলিত হইয়া তিনি জগুদাসকে ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। জগুদাস কারাবাসে নিরতিশয় নিগ্রহে নিপতিত হইল। তাঁহার চারিদিকে রক্ষী। প্রহরীগণের সহিতও বাক্যালাপ নিষিদ্ধ ছিল।

লক্ষ্মণদাস সবান্ধবে জগুর মুক্তিচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। নিষ্ফল হইয়া গুপীদাসের নিকট হইতে দূতগণ ফিরিয়া আসিতে লাগিল। লক্ষ্মণদাস নিরাশ হইলেন। জনকের মুখমালিন্য দেখিয়া নলিনী বিষণ্ণা হইলেন। কিন্তু তরুণ বয়স্কেরা কখন একেবারে নিরাশায় অভিভূত হয় না। নৈরাশ্যের উপরেও তাহারা আশার ভিত্তি স্থাপন করে। উড়িষ্যা দেশে অনুনাকুল মধ্যেও বীরধর্ম্মের অভাব নাই। নলিনী বীরাঙ্গনার ন্যায় পতির মুক্তি সাধন আশয়ে গৃহত্যাগ করিয়া একাকিনী সন্ন্যাসী বেশে বহির্গত হইলেন। জগুদাসের অন্বেষণে সন্ন্যাসী স্থগিত ফিরিঙ্গিদিগের জনপদে উপস্থিত হইলেন। কি কৌশলে তিনি গুপীদাসের প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহা বিবৃত নাই। তাহাতে এই পর্য্যন্ত লেখা আছে, তিনি গুপীদাসের প্রীতিপাত্র হইয়া ক্রমশঃ জগুদাসের সহিতও আলাপ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। গুপীদাস সন্ন্যাসীকে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ছদ্মবেশী নলিনী সৈনিক বেশ ধারণ করিলেন। সৈনিকবেশে তিনি ক্রমশঃ এতদূর বিশ্বাসভূমি হইয়া উঠিলেন, যে অবশেষে একজন কারারক্ষীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

এই বেশে তিনি জগুর মুক্তি সাধন করিয়া দুইজনে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

ক্রোধান্ধ হইয়া গুপীদাস কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে জগুদাসের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ছোটনাগপুরের শৈলাবলী ক্রমে দেখা দিল। অশ্বারোহীগণ দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কিন্তু জগুনলিনীর অশ্ব অপেক্ষাকৃত দ্রুততর থাকাতে তাহারা শীঘ্র ধৃত হইল না। অবশেষে দম্পতির অশ্ব পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। জগুদাস বীরের ন্যায় ঘোটক হইতে অবতরণ করিলেন। নলিনীর রক্ষার্থ তিনি দণ্ডায়মান হইলেন। জনৈক সবল হাবিলদার তাহাকে আক্রমণ করিল। তুমুল মল্লযুদ্ধে জগুদাস পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। এমত সময়ে নলিনী অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া ছুরিকাঘাতে তদীয় প্রাণেশ্বরের অরাতি-নিপাতন সাধনে কৃতকার্য্য হইলেন। জগুদাস ইত্যবসরে একটী শৈলপার্শ্ব দিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। দুর্ভাগা নলিনী শত্রু হস্তে পতিত হইলেন। পুরুষবেশী নলিনীকে গুপীদাস চিনিতে পারিল না, তাহার নিধন সাধন করিল। নলিনী মুদিতা হইল।

জগুদাসের আশা ছিল, সুন্দরী নলিনীকে গুপী দাস কখন একেবারে প্রাণে বধ করিবে না—তিনি জানিতেন, গুপীদাস নলিনীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী। তিনি ভাবিয়াছিলেন, নলিনী বন্দী হইবে, তাহার ছদ্মবেশ নিরাকৃত হইবে এবং সুন্দরী নলিনীরূপে প্রকাশিত হইয়া গুপীদাসের বাসে আবদ্ধা থাকিবে। এই আশায় নির্ভর করিয়া তিনি লক্ষ্মণ দাসের নিকট উপনীত হইলেন। নলিনীর পিতা সকলি শ্রবণ করিলেন। তাহার দুহিতৃবিয়োগ যন্ত্রণা পুনরায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। জগু দাস মন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মণ দাস রাজগণের সহিত রণে প্রবৃত্ত হইবার জন্য ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ইংরাজেরা অঙ্গীকার পালনে বিলম্ব করিতেছিলেন। এই সূত্রে লক্ষ্মণ দাস ইংরাজগণের সহিত রণ ঘোষণা করিয়া দিলেন। অশীতি হাজার সৈন্য তাহার পতাকাধারীর চতুর্দ্দিকে একত্রিত হইল। পিলিবিট নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৯২১ খৃঃ অব্দের ১৫ই অক্টোবর যমুনা নদীকূলে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ইংরাজগণ সম্পূর্ণরূপে

পরাভূত হইলেন। যুদ্ধ শেষ হইলে দেখা গেল, জগু দাস এবং গুপী দাস পরস্পরের হস্তে নিপতিত হইয়া সমরশায়ী হইয়াছেন।

এই যুদ্ধের সমাপনে উড়িষ্যার স্বাধীনতা ঘোষিত হইল। ১৯২২ খৃঃ অব্দের ১৩ই জানুয়ারী এই স্বাধীনতা প্রচারিত হইয়াছিল। পিলিবিট্ নগরীতে এই স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় নাই। ব্রিটিস্ রাজ অনেক বার তাহার উচ্ছেদের জন্য প্রয়াস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে সে চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অতঃপর উড়িষ্যার একটী সাধারণ তন্ত্র রাজ্য সংস্থাপিত হইল।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

কিপ্রকার বস্ত্র পরিচ্ছদের নিমিত্ত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, এ বিষয় বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে বঙ্গদেশে কার্পাস বস্ত্রই প্রধান, পশমি অধিক ব্যবহারের আবশ্যকতা নাই। অত্যন্ত শীতের সময়েও বোধ হয় একটি পশমি বস্ত্রের জামা ব্যবহার করিলেই শরীর যথেষ্ট উষ্ণ থাকে। পশমি বস্ত্রের মধ্যে ফ্লানেল অতিশয় উষ্ণ। সাধারণের পক্ষে ইহা ব্যবহার করা বিশেষ আবশ্যক বোধ হয় না, কিন্তু রোগীদিগের পক্ষে বিশেষতঃ বাতরোগ বা কাশরোগে পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে ইহাতে অনেক উপকার হয়। ফ্লানেলের প্রধান গুণ এই যে হঠাৎ বায়ুর পরিবর্ত্তন হইলেও ইহা শরীরের সাম্যাবস্থা রক্ষা করে। অনেকে কার্পাস বস্ত্রের উপর ফ্লানেল ব্যবহার করেন, তাহাতে ইহা অতিশীঘ্র ময়লা হয় না। তাহাতে আর একটী উপকার, অনেকের শরীর এমনই কোমল যে শরীরে ফ্লানেলের ঘর্ষণ দ্বারা কষ্ট বোধ হয়, এরূপ করিলে কষ্ট হয় না। কিন্তু যাহারা গাত্রের উপরেরই ফ্লানেল ব্যবহার করিতে পারেন, তাহাদের কোন হানি হয়না। শরীর হইতে বাষ্পোদ্গম দ্বারা যে মলভাগ সর্ব্বদা নির্গত হইতে থাকে তাহা ধারণ করিতে ফ্লানেলের ন্যায় কোন বস্ত্রই যোগ্য হইতে পারে না, কিন্তু তাহা হইলে উহা শীঘ্র ময়লা হয় এবং পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করিতে হয়। কেবল অত্যন্ত শীতের সময়েই উষ্ণবস্ত্র ব্যবহার

করিলেই যথেষ্ট হয় না। ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় অঙ্গকে সাম্যাবস্থায় রক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। শীতের আরম্ভে, শীতের শেষে এবং বর্ষাকালে বায়ুর অত্যন্ত পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, সেই সকল সময় শরীরকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

পরিচ্ছদ বিষয়ে আর একটী নিয়ম বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক। সেটী এই যে, সকলের পক্ষেই বিশেষতঃ গর্ভিণী নারী ও শিশু দিগের পক্ষে পরিচ্ছদ শিথিল হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ যথেচ্ছক্রমে অঙ্গচালনার ব্যাঘাত না হয়, এ বিষয়ে সাবধান হইয়া পরিচ্ছদ ব্যবহার করা উচিত। অনেকে মনে করেন যে কটিদেশ দৃঢ় রূপে বন্ধন করিলে মধ্যদেশ ক্ষীণ হইয়া অঙ্গের সৌষ্ঠব হয়, গর্ভিণীদিগের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, সেইরূপ করাতে গর্ভস্থ সন্তান উদরের উপর দিকে উঠিয়া কষ্ট দিতে পারে না, আপন স্থানেই থাকে। এ সকল নিতান্ত ভ্রম। কটিদেশ দৃঢ় বন্ধনের ফল এই যে তাহাতে রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত হইয়া পাকাশয়াদি স্থানের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুচারু রূপে সিদ্ধ না হওয়াতে অজীর্ণতাদি দোষ হয়, গর্ভিণীদিগের নানাপ্রকার গর্ভবেদনা উপস্থিত হয়, গর্ভস্থ সন্তানের যথেষ্ট পরিপোষণ না হওয়াতে তাহার নানাপ্রকার অনিষ্ট হয়, এমন কি গর্ভস্রাব পর্য্যন্ত হইতে পারে। শরীরের যে কোন অঙ্গেরই হউক, রক্ত-সঞ্চালনের ব্যাঘাত হইলে সেই অঙ্গের অবশ্যই হানি হইবে। শিশুদিগের অঙ্গ সকল শীঘ্রই বর্দ্ধিত হয় ও তাহাদিগের কোমল শরীরে অল্পেতেই অধিক হানি হইবার সম্ভাবনা, এবং তাহাদিগের কোন কষ্ট হইলে তাহারা আপনারা তাহা মোচন করিতে, বলিতে বা নিশ্চয় করিতে অক্ষম এই জন্য তাহাদিগের পরিচ্ছদ বিষয়ে গৃহিণীদিগের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

যে জুতার সম্মুখ সুপ্রশস্ত তাহাই সকলের পক্ষে বিশেষতঃ শিশু দিগের পক্ষে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, নতুবা অঙ্গুলি সকলে ফোস্কা হয় এবং জুতা কসা হইলে সমস্ত পায়েরই কষ্ট হয়। বুট জুতা ব্যবহার করিলে পায়ের গাঁট ও উপরিভাগ হীনবল হয়। খড়ম ব্যবহার করিলে অঙ্গুলির মধ্যে কড়া পড়ে, বৃদ্ধাঙ্গুলির বলহানি হয় ও অল্প অসাবধান হইলেই

পতনাশঙ্কা। অতএব সুপ্রশস্ত-মুখ কোমল চর্ম্মের পাদুকা ব্যবহার করাই শ্রেয়।

পরিচ্ছদের শোভার বিষয়ে বিশেষ কোন কথাই বলিবার আবশ্যকতা নাই, কেননা স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদের অনেক পরিবর্ত্তন হওয়া এবং পুরুষ দিগেরও পরিচ্ছদের রীতি নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। যত দিন তাহা না হয় পরিচ্ছদের শোভার বিষয়ে কোন কথা উল্লেখ করা বৃথা। কিন্তু যখন আটপরে পরিচ্ছদে কেহ বাটী হইতে বহির্গত হয় না এবং যখন নিয়মিত কার্য্যের নিমিত্ত যেরূপ পরিচ্ছদে বাটী হইতে অন্যত্র গমন করা যায়, সেরূপ পরিচ্ছদে লোকবিশেষর নিকট বা বিশেষ কার্য্যস্থলে উপস্থিত হওয়া যায় না, তখন সপ্রমাণ হইতেছে যে যে রীতি প্রচলিত তাহার মধ্যেই শোভা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। বাটীতে থাকিলে অষ্টপ্রহর যে পরিচ্ছদ ব্যবহার করা যায়,তাহাকে আটপরে বলে। আটপরে কাপড় শীঘ্র ছিঁড়িয়া না যায় এই জন্য নিতান্ত সৌখীন বাবু ব্যতীত প্রায় সকলেই তাহা কিছু ঘন ও দৃঢ় করিয়া থাকে। সেই রূপ ঘনত্ব ও দৃঢ়তা বাহিরে যাইবার পরিচ্ছদে এবং পোশাকি পরিচ্ছদেও থাকা উচিত। শোভা কিসে হয় তাহা যথার্থ বিবেচনা করিতে না পারিয়া বস্ত্রের সূক্ষ্মতা দ্বারা মাকড়সার জালকে উপহাস করিতে গেলে পৌরুষ হয় না। শোভার মূলকারণ সুবিধা। যে পরিচ্ছদ ব্যবহার করিলে কোন প্রকার অসুবিধা বা অস্বচ্ছন্দতা বোধ হয় তাহা কদাচ শোভনীয় নহে। ব্যবহার অর্থাৎ চলিত রীতি শোভার শাসন, কিন্তু সেই চলিত রীতি নিয়তই সুবিধার পরতন্ত্র, কদাচ ইহার বিরোধী নহে। পরিচ্ছদ বিষয়ে ব্যবহার অতি শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু ব্যবহার যেমনই হউক, পরিচ্ছদ ব্যবহারের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিপ্রায়ের উপরোধে যে সকল নিয়ম পালন করা আবশ্যক, অগ্রে তাহা করিয়া পরে শোভার নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য।

তাজমহল।

পাঠিকাগণ! তাজমহল নামক পরমাশ্চর্য্য রমণীয় প্রাসাদ বোধ করি তোমরা অনেকেই দর্শন কর নাই। পৃথিবীর অন্য কোথাও এরূপ মনো-

হর সৌধ বিদ্যমান নাই। তাজমহলের সৌন্দর্য্যে মন একেবারে বিমোহিত হয়। ইহার উপরে মহামূল্য উজ্জ্বল প্রস্তরে যে সকল কারু কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা যারপর নাই মনোহর। মনুষ্য-হস্ত ইহা অপেক্ষা সুন্দর বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারে কি না সন্দেহ। একজন বিদেশীয় ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন, "তাজমহলের শোভা সন্দর্শন করিয়া যাহার চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু বর্ষণ না হয়, তিনি অতি কঠিন হৃদয়।" অপর একজন ইউরোপীয় পর্য্যটক লিখিয়াছেন "যদি এদেশে আসিয়া আমার জন্য কিছুই লাভ না হইত, এক তাজ মহলকে যে দেখিতে পাইয়াছি, তাহাতেই আমি সমুদায় শ্রম ও অর্থ ব্যয় সার্থক মনে করিতাম।" আর একজন বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে তাজের তুলনা মিলে না, তাজের তুলনা তাজ।" তাজের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এরূপ অনেকে অনেক প্রকার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে, তাজ কেমন মনোহর সুন্দর প্রাসাদ।

তাজমহল একটী মস্‌জিদ। দিল্লির সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট সাজাঁহা যিনি অত্যুজ্জ্বল মণিমুক্তাখচিত ৬ কোটী টাকা মূল্যের বিচিত্র ময়ূরাসন প্রস্তুত করেন, নূতন দিল্লী মহানগরী ও তাহার উৎকৃষ্ট দুর্গ এবং সুরম্য সৌধ মণ্ডলী যাঁহার কীর্ত্তি, এই পরম মনোহর তাজ মহল প্রাসাদও তাঁহা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি ১৬০০ খৃষ্টাব্দে প্রিয়তমা পত্নী মম্‌ তাজ মহলের সমাধির উপরি গভীর প্রীতির অনুপম প্রমাণ স্বরূপ এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। মম্‌ তাজ মহলের নামানুসারে প্রাসাদেরও অন্যতর নাম মমতাজ মহল ছিল, বোধ হয় তাজমহল সেই মমতাজ মহলের অপভ্রংশ। আগ্রার অনধিক এক ক্রোশ অন্তরে, যমুনা নদীর কূলে তাজ মহল শোভা পাইতেছে। কলিকাতা হইতে আগ্রা নগরীর দূরতা ৪২১ ক্রোশ, বাষ্পীয় শকট যোগে ২৯।৩০ ঘণ্টায় উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে।

তাজমহলের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিবার পূর্ব্বে রাজ্ঞী মমতাজ মহলের সম্বন্ধে ২।১টী প্রয়োজনীয় কথা লেখা আবশ্যক। রাজ্ঞীর পূর্ব্ব নাম বানু বেগম, মম্‌ তাজমহল (ভবন গৌরব) তাঁহার উপাধি; নুর জাঁহা (ভুবন জ্যোতিঃ) তদীয় অন্যতর উপাধি। রাজ্ঞীর ৪ পুত্র ও ৪ কন্যা ছিল। কনিষ্ঠ কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে দুঃসহ প্রসব বেদনায় তিনি ইহ লোক পরি-

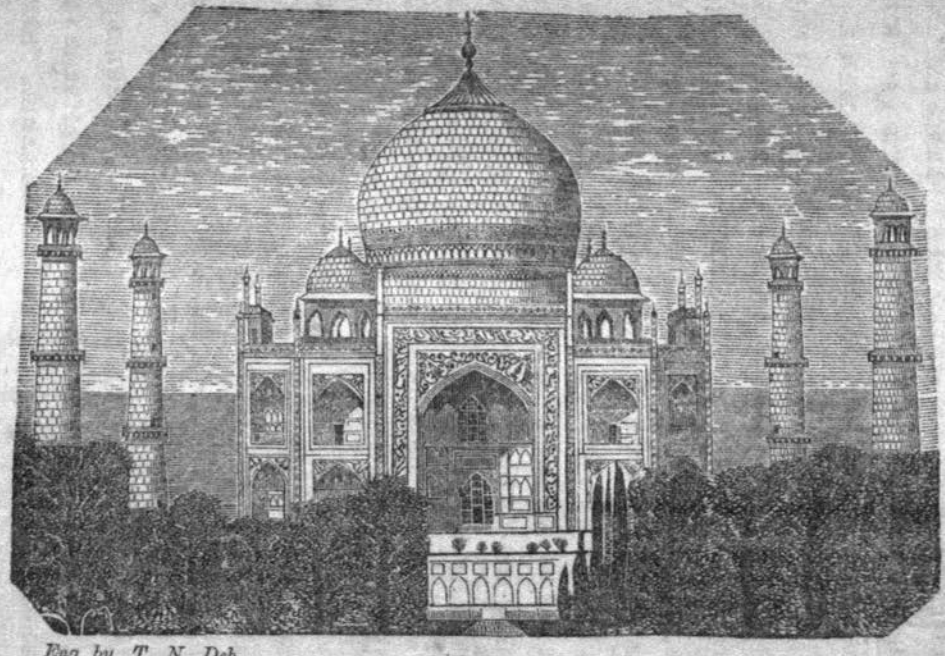

Eng by T. N. Deb.

তাজমহল।

ত্যাগ করেন। ১০৪০ সালে অথবা ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে মম্ তাজের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় সম্রাট সাজাঁহার শোকের পরিসীমা ছিল না। মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজ্ঞী স্বামীকে এই কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন। "রাজন্! সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে সর্ব্বদাই আমি তোমার সঙ্গে বাস করিয়াছি। ঈশ্বর তোমাকে মহারাজ করিয়া ভূমণ্ডলের উপর আধিপত্য করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। তোমার নিকটে আমার ২টী বিশেষ প্রার্থনা আছে। এই ক্ষণ আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব, আশা করি তুমি এই দুইটী কথা পালন করিবে। প্রথম, পরমেশ্বর তোমাকে ৪ পুত্র, ৩ কন্যা দান করিয়াছেন, তুমি আর বিবাহ করিও না। দ্বিতীয় আমার সমাধির উপরি এমত সুন্দর এক মন্দির নির্ম্মাণ করিবে, যাহা পৃথিবী কখন দেখে নাই।"

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে তাজমহল নির্ম্মাণের উদ্যোগ হয়। ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত বিবিধ মূল্যবান্ প্রস্তর ও মার্ব্বেল (শ্বেতপ্রস্তর) সংকলন করা হয়। তুরুস্কের সুলতান্ প্রসিদ্ধ স্থপতি ঈশা মহম্মদ এস্তেফিকে সম্রাট সা জাহাঁর নিকট প্রেরণ করেন। উক্ত স্থপতি বর্ত্তমান তাজের এক দাকময় আদর্শ প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাজ নির্ম্মাণের জন্য যে সকল কারিকর বিবিধ দেশ হইতে আনীত হইয়াছিল, তাহাদের প্রধান ব্যক্তিদের নাম যথা ১ম, ঈশা মহম্মদ, মাসিক বেতন ১০০০ হাজার টাকা; ২য় সিরাজ নিবাসী আমর নান্নূখাঁ, মাসিক বেতন সহস্র মুদ্রা; ৩য়, বোদ্দাদ নিবাসী মহম্মদ হানিফ, বেতন হাজার টাকা। এতদ্ভিন্ন তুরস্ক পারস্য পঞ্জাব দিল্লি প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক কারিকর আনীত হয়, তাহাদের মধ্যে অনেকের বেতন ১০০ শত হইতে ৫০০ শত পর্য্যন্ত ছিল। তাজ কে নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই, কেহ বলেন তুরস্কের ঈশা মহম্মদ, কেহ বলেন ফ্রান্স, কেহ বলেন ইটালি, কেহ বলেন ফ্লোরেন্সের স্থপতি নির্ম্মাণ করিয়াছে। বিশ হাজার লোক ১৭ বৎসর কাজ করিয়া এই মহৎ ব্যাপারটী সম্পন্ন করে। সামান্য কারিকরেরা অতি অল্পই বেতন পইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রতিদিন আহার মাত্র দেওয়া হইত উপরিস্থ কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারে অনেক সময় তাহারা তাহা হইতেও বঞ্চিত হইত। তখন আগ্রার চতুর্দ্দিকস্থ সামান্য প্রজাদিগের কষ্ট

যন্ত্রণার সীমা ছিল না। তাহাদের একজন আপনার মনের দুঃখ এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন "জগদীশ! আমাদিগের প্রতি সদয় হও, বেগমের সঙ্গে আমরাও মারা পড়ি।"

তাজ নির্ম্মাণের জন্য রাজা এবং নবাবেরা ৯৮, ৫৫, ৪২৬ টাকা, সাজাঁহা স্বয়ং ৮৬০ ৯৭ ৬০ প্রদান করেন। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২ কোটী টাকা ব্যয় হয়। তাজ নির্ম্মাণের জন্য রাজপুতানার অন্তর্গত যোধপুর হইতে শ্বেত প্রস্তর আনীত হয়। নর্ম্মদাতীর হইতে হরিদ্বর্ণ প্রস্তর, ইহার এক বর্গ গজ ৪০ টাকা, চার্কো হইতে কৃষ্ণ মার্ব্বেল, ইহার এক বর্গ গজ ৯০ টাকা; চীন দেশ হইতে কৃষ্টল, ইহার এক বর্গগজ ৫৭০, পঞ্জাব হইতে লেচপর, বোদ্দাদ হইতে কর্ণেলিয়ান, তিব্বত হইতে টার্ণ কোয়েশশ আনীত হয়। সিংহল হইতে লেপিজ লেজলি, যাহার এক বর্গগজ ১০১৫৬, আরব্য এবং লোহিত সাগর হইতে প্রবাল আনীত হয়। বুন্দেল খণ্ড হইতে গাড়্লেট বুন্দেল খণ্ডের অন্তর্গত পান্না হইতে হীরক, জসলমিয়র হইতে প্লাম্পডিং, নর্ম্মদা হইতে বক্এসপার, মার্টিন হইতে ফ্লেনসারষ্টান, গোয়ালির হইতে চুম্বক, পারস্য হইতে লিকস এবং ব্রমি মিসট ও লঙ্কাদ্বীপ হইতে সেপায়াব্ট আনীত হয়। ফতেপুর সিক্রী হইতে শকট যোগে ১১৪০০০ টাকার লোহিত প্রস্তর আনীত হয়। এই সকল ব্যতীত আরও অনেক প্রস্তর পুষ্পাদি নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রায়ই এই সমুদায় দ্রব্যের মূল্য প্রদান করিতে হয় নাই। সম্রাট বিদেশীয় রাজা ও অধীন রাজন্যবর্গ এবং নবাবগণ হইতে উপহার বা নজর স্বরূপ পাইয়াছিলেন।

সুবিস্তীর্ণ ত্রিতল ভিত্তির উপরি তাজমহল নির্ম্মিত। তাজের উচ্চতা ২৯৬ দুই শত ছিয়ানব্বই ফিট। তাহার ৪ কোণে ৪টী মার্ব্বেলের মনোহর (মনুমেণ্ট) স্তম্ভ আছে, ইহার প্রত্যেকের উচ্চতা ২২৫ দুই শত পঁচিশ ফিট। তাজ স্বচ্ছ সুশুভ্রোপলে (উৎকৃষ্ট মার্ব্বেলে) নির্ম্মিত। তাহার উপরি ও অভ্যন্তরে সর্ব্বতঃ নানা বর্ণের বহুমূল্য প্রস্তর খণ্ডে পুষ্পাবলী সংরচিত। এক২টী পুষ্পদল নির্ম্মাণে ৩০।৪০ প্রকার বর্ণের ভিন্ন ২ সূক্ষ্ম প্রস্তর সংযোজিত হইয়াছে। বর্ণ সকল এ রূপ যথাযোগ্য স্থানে সন্নি-

বেশিত হইয়াছে, উপল খণ্ডগুলি পরস্পর এরূপ গাঢ় সংযুক্ত রহিয়াছে যে প্রস্তরের যোড়া বলিয়া কেহ সহসা অনুমান করিয়া উঠিতে পারে না। যেন একটী বৃহৎ প্রস্তরক্ষেত্রে রাশি২ স্বর্গীয় ফুল বিকশিত হইয়া দর্শকদিগের নয়ন মন হরণ করিতেছে। এরূপ সহস্র২ পুষ্প ও লতা পল্লব তাজের গাত্র উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। এ সকলকে নিপুণ চিত্রকরের সূক্ষ্ম তূলিকায় সুচিত্রিত বলিয়া আপাততঃ অনেকের প্রতীয়মান হয়। তাজের দ্বারের সম্মুখে উৎকৃষ্ট কবিতা সকল, এবং তাজমহল সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সকল কৃষ্ণ মার্ব্বেলের উপর উজ্জ্বল সুগঠিত বৃহৎ অক্ষরে অঙ্কিত হইয়া শোভা পাইতেছে। তাজের সমুজ্জ্বল কান্তি, প্রস্তর সকলের জ্যোতিঃ ও অনুপম কারু কার্য্য সকল দেখিয়া দর্শকের মন একেবারে আশ্চর্য্য সম্বলিত গভীর সৌন্দর্য্যরসে নিমগ্ন হইয়া যায়। তাঁহাকে অবাক্ হইয়া অনিমেষ নেত্রে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। কোন ভাবুক কবি বলিয়াছেন যে "মমতাজের সৌন্দর্য্য ও প্রেমে তাজ নির্ম্মিত হইয়াছে।"

অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাজমন্দির ঈষৎ নীল, সূর্য্যোদয়ের পর গোলাপী, এবং অনেক সময় উজ্জ্বল পীত বর্ণ, ঝটিকার সময় ঈষৎ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়। জ্যোৎস্নার সময়ে ইহা অতিশয় সুন্দর বোধ হয়। ৮০ হাত দূর হইতে তাজকে বায়ুর মধ্যে ভাসমান দেখায়।

রাজ্ঞীর সমাধি প্রাসাদের নিম্নতম তলে যে স্থলে সমাধিপীঠ তাহা অন্ধকারময়, সোপান পরম্পরায় অবতরণ করিতে হয়, প্রদর্শকেরা আলো হস্তে করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করে। সমাধি পীঠ নানা মণি ও উজ্জ্বল মূল্যবান্ প্রস্তরের কারু কার্য্যে রঞ্জিত, পরম শোভাময়। রাজ্ঞীর সমাধি পীঠের পার্শ্বেই তাহার অনুরূপ সম্রাট সাজাহাঁর সমাধিপীঠ বিদ্যমান। ভিত্তির উপরি তাজ মন্দিরের অভ্যন্তরেও উভয় সমাধিবেদিকার প্রতিরূপ অবিকল ২টী বেদিকা স্থাপিত রহিয়াছে। তাজের মধ্যে উষ্ট্র পক্ষীর একটী ডিম্ব স্বর্ণ শৃঙ্খলে আলম্বমান ছিল, এক্ষণে তাহা নাই। তাজের ২টী রৌপাময় কবাট ছিল, তাহার মূল্য ১,২৭,০০০ টাকা, উক্ত কবাটে ১১ হাজার প্রেক বিদ্ধ ছিল, প্রত্যেক প্রেকের মস্তকে এক একটী স্বর্ণ মুদ্রা স্থাপিত ছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জাটেরা সেই দুইটী কবাট গলাইয়া ফেলে।

তাজের ভিতরে একটী লোকে কথা বলিলে এরূপ গভীর প্রতিধ্বনি হয়, যেন শত শত লোক একেবারে কোলাহল করিতেছে। তাজের উত্তর দক্ষিণে একই ভিত্তির (প্লাট ফরমের) উপরে লোহিত প্রস্তরনির্ম্মিত দুই সুবৃহৎ সুরম্য মস্‌জিদ বিদ্যমান। প্ল্যাটফরম কৃষ্ণ ও শ্বেত প্রস্তরে রঞ্জিত। প্লাট ফরমের পার্শ্বে কোন কোন স্থানে সুন্দর সুন্দর ফোয়ারা।* তাজের ৪ কোণে যে ৪টি মনুমেণ্ট আছে, তাহার প্রত্যেকের চূড়ায় সোপান শ্রেণী যোগে আরোহণ পূর্ব্বক দূরস্থিত নগরী, উপবন ও প্রসারিত শ্যামল শস্য ক্ষেত্রাদির শোভা সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হওয়া যায়। প্লাট্ ফরমের এক পার্শ্বে একটী সুগভীর বৃহৎ কূপ। উক্ত কূপের নিম্নতল পর্য্যন্ত সোপানাবলী স্থাপিত। চতুর্দ্দিকে কুঠরী সকল অধোধঃ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। কুঠরীর দ্বার কূপের অভিমুখে উন্মুক্ত আছে। নামিবার সময় ঘুরিয়া২ কুঠরী সকলের মধ্যদিয়াই নামিতে হয়।

পশ্চাৎ ভাগে যমুনা লহরী তাজের পাদমূল চুম্বন করিতেছে, অপর তিন দিকে মনোহর উদ্যান। উদ্যানের কোন স্থান সতেজ তরুরাজিতে ও নানা প্রকার রমণীয় পুষ্পে শোভা পাইতেছে, কোন স্থান দ্রাক্ষালতাতে সমাচ্ছাদিত। কোথাও চন্দন তরু শাখা প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে, কোথাও ফোয়ারা, কোথাও ক্ষুদ্রক্রীড়াসরোবর, কোথাও পাষাণময় সুন্দর উপবেশন-মঞ্চ। যে তোরণদ্বারা উদ্যানে প্রবেশ করিতে হয় তাহার বা কত শোভা, তাহাতে কত চমৎকার শিল্পকার্য্য! তাজমহলের মনোহর শোভাদর্শন ও উপবনে ভ্রমণ করিলে হৃদয়ে যে কিরূপ গভীর আনন্দ ও বিস্ময় অনুভব হয়, তাহা প্রকাশ করা যায় না। তখন পুরাণবর্ণিত ইন্দ্রের নন্দন বনে বা কুবেরের ক্রীড়াকাননে যেন ভ্রমণ করিতেছি বোধ হয়। পাঠিকা ভগ্নীগণ! তোমাদিগকে অনুরোধ, একবার তাজকে দেখিয়া আইস। ধন্য সা জাঁহা, তিনি কি মনোহারিণী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ধন্য পূর্ব্বতন সুনিপুণ শিল্পীগণ, তাঁহাদের রচনার নিকটে বর্ত্তমান শতাব্দির স্থপতিগণও হার মানিয়া যাইতেছে। আমাদিগের সুসভ্য গবর্ণমেণ্টকেও ধন্যবাদ, যে তাজমহলকে চির নূতন রাখিবার জন্য অতিশয় যত্ন

* জল বিন্দু বর্ষণকারী যন্ত্র বিশেষ।

প্রদর্শন করিতেছেন, কতকগুলি কারিকর নিযুক্ত রাখিয়া তাজের সংস্কারজন্য বর্ষে বর্ষে বহু সহস্র টাকা রাজকোষ হইতে ব্যয় করিতেছেন।

মনোবিজ্ঞান।

শ্রবণ।

শ্রবণ প্রত্যক্ষের উপায় কর্ণ এবং শ্রবণ কার্য্যের প্রধান অবলম্বন শব্দ। শব্দই শ্রবণের গ্রাহ্য। যখন কোন শব্দ উৎপন্ন হয়, তখন তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু মণ্ডলে এক প্রকার তরঙ্গ উপস্থিত হয়। সেই তরঙ্গ হইতে আবার তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু মণ্ডলে তরঙ্গ বিস্তার হইতে থাকে। এইরূপ তরঙ্গের পর তরঙ্গ বিস্তার করিতে করিতে সেই বায়ু তরঙ্গ আমাদের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হয়। কর্ণ কুহরের মধ্যে এক প্রকার সূক্ষ্ম চর্ম্মের আচ্ছাদন আছে, তাহাতে ঐ বায়ু তরঙ্গ সকল যাইয়া আঘাত করে। ইহাতেই কর্ণ মধ্যে শব্দ উৎপন্ন হয়। কর্ণস্থিত স্নায়ু সকল সেই পরিবর্ত্তনের ভাব মস্তিষ্কে লইয়া যায়। তদ্দ্বারা আমাদের শ্রবণ জ্ঞান জন্মে। চক্ষু গ্রাহ্য পদার্থ সকল যেরূপ নিকটে বৃহৎ এবং দূরে ক্ষুদ্র বোধ হয়, সেইরূপ শব্দও নিকটে উচ্চ এবং দূরে অল্প বোধ হইয়া থাকে। এইরূপ বার বার দেখিয়া শব্দের দূরত্ব ও গুরুত্ব পরস্পরের মধ্যে আমাদের মনে একটি যোগ স্থাপিত হয়। সেই সংস্কারবশতঃ গভীর রাত্রে কেহ দূর হইতে কথা কহিলে বোধ হয় নিকট হইতে কথা কহিতেছে, কারণ দিনের বেলা তত দূরের শব্দ যত স্পষ্ট শুনা যায়, রাত্রি বেলা তদপেক্ষা স্পষ্টতর শুনা যায় সুতরাং অধিক নিকটে বোধ হয়।

ঘ্রাণ।

নাসিকা ঘ্রাণের যন্ত্র স্বরূপ। কতকগুলি বাহ্য পদার্থের সহিত আমাদের নাসিকার অন্তঃস্থিত ভাগ সকলের এমন একটি স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে যে সেই সেই বাহ্য পদার্থের অংশ সকল আমাদের নাসিকার সহিত যুক্ত হইলে মনে এক এক প্রকার ভাবের উদয় হয়। সুখ, দুঃখ এবং উভয়ের অভাব এই তিন অবস্থাই পদার্থ ভেদে হইয়া থাকে। যাহার যোগে সুখের

উদয় হয়, তাহাকে সুগন্ধ বলা যায়। যাহার যোগে দুঃখের উদয় হয় তাহাকে দুর্গন্ধ বলা যায়। আর যাহাতে সুখ দুঃখ উভয়ের অভাব তাহাকে গন্ধ-বিহীন বলা যায়।

রসনা।

জিহ্বা রসনের সাধন। ঘ্রাণের স্থলে যেরূপ নাসিকা ও বাহ্য পদার্থের যোগে সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অবস্থার উদয় হয়, রসনের স্থলেও সেইরূপ আমাদের জিহ্ব এবং বাহ্য পদার্থের সহিত এরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে যে সেই সেই পদার্থের যোগে বিশেষ বিশেষ অবস্থার উৎপত্তি হয়। এই বিশেষ বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশেষ নাম দেওয়া হইয়া থাকে। যেমন; মধুর অর্থাৎ মিষ্ট, কটু অর্থাৎ ঝাল, তিক্ত, কষায়, অম্ল ও লবণ ইত্যাদি।

ঘ্রাণ এবং রসন এই উভয় প্রকার জ্ঞানই এক একটী ইন্দ্রিয়ের গঠন ও কতকগুলি বাহ্য পদার্থের সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে, সুতরাং এমন হইতেও পারে যে যে বস্তু আমাদের নিকট দুর্গন্ধ বোধ হয়, জন্তু বিশেষের নিকট তাহা সুগন্ধ বা গন্ধবিহীন বোধ হইবে; কারণ আমাদের নাসিকার গঠন যে প্রকার এবং তাহার সহিত সেই পদার্থের যেরূপ সম্বন্ধ সেই জন্তুর নাসিকার গঠন এবং তাহার সহিত সেই পদার্থের সম্বন্ধ সেরূপ না হইতে ও পারে। যেমন; যে মাংস আমরা পচা এবং দুর্গন্ধ বলিয়া ফেলিয়া দিই, কুকুরে অনায়াসে তাহা আহার করে।

স্পর্শন।

ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়। বাহ্য পদার্থের সহিত আমাদের ত্বকের সংযোগ হইলে তন্নিবন্ধন মনে মনে বিশেষ বিশেষ ভাবের উদ্রেক হয়। সেই সকল প্রকার ভাবের বিশেষ২ নাম নাই। শীতল, ও উষ্ণ এই দুই কথাতে সেই ভাব সকলের অনেক গুলিকে প্রধানতঃ দুই প্রধান ভাগে বিভাগ করা হয়। ইহা ভিন্ন নরম২ ঠেকিতেছে, শক্ত শক্ত ঠেকিতেছে প্রভৃতি বাক্য দ্বারা আরও কতকগুলি ভাব প্রকাশ হয়। নরম২ ঠেকিতেছে ইহার অর্থ এই যে কোমল পদার্থ ত্বকের সহিত সংযুক্ত হইলে মনে যে প্রকার প্রতিবোধ হয় এস্থলেও সেইরূপ হইতেছে।

অনির্দ্দিষ্ট অনুভূতি।

দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি যতপ্রকার অনুভূতির বিষয় উপরে বলা হইল, সে সকলেরই এক একটী নির্দ্দিষ্ট নাম, এক একটী নির্দ্দিষ্ট ইন্দ্রিয় ও এক একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী আছে। ইহা ভিন্ন আমরা কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিশেষ দেখিতে পাই, যাহাদের কারণ, শ্রেণী ও নাম নির্দ্দিষ্ট করা অতিশয় কঠিন। এই শ্রেণীর মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি স্বাভাবিক শারীরিক অভাব এবং শ্রম ও বিশ্রামের আনন্দ প্রভৃতি মনের অবস্থাসকলকেও পরিগণিত করা যাইতে পারে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি শারীরিক স্বাভাবিক অভাব সকলকে ইংরাজীতে Appetite বলে।

শিক্ষিতা মহিলাগণের গুরুতর দায়িত্ব।

পাঠিকাগণ! একবার ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন যে সময়েই একটি চিরাগত মত, চিরাগত প্রথা উচ্ছেদ লাভ করিয়াছে, সে সময়ে তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু স্থায়ী, যাহা কিছু মানবীয় উন্নতির মূল, তাহার মূল পর্য্যন্ত কিছুকালের জন্য আন্দোলিত হইয়া গিয়াছে। নূতন বিধ শৃঙ্খলা স্থায়িত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়া স্বভাবের নিয়ম। শরীরের প্রথম সংগঠন সময়ে একটি প্রাথমিক যন্ত্র যেমন ক্রমে ভাবান্তর লাভ করতঃ পরিশেষে এককালে তিরোহিত হইয়া প্রকৃত যন্ত্রটিকে স্থান প্রদান করিয়া থাকে, তেমনি সামাজিক প্রাথমিক শৃঙ্খলা অল্পে অল্পে তিরোহিত হইয়া গিয়া নূতনবিধ শৃঙ্খলাকে স্থান দিয়া থাকে। নূতনযন্ত্রের স্থান প্রাপ্তি সময়ে তাহার ক্রিয়াধিক্য বশতঃ যেমন ক্ষণকালের জন্য দৈহিক যন্ত্রণা এবং শারীরিক অন্যান্য যন্ত্রের কার্য্যের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, নূতনবিধ শৃঙ্খলার সমাগম এবং স্থায়িত্ব লাভকালে সেইরূপ সামাজিক অপরাপর ক্রিয়ারও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং পাঠিকাগণ! নিশ্চয় জানিবেন সময়ের উচ্ছৃঙ্খলা দেখিয়া আমরা ভীত নহি; এক-

জন প্রসিদ্ধ লোক যেমন এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "গৃহে প্রচুর শস্য ভারাক্রান্ত শকট আনয়ন সময়ে শকট চক্রের গুরু ঘর্ষণে ধূলি উত্থিত হয় এবং সেই ধূলিতে চতুর্দ্দিক অন্ধকারাবৃত হয়; কিন্তু এই ধূলি জনিত অন্ধকার ক্ষণস্থায়ী, পরিশেষে লাভ প্রচুর শস্য। আমরাও তেমনি বিশ্বাস করি সামাজিক আন্দোলন দেখিতে যত ভয়ঙ্কর হউক, তাহার পরিণাম অবশ্যই সুখকর হইবে।

এখন যে সময় উপস্থিত, ইহাতে ত্রিবিধ লোকের প্রয়োজন। এ সময়ে কতকগুলি লোক এক দিকে, কতকগুলি লোক তাহার বিপরীত দিকে সমধিক অবনত হইয়া পড়িবেন। আর কতকগুলি লোক নিরপেক্ষ তত্ত্বদর্শীর ন্যায় মধ্যস্থলে থাকিবেন, তাঁহারা উভয়ের বিষয় আলোচনা করিয়া এবং উভয়ের পক্ষেই এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ পক্ষ দৃঢ়তররূপে অবলম্বন করিবার কারণ আছে জানিয়া উভয়ের নিকট স্থিরতর উন্নতির তত্ত্ব ও নিয়ম শিক্ষা করিবেন।

সকল পরিবর্ত্তনের সময়ে কতকগুলি ব্যক্তি প্রাচীন রীতি নীতি অপরিবর্ত্তনীয় রূপে রাখিবার জন্য, কতকগুলি ব্যক্তি সেই সকলকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। বিবাদ উপস্থিত হইবার স্বাভাবিক কারণ আছে। এরূপ স্থিরতর অথচ উন্নতিমুখীন তত্ত্ব ও তদুদ্ভূত নিয়ম বুঝাইয়া দিতে আমরা চেষ্টা করিব। বাহ্য জগতের বিষয় দিয়া বুঝাইলে বিষয়গুলি সহজে বুঝা যায়। অতএব তাহারই দৃষ্টান্ত দিয়া আপনাদিগকে উহা বুঝাইয়া দিতেছি। আপনারা পাঠ করিয়া থাকিবেন আমরা আজ যে পৃথিবীর উপরে সুখে দিন যাপন করিতেছি, উহা এক দিন ভয়ানক অগ্নিময় লৌহ পিণ্ড সদৃশ ছিল, এখন ভূমিকম্প প্রভৃতি দ্বারা সময় সময় মহাবিপ্লব উপস্থিত হয়। তৎকালে পৃথিবীর উপরিভাগ তদপেক্ষা আবাস ভূমি ছিল। যে শক্তি এই বিপ্লাবনের মূল, তাহা কি এখন নাই? অবশ্য আছে। উহা স্থিরতর অচঞ্চল স্থায়ী। এখন উহা বহুসংখ্যক পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া মন্দ বেগে বলিয়া প্রতীত হইতেছে। বিজ্ঞানবিদেরা বলেন যৎসামান্য পদার্থের মধ্যে

সে শক্তি অবস্থান করে, তাহা প্রমুক্ত হইলে তাহাহইতে ভয়ানক বাধা প্রকাশ পাইয়া থাকে। নির্ণীত হইয়াছে, অর্দ্ধ সের পরিমিত পাথরিয়া কয়লার পরমাণু সকলকে একত্র সংযুক্ত রাখিতে যে শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তিকে প্রমুক্ত করিয়া তাপবলে পরিণত করিলে উহা স্বীয় পরিমাণের দশ লক্ষ গুণ ভারি একটি পদার্থ এক ফুট ঊর্দ্ধে উত্থিত করিতে পারে। সুতরাং অনায়াসে বুঝা যাইতেছে এক একটি পরমাণুর মধ্যে প্রবলতর শক্তি অবস্থিতি করে। ইহাও দেখা যাইতেছে সেই শক্তি পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে অথচ জগতের বিচিত্রতা এবং সৌন্দর্য্যের অর্থাৎ বর্ত্তমান উন্নত অবস্থার উহা কারণ হইয়াছে। এই শক্তির ন্যায় মানবদের মনোমধ্যে কতকগুলি শক্তি অবস্থান করিতেছে। এই শক্তি বা তত্ত্ব যে প্রণালীতে কার্য্য করে তাহাকে নিয়ম বলে। জড়জগতের ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বিবাদ উপস্থিত না হইলে জগতের উন্নতি এবং স্থায়িত্বের কখনই সম্ভাবনা ছিল না। মানবসমাজ সম্বন্ধেও সেইরূপ। কখন লোকে বর্ত্তমান রীতি নীতির বিরোধে দণ্ডায়মান হয়? যখন আর বর্ত্তমান রীতিনীতি মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী হয় না এবং উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। উন্নতির বিরাম এবং বিনাশ একই কথা। এক জাতি অবনতি হইতে অবনতিতে গিয়া যদি আর উত্থিত হইতে না পারে, তবে সে জাতির উচ্ছেদের আর অধিক কাল বিলম্ব নাই। কিন্তু যে উন্নতি স্থায়ী মূলকে উচ্ছেদ করিয়া চিরস্থায়ী হইতে চায়, তাহার স্থায়িত্ব ক্ষণস্থায়ী। এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক প্রাচীন পণ্ডিত আপনাদের মনঃকল্পিত নূতন রাজ্য এবং তাহার বিধি ব্যবস্থা সকল মনুষ্যপ্রকৃতি-নিহিত স্থিরতর ভিত্তি ভূমির উপর সংস্থাপিত করেন নাই বলিয়া তাঁহারা সেই সকলকে জনসমাজে পরিগৃহীত করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

বর্ত্তমান সময়ে সমাজ ভিত্তির মূল পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন উন্নতি ও পরিবর্ত্তন চাই সত্য, কিন্তু অনেকে উন্নতির নামে অন্ধ হইয়া সামাজিক সকল বন্ধন কুসংস্কারের কার্য্য বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে উপক্রম করিয়াছেন। পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক বন্ধন,

সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম ও নীতির বন্ধন এ সকলকে শৃঙ্খল জ্ঞানে দূরে পরিহার করিয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিবার জন্য অনেকে উদ্যত। ইহাঁরা উন্নতির নামে আদিম অসভ্যাবস্থার দিকে ধাবমান। কমট জনসমাজ ভঙ্গের যে আশঙ্কা করিয়াছেন, এ সকলের দিকে দৃষ্টি করিলে তাহাই মনে উদিত হয়। প্রাচীন কালের অনেক জাতি পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে অবস্থিত হইয়া এই প্রকার উশৃঙ্খলতায় অবনত, হীন এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল, তাহাদিগের সমুদায় জাতীয় গৌরব খর্ব্ব হইয়া গেল। ইউরোপ ও আমেরিকার বৃত্তান্ত কি স্মরণ নাই? পুনরায় সেই পুরাতন নাট্য এমন উন্নত সময়ে অভিনীত হইলে, সকলে নিস্তব্ধ হইয়া দর্শন করিবেন, একি সম্ভব? তবে কি এই বলিতে হইবে, ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজের মূল পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইয়া শৃঙ্খলার রাজ্য সমাগত হইবে না? না, তাহাদের দেশে এই উচ্ছৃঙ্খলাচারের শীঘ্রই সমূলোৎপাটন হইবে।

হীনাবস্থাপন্ন ভারতবর্ষের বামাবোধিনী অত উচ্চ দেশের কথা লইয়া কেন আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিয়াছে? ছিন্নকন্থায় শয়ান দরিদ্রের ক্রোরপতির স্বপ্নে সুসার কি? একথা বলিতে পারি না। আমরা হীনাবস্থ হইয়াও উন্নত জাতির বিষয় আয়ত্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আদর্শজীবন সংগঠনে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়গণের চিরদিন হইতেই উপযোগিতা আছে। বাণিজ্যব্যবসায়ী জড়হৃদয় ইংলণ্ডীয়গণের নিকট যাহা পুস্তকগত থাকিবার সম্ভাবনা, আমাদিগের দেশীয়েরা অনায়াসে তাহা জীবনের নেতা করিতে পারেন। যে দেশে হৃদয় প্রধান, কল্পনায় প্রাবল্য সে দেশ আদর্শানুসরণে অধিক সমর্থ। কিন্তু এই হৃদয় এবং কল্পনা যদি বিকৃত পথে ধাবিত হয়, সমূহ অনিষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে কি অন্য দেশ ইহার প্রমাণের অপ্রচুরতা নাই। অতএব যাহারা কাণ্ডাকাণ্ড বিবেচনা শূন্য, চিরস্থায়ী সত্য এবং মানবপ্রকৃতির আলোচনা না করিয়া যাহারা ভাবমাত্র দ্বারা পরিচালিত হন, এ দেশ যাহাতে তাঁহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পায় ক্ষুদ্র বামাবোধিনীর সেই যত্ন।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গাঙ্গনাগণের সম্মান সূচক উপাধি।

আমরা গতবারে এবিষয়টীর প্রস্তাব করিয়া সাধারণের বিবেচনা স্থলে অর্পণ করি। ইতিমধ্যে কোন কোন বামাহিতার্থী ইহা লইয়া যে চিন্তা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা নিরতিশয় সন্তোষ লাভ করিলাম। আমরা পাঠিকাগণের গোচরার্থ এতৎ সংক্রান্ত একটী প্রেরিত সাদরে প্রকাশ করিতেছি।

"আশ্বিন মাসের বামাবোধিনী পত্রিকাতে 'বঙ্গাঙ্গনাগণের সম্মানসূচক উপাধি' নামক প্রস্তাবটি পাঠ করিয়া নিতান্ত প্রীতি লাভ করিলাম। অনেক দিবস হইল আমি ও আমার কতিপয় বন্ধু এই বিষয় লইয়া আলোচনা করি, কিন্তু কি উপাধি ব্যবহার করা উচিত কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। অদ্য আপনার প্রস্তাবের শিরোনাম দেখিয়াই এই বিষয়টী পাঠ করিবার বড় ইচ্ছা হইল এবং পাঠ করিয়া অনেক দিনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। আপনার বন্ধুর প্রস্তাবিত উপাধিটি আমার বিবেচনায় নিতান্ত উপযুক্ত। "দেবী" এই শব্দটীর সঙ্গে যে একটী পবিত্র ভাব সংযুক্ত আছে তাহার সন্দেহ নাই। বাস্তবিক এই উপাধিটি যদি সর্ব্বত্র গৃহীত হয়, তবে পুরুষদিগের বর্ত্তমান 'বাবু' উপাধি অপেক্ষা যে অনেক ভাল হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকালে দেবী শব্দ দ্বারা যাঁহারা মাননীয়া তাঁহারাই অভিহিত হইতেন। শ্রীমতী শব্দ কনিষ্ঠার প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কনিষ্ঠা কখনও জ্যেষ্ঠ হইতে সম্মান লাভ করিতে পারে না। অতএব আমার বিবেচনায় 'শ্রীমতী দেবী' না বলিয়া "শ্রীযুক্তা দেবী" অথবা 'দেবী বলাই ভাল। পুরুষদিগের মধ্যেও কনিষ্ঠের প্রতি বাবু শব্দ প্রয়োগ করা হয় না। আমি বোধ করি কনিষ্ঠাকে শ্রীমতী বলাই ভাল। আমি কনিষ্ঠা শব্দদ্বারা বয়সে কনিষ্ঠাকে বলিতেছি না, কিন্তু সম্পর্কে কনিষ্ঠাকে বলিতেছি। এই সময় হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে দেবরেরা সম্পর্কে কনিষ্ঠ হইলেওত ভ্রাতৃবধূরা এখন তাঁহাদিগকে 'বাবু' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন? কিন্তু তাহার কারণ আছে। পূর্ব্বে যেরূপ ভ্রাতৃবধূদিগকে দেবরেরা

মাতৃতুল্য জ্ঞান করিতেন, এখন তাহার ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে এবং যে প্রকার কালের গতি, ইহাতে কালক্রমে ইহাঁরা শ্যালিকাদিগের স্থানেও থাকিতে পারেন কি না সন্দেহ। বাল্য বিবাহ আবার তাহার বিশেষ আনুকূল্য করিতেছে। আবার ভ্রাতৃবধূরাও এখন আর দেবরদিগের হইতে নমস্কার প্রভৃতি সম্মান সূচক চিহ্ন গ্রহণ চান না। কাজেই এই সব দুর্ঘটনা। বাস্তবিক এইটী যে ভাল লক্ষণ তাহা নয়।

প্রস্তাবের উপসংহার কালে নিবেদন এই যে "বসু" না লিখিয়া 'বসুদুহিতা" ঘোষ' না লিখিয়া 'ঘোষদুহিতা' লিখিলে কি হয় না? 'বাবু' ঘোষ লেখায় স্ত্রী কি পুরুষ ইহা অনেক স্থলে বুঝা যায় না। যেমন "অটল বেহারী বসু" (১) এখানে স্ত্রী বলিবেন না পুরুষ বলিবেন? এখানে দুহিতা লিখিলেই উত্তম হয়।"

আমরা উপরি উক্ত পত্রিকা খানিও পাঠক পাঠিকাগণের বিবেচনা স্থলে অর্পণ করিলাম। ইহার উপসংহার ভাগের প্রতি কেবল আমাদের বক্তব্য এই যে ঘোষদুহিতা ইত্যাদি কুমারীর প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু বিবাহ হইলে স্ত্রীলোক স্বামি গোত্রে সংভুক্ত হন, অতএব দুহিতা শব্দ তাহাতে অসংলগ্ন। ইহার পরিবর্ত্তে কেহ কেহ 'ঘোষ জায়া' এরূপ ব্যবহারে মত দেন।

ঐতিহাসিক উপাখ্যান।

কর্ম্মকার পুত্র ও চিত্রকর দুহিতা।

কর্ম্মকার ও তাহার পরিবার।

৪০০ বৎসর হইল আণ্টোয়ার্প * নগরের অনতিদূরে একটী কর্ম্মকারের গৃহ ছিল। গৃহটী যৎসামান্য কুড়ে ঘর—মাটীর দেওয়াল দেওয়া, চাল

(১) অটল বিহারী অপেক্ষা 'দিনমণি কি তারাকালী, বলিলে ভাল বুঝা যাইত। কিন্তু এরূপ নাম অল্প এবং এখনও পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়কে যেমন দিন ও তারা বলিয়া ডাকিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না, তখনও সেইরূপ হইবে।

* ইউরোপের বেলজিয়মের অন্তঃপাতী একটী নগর।

প্রায় ভূমি-সংলগ্ন এবং একটীমাত্র কুটীর বিশিষ্ট। ইহা রাজপথ হইতে কিছু দূরে ছিল, বড় বড় সহরের নিকট যেমন হঠাৎ এক একটী নির্জ্জন পরিত্যক্ত স্থান দেখা যায়, সেইরূপ স্থানে ছিল। তথা হইতে সময়ে সময়ে দূরস্থ জন কোলাহলপূর্ণ নগরের অস্ফুট ধ্বনি শ্রুত হইত এবং নগরস্থ সুবিখ্যাত ধর্ম্মমন্দিরের অত্যুচ্চ চূড়া নীলিম আকাশে ছায়ার ন্যায় প্রতীয়মান হইত।

কুটীরের অর্দ্ধোদ্ঘাটিত দ্বারে বসিয়া কর্ম্মকারের পত্নী চরকায় সুতা কাটিতেন। তাঁহার বয়স প্রৌঢ়, মুখ খানি ভচ চিত্রকরেরা সচরাচর ছবিতে যেরূপ আঁকিয়া থাকে—সুগোল গৌরবর্ণ, গোলাপী আভাযুক্ত, অর্দ্ধ মুকুলিত বিশাল অক্ষিদ্বয়ে শোভিত—দেখিলে বোধ হয় লজ্জাশীলা, সদা সন্তুষ্ট, চিত্ত, সাংসারিক উচ্চাশায় নিস্পৃহ। প্রশস্ত ললাটোপরি এখনো বয়সের রেখাঙ্কিত হয় নাই—কেশগুচ্ছ সুবিন্যস্ত। তাঁহার শান্ত মূর্ত্তি দর্শন-মাত্র প্রতীত হয় যেন জীবনের গুরু বিপদে তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না; তিনি লোকের দৃষ্টিগোচর না হইয়া অন্যের উপকার সাধন পূর্ব্বক জীবন অতিবাহন করিতে চান। মানুষে এরূপ ধাতুর লোকের বড় সমাদর করে না, কিন্তু এরূপ লোক না থাকিলে পৃথিবীর দশা কি হইত?

রমণী নির্ব্বিঘ্নে মনোযোগ পূর্ব্বক আপনার কাজ করিতেছেন, কেবল স্বামীর লৌহ তাড়ন শব্দ শুনিবার জন্য মধ্যে২ এক একবার থামিতেছেন। হাতুড়ীর শব্দে গৃহের শান্তি ভঙ্গ না হয় এবং খরিদদার অধিক পাওয়া যায় এই উদ্দেশে কর্ম্মকার বাটীর কিছুদূরে রাস্তার ধারে আপনার দোকান খানি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এতদূর হইতে লৌহ তাড়নের অবিশ্রান্ত শব্দ প্রীতিকর ও শ্রবণসুখকর, অন্ততঃ কর্ম্মকার পত্নী ইহা শ্রবণে অপূর্ব্ব সুখানুভব করিতেন সন্দেহ নাই। তিনি ভাবি-তেন স্বামী পরিবারের ভরণ পোষণার্থ কি অক্লান্ত পরিশ্রমই স্বীকার করেন। এক সময়ে তাহাদিগের কুটীর বালকের রোলে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু আকস্মিক পীড়া বা স্বাভবিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত একে একে সকল গুলি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। আটটীর ৭টী অনধিক দূরস্থিত কবর ভূমিতে নিহিত হইয়াছে, দম্পতির আনন্দবর্দ্ধন একটীমাত্র নন্দন জীবিত আছে।

ঘরের মধ্যে ছেলেটী আপনার মনোমত খেলিতেছে, মাতার সতৃষ্ণ দৃষ্টি যে সর্ব্বদাই তাহার উপর নিপতিত হইবে আশ্চর্য্য নয়, এবং যখনি নিপতিত হইত তখনি তাঁহার মলিন মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব রাগে রঞ্জিত হইত। আহা সেইটী যে তাঁর কনিষ্ঠ এবং একমাত্র সন্তান!!

হাতুড়ীর শব্দ থামিল। কর্ম্মকার পত্নী চরকা রাখিয়া সায়ং কালীন আহারের উদ্যোগে চলিলেন। তিনি জানিতেন, স্বামীর অদ্যকার কার্য্য শেষ হইল, এখনি গৃহে আসিবেন। একখানি সামান্য টেবিলের উপরে আহারীয় দ্রব্য সজ্জিত হইল, এবং কর্ম্মকার গৃহে প্রবেশ করিয়াই সকলি প্রস্তুত দেখিতে পাইলেন। তিনি খর্ব্বাকৃতি দৃঢ়কায়; তাঁহার মস্তকে যদিও দুই এক গাছি শুভ্রকেশ দেখা দিয়াছে, কিন্তু তাঁহার শরীর দেখিলে বোধ হয় যে এখনও কিছু মাত্র সামর্থ্যহীন হন নাই। তাঁহার পত্নী নির্ম্মল জলপূর্ণ একটী পাত্র আনিয়া দিলেন, তিনি আনন্দে ধন্যবাদসূচক শিরশ্চালন করিয়া মলিন হস্ত মুখ ধৌত করিলেন এবং তৎপরে বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া ক্ষুধার্ত্ত জনোচিত আগ্রহ সহকারে আহারে নিযুক্ত হইলেন। স্ত্রী নিস্তব্ধ হাস্যবদনে একে একে পাত্র হইতে খাদ্য ও পানীয় সকল নিঃশেষিত হইতে দেখিতে লাগিলেন, এবং পতি-প্রাণা পত্নীর ন্যায় পাত্র পুনঃ পুনঃ পূর্ণ করিবার জন্য নীরবে এক এক বার স্বামীর হস্ত চালনার বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিলেন। যতক্ষণ তাঁহার উদরানল নির্ব্বাণ না হইল, একটী কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না।

কর্ম্মকার ভোজন সমাপন পূর্ব্বক টেবিলের উপরে কনুইয়ের ভর দিয়া পত্নীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং এতক্ষণের পর মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া কথারম্ভ করিলেন। "গ্রিচেন! আজি সমস্ত দিন বড় পরিশ্রম করিতে হইয়াছে; কিন্তু যাহাহউক আমাদের পক্ষে সেটা বড় মন্দ খবর নয়। আমি অদ্য ইলেক্‌টরের সকল ঘোড়ার নাল পরাইয়াছি। তিনি পথ দিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন—বলিলেন কর্ম্মকার মাফিসের মত আর কেউ এ কাজ এমন সুন্দর করিতে পারে না।"

গৃহিণী নিস্তব্ধ ছিলেন, উত্তর করিলেন "সুখ্যাতি পাওয়া বড় সুখের বিষয় বটে; কিন্তু বড় মানুষেরা আমাদের ন্যায় লোকের খবর লন না।"

কর্ম্মকার যদিও দেশস্থ লোকদিগের ন্যায় শান্তপ্রকৃতি ছিলেন, কিন্তু নিজে স্বাধীন ব্যবসায়ী, অতএব তেজঃ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন "যে ব্যক্তি কাহার সিকি পয়সা ধারে না এবং যার হাত কখন অলস নয়, তার সুখ্যাতি করিলে লজ্জাস্পদ হইতে হয় না। পরে তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে আর্দ্ধোদ্‌ঘাটিত দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "একটা লোক সমস্ত দিন লৌহ পিটীয়া আগুণ হইয়া আসিল, কিন্তু এখন যে শীতে অস্থির হইল।"

গ্রিচেন একটী কথা না বলিয়া উঠিয়া কবাটটী রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

কর্ম্মকার প্রণয়পবিত্র নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "গ্রিচেন! তুমি সর্ব্বদাই তোমার স্বামীর ভাবনা ভাব।"

গ্রিচেনের মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতার হাস্য ক্ষণকাল উদয় হইয়া বিলীন হইল। "তুমি জান, কার্ত্তিক মাস শেষ হয়, আমাদের ঘরে আরো বেশী আগুণ রাখা চাই।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তা এবার হবে এবং গরম কাপড়ও পরিতে পাওয়া যাইবে; শীতকালে আমার যথেষ্ট কাজ জুটিবে। প্রিয়ে! এবার কার বড় দিন বড় সুখের দিন হইবে, কুইণ্টিন নাচিবে, গাইবে এবং ভাল ভাল খেলার জিনিষ পাইবে।" তখন কর্ম্মকার চারিদিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ক্ষুঁদে কুইণ্টিন কোথায়?"

"এই যে বাবা!" একটী মধুর সুকুমার স্বর শ্রবণ গোচর হইল এবং একটী অন্ধকার কোণ হইতে একটী বালক গুঁড়ি মারিয়া বহির্গত হইল। মাষ্টিস্ যতক্ষণ আহার করিতেছিলেন, সে উনুনের পাশে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার শরীর দেখিতে ক্ষীণ এবং ডচ্ ধরণের পোসাক পরা। ইহাতে তাহার বয়স যথার্থ মত, তদপেক্ষা অধিক বোধ হইতেছিল। তাহার মুখশ্রীতে যেরূপ তীক্ষ্ণবোদ্ধার লক্ষণ প্রকাশিত, তাহাতে লোকের মনে এসংস্কার দৃঢ়বদ্ধ হইতেও পারে। বালকের মুখ তত সুন্দর হউক না হউক, তাহার নীলোৎপলোপম সুবিশাল চক্ষু মুখ মণ্ডলের সমুদায় শোভা সম্পাদন করিয়াছে, সেই চক্ষু বিস্তার করিয়া বলিল "বাবা! এই যে আমি, তুমি কি ক্ষুদে কুইণ্টিনকে চাও?"

মাষ্টিস্ পুত্রকে অঙ্কোপরি গ্রহণ করিয়া বলিলেন "তুমি সমস্ত দিন কি

করিতেছিলে, আমি জানিতে চাই। বালক পিতার আলিঙ্গন পিতাকে ফিরাইয়া দিয়া ক্রোড় হইতে ঝম্প দিয়া পড়িল এবং বলিল "বাবা! একটু দাঁড়াও, আমি তোমাকে দেখাইতেছি।"

সে কুটীরের এক কোণে দৌড়িয়া গেল, মাতা তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন কুইণ্টিনের ভয়ে আমি মারা যাই। ও সর্ব্বদাই আগুণের কাছে যাবে এবং হাতুড়ী পেটার শব্দ করিবে। আমি যদি ধমকাই, বলে 'আমি বাবার মত কর্ম্ম কর্‌চি'।"

কর্ম্মকার আহ্লাদে বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন, তাহাতে যেন কুটীর ফাটিয়া গেল। কুইণ্টিন গৃহ মধ্যস্থলে সুন্দর লৌহ নির্ম্মিত দুইখানি বাজু হস্তে উপস্থিত হইল। পিতা পুত্রের কোমল হস্ত হইতে একখানি টানিয়া হইলেন এবং আপনার বৃদ্ধাঙ্গুষ্টে পরাইয়া দিয়া যার পর নাই হাসিতে লাগিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন করিয়া এমন সুন্দর জিনিষখানি তৈয়ার করিলে?"

বালক ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া বলিল "বাবা! রাগত হইও না। আমি তোমার দোকানে একখানি পুরাণ ঘোড়ার নাল পাইয়া ঘরে আনি; তাহা পোড়াইয়া লাল করি এবং চিমটা দিয়া ধরিয়া হাতুড়ীর ঘা দিয়া এইরূপ গঠন করিয়াছি।"

"তুমি ইহার মুখে এমন সুন্দর ফুল কিরূপে করিলে?"

"কেন! আমি কাদায় গড়িয়া বালুকায় তাহার ছাঁচ তুলিয়া এবং লোহা গলাইয়া তাতে ঢালিয়া বাজুর মুখের ফুল করিয়াছি।"

কর্ম্মকার আশ্চর্য্যভাবে তাহার হস্ত চক্ষু উত্তোলন করিয়া বলিয়া উঠিলেন "আচ্ছা মোর বাবা, আচ্ছা মোর বাবা।" পরে স্থির ভাবে অস্ফুট স্বরে পত্নীকে বলিলেন "কুইণ্টিন একদিন অসাধারণ লোক —আশ্চর্য্য লোক হইবে, কিন্তু পাছে সে গর্ব্বিত হয়, অতএব এখন এ কথা তাকে বলা হইবে না।"

মাতা সহাস্য বদনে মাথা নাড়িতে লাগিলেন; কুইণ্টিন সকল কথাই শুনিতে পাইলেন, এবং তাহার কাজের প্রশংসা শুনিয়া গর্ব্বিত ও উল্লসিত হইয়া পিতার ক্রোড়ে বসিয়া মুখভঙ্গীতে বিবিধ বর্ণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।